আগমনী
"BENGALIS IN VANCOUVER"
বঙ্গমিলান্তি পূজাবার্ষিকী ১৪৩১

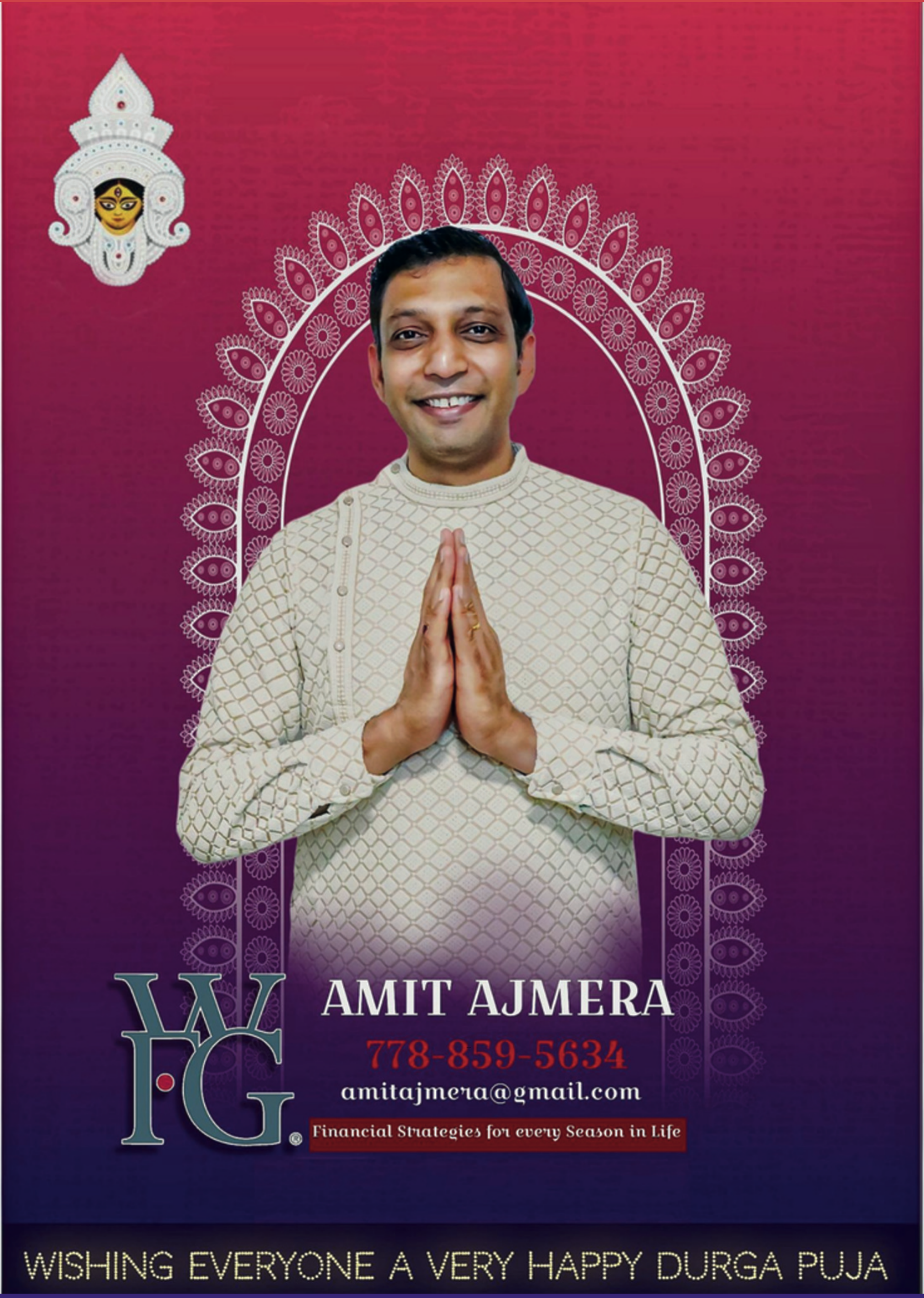
WFG
AMIT AJMERA
778-859-5634
amitajmera@gmail.com
Financial Strategies for every Season in Life
WISHING EVERYONE A VERY HAPPY DURGA PUJA

Wishing you a very Happy Durga Puja
STEP BY STEP
FLOORING
HARRY BASSI
Home Renovations and Construction
Harrybassi30@yahoo.com
7789175008

আগমনী

এটা গল্প হলেও পারতো
পাতা একটা আধটা পড়তাম...

But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep

সূচিপত্র - TABLE OF CONTENTS

05 — 19

- **Editorial Board**
- From the Executive Director - **Atanu Das**
- সম্পাদক থেকে, আগমনীর বার্তা - **শ্রীতপা রায়চৌধুরী**
- From The Editor - **Sweha Hazari**
- Message from **Consulate General of India, Vancouver**
- **Board Of Directors**
- চলার আনন্দে বংমিলান্তি - **লিপি সুর**
- BongMilanti: Championing Ethics - **Rajesh Ghosh**
- BongMilanti - Media & Communications - **Sayak Ray**

20 বাংলা ও বাঙালি
Bengal & Bengali diaspora

- বাঙালির পূজা-আর্চায় গণেশ চতুর্থীর "কেমিক্যাল লোচা" - **জয়শ্রী মুখার্জী**
- ভুতুড়ে, জাগছে অসুর - **নমিতা পাল**
- রঙিন শৈশব - **সাহিদা রহমান**
- দৃঢ়চেতা - **কল্যাণ সুর**
- বেলার শেষে - **কৌশিক দাস**
- শঙ্কুর ভ্যাঙ্কুভার ভ্রমণ - **পার্থ প্রতিম সান্যাল**
- একলা শহর - **ঋকলীনা রায়চৌধুরী**
- স্থিতি - **মৃন্ময় হালদার**
- স্বপ্নের ভোর - **সর্ব্বোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়**
- রাখে হরি, মারে কে! - **ললনা মুখার্জি**
- কুসংস্কার - **বিদিশা চৌধুরী**
- The Art of Adulting: - **Aruna Chakraborty**
- I am just a GIRL! - **Shayna Das**
- Cricket and the Game of Life: **Rishin Chatterjee**

43 ভোজনরসিক বাঙালির হৃদয়ের আস্বাদন
A Treasure Trove of Bengali Flavours

- বাঙালি খাবারের রেসিপি ও খাদ্যরসিকতার গল্প - **অর্পিতা পাল**
- ঝালে-ঝোলে অম্বলে। আর জেলুসিলে। - **সুজাতা সরকার**
- নারকেল দিয়ে চালকুমড়োর ঘন্ট - **শ্রীলগ্না সান্যাল**

49 বাঙালির সাজ ও পোষাক
Bengal's beauty Trends & Dresses

- বাঙালির সৌন্দর্য প্রবণতা ও পোষাক - **পুষ্পিতা বর্মন**
- Herbal Skincare Tips by Mun Makeup and Skincare - **Pooja Chowdhury**
- The Importance of a Good Skincare Routine and Potent Actives for Flawless Skin - **Sweha Hazari**

56 অনুরাগের আকাশ
Love Chronicles

- দূরত্বের সেতু - **অভিজিৎ দাস**
- ঝরে পড়া গীতিমালা - **অতনু দাস**
- স্মৃতিমধুর প্রেম - **সুস্মিতা দাস**
- ভিজে যাওয়া মেঘেরা - **অতনু দাস**
- একলা আকাশ - **সুতীর্থ মোহন গাঙ্গুলি**

Photography : Partha Pratim Sanyal, Location : Puerto Vallarta

- Drawing the line - **Subhangi Debnath**
- Simple - **Sudip K. Mukherjee**
- How Do You See Love - **Saptarshi Mallick**
- Lost & Found - **Pragya Dey**
- The Hawai'i Chronicles: Unveiling My O'ahu Adventure - **Partha Pratim Sanyal**

61 কাশফুল, উলুধ্বনি ও ঢাকের তাল
Durga Pujo & Emotions

- বিদেশ বিভুঁইয়ে দুর্গাপুজো: প্রবাসে বাঙালির উজ্জ্বল উৎসব - **নিশা চ্যাটার্জী**
- অ্যারিজোনায় দুর্গাপূজা - **পার্থ প্রতিম সান্যাল**
- উৎসব - **নবমিতা চ্যাটার্জী**
- দুগ্গা-গাঁথা - **অর্পিতা দত্ত**
- Missing Kolkata During Durga Puja - **Mili Ghosh**

75 ক্যানভাসে রঙ, ক্যামেরায় গল্প
ART & PHOTOGRAPHY

86 ভ্রমণের রোমাঞ্চ
Travel & Lifestyle

- দূরপিন মোনাস্ট্রি, কালিম্পং - **জয়শ্রী মুখার্জী**
- ক্যানাডা ও চতুর্দশপদী - **তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**
- সুখ-দুঃখের তুঙ্গনাথ - **স্নেহান গাঙ্গুলী**
- Snowboarding - **Rajdeep Mandal**

95 প্রবাসের দিনরাত্রি
Home is Where You Make It

- सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने - **শিল্পী বনর্জী**
- Between Two Worlds - **Arnab Biswas**
- স্মৃতি আর দোটানা - **সঞ্চারী মিশ্র**
- বাড়ি থেকে দূরে - **নাজিমুদ্দিন হাজারী**

100 কানাডায় নতুন জীবন
Forging a life in Canada

- Navigating Your Taxes in Canada - **Arunav Sanyal**
- The Power of Workplace Networking: Propel Your Career from the Inside - **Sweha Hazari**
- The Evolution of Vancouver's Real Estate Market: 1980 to 2024 - **Roshan Victor**
- Building a Life Abroad: Essential Tips and Common Mistakes for Newcomers In Canada - **Amit Ajmera**
- All Code And No Words?— Importance of Good Communication Skills In A Software Engineering Career - **Ryan Syed**

Photography : Arnab Santra, Location : Burnaby

FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR

This is the time of year again when Bengalis worldwide are thrilled to celebrate their biggest festival, 'Durga Puja'. Everybody patiently waits for this event.

The Board of Directors would like to take this opportunity to greet all of you on the joyous occasion of Durga Puja 2024. This year, we have renewed our bond through many community events.

We firmly believe that the hard work and dedication of our members and volunteers are making **BongMilanti—Metro Vancouver Bengali Cultural Association**—a great platform for social gatherings, sharing culture, stories, and views to connect with each other and promote Indian culture and heritage, which is near and dear to everyone's heart.

We really appreciate your support, encouragement, and donations. Without the generous support and participation of the members, the celebration of our cultural traditions would not be possible.

A big "Shout Out" to all the volunteers for conducting each and every event in a seamless way. I commend our exceptionally talented editorial team for their dedication in bringing the very first edition of **Agomoni - BongMilanti Pujabarshiki 2024** to life. I also extend my heartfelt thanks to the community for their enthusiastic submissions of articles, poems, and stories, which have enriched the magazine immensely. We hope you enjoy exploring this epitome of creativity!

Wish you all a Happy Durga Puja!

Atanu Das
Executive Director

সম্পাদকীয় : আগমনীর বার্তা

এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে কোনো কিছুই স্থির নয়। একে অপরের সাথে বা চারদিকে প্রতি নিয়ত ঘুরেই চলেছে। কেউ জোরে তো কেউ ধীরে। কেবল আগমন আর গমন। এই দুই স্থির। বাকি সব অস্থির।

পরিযায়ী পাখির দল ডানা মেলে ওড়ে একসাথে। উড়ে চলে উত্তাপের খোঁজে। প্রবাসে এসে মানুষ নিজের দেশের, নিজের ভাষার মানুষ খোঁজে। একটুখানি উত্তাপের খোঁজে। এ উত্তাপ মনের। আন্তরিকতার।
অপরিচিত মুখের মাঝে খুঁজে পাওয়া নতুন আত্মীয়তার বন্ধন যে এক্কেবারে নির্ভেজাল।

আমাদের **বংমিলান্তি** বিগত চার বছর ধরে জুগিয়ে চলেছে সেই ভালোবাসার উত্তাপ। কত ছাত্র ছাত্রী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানিতে, প্রতিভার তাড়নায় ঘর ছাড়ে। কতজন ছাড়ে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অথচ মা, বাবা, বন্ধু বান্ধব, দেশের মাটি, বর্ষার পরে দেশের মাটির মিষ্টি গন্ধ, পছন্দের নদীর ধার, চায়ের

দোকানের আড্ডা, বিলাস, বইমেলা, হৈ চৈ সব এক নিমেষে সাড়ে বারো ঘন্টার দিন রাত্তিরের ব্যবধানে ফেলে আসা সহজ নয়। পরবাস সহজ নয়। অপরিচিত মুখের ভীড় দুদিন খুব ভালো লাগে। চোখের ঘোর কাটলে ঝাপসা লাগে চোখ। সেসব নালিশ হয়তো কেবল বালিশ জানে। কিংবা বাথটবের জল। মন বোঝে ‘সহজ নয়। প্রবাস জীবন সহজ নয়।’ জঙ্গলের গাছকে জল সার দিয়ে টবে বসানোর মতোই বড্ড কঠিন। ছিন্নমূল জীবন নেতিয়ে পরে। আলো খোঁজে। বন্ধু খোঁজে। আমাদের সংস্কৃতি আমাদের শিখিয়েছে অতিথি কে

সসম্মানে বরণ করে নিতে। শশুর বাড়িতে টোপর পরে নতুন বর উলুধ্বনি মিষ্টিমুখ বরণ পেরিয়ে যখন প্রবেশ করে, সেই বর তখন একদিনের রাজা। আবার বৌ যখন তার শশুর বাড়ির চৌকাঠে পা দেয়, তাকে মা লক্ষ্মীর মতোই বরণ করে নিয়ে যায় নতুন বাড়িতে। আগমনের ভয় আর অনিশ্চয়তা কেটে যায় উৎসবের আনন্দে। প্রবাসী বাঙালি নতুন দেশে এসেই তাই খোঁজ করে বাঙালি কমিউনিটি। গুগল সার্চ করে, একে ওকে জিজ্ঞেস করে। আমরা অনেকেই এভাবেই খুঁজে পেয়ে গেছি এই চাঁদের পাহাড়। তারপর আর কি! ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পৌঁছে গেলেই জড়িয়ে ধরবে, ঘিরে ধরবে নতুন আত্মার আত্মীয় রা। ফিরে পাবে বন্ধু, দাদা, দিদি, ভাই, বোন, কাকা, পিসি, মামা, মাসি যাকে চাও। তোমার আগমনীতে শাঁখ বাজবে কিংবা উলুধ্বনি হবে কিনা জানি না, তবে কিছু উষ্ণ আলিঙ্গন জুড়িয়ে দেবে ভাঙা মনের ক্ষত।

বাঙালি বড্ড আদুরে জাতি। আমাদের কাছে ভালোবাসাই সব। ভক্তির সাথে ভয় থাকে। আমাদের কাছে ভালোবাসাই ভক্তি। তাই সারা ভারতের হিন্দুরা যখন নবরাত্রিতে দুর্গা পুজো করে, আমাদের ঘরে আগমন ঘটে ঘরের মেয়ে উমার।

আমরা সাড়ম্বরে বরণ করি উমাকে। সন্তানাদি নিয়ে আসতে এতটা রাস্তা না জানি কতই কষ্ট হলো মেয়ের। শুরু হয় উৎসবের আয়োজন। সাজো সাজো রব। আগমনীর অপেক্ষায় প্রহর গোনে মন। শিউলি ফুলটাও পড়ে থাকে আগবাড়িয়ে। আহা উমা মায়ের রাঙা পায়ে ব্যথা লাগবে বুঝি। তারচে আমিই বিছিয়ে থাকি পথের ওপর! কাশের গোছা চামর দোলাতে থাকে। আকাশে মেঘগুলো হেসে বলে "ওলো তোদের হলো রে সব জোগাড়! উমা তো ঐ এলো বলে!"

মা দুগ্গা আমাদের বঙ্গচেতনা জুড়ে এমনটাই ভরে আছে, যে সেখানে আর ধর্মের প্রভেদ টুকুও অবশিষ্ট নেই। তাই বাঙালি যেখানেই যায়, গুটি গুটি এক থেকে দুই মেলে, দুই থেকে দুশো। তারপর হুট করে একদিন কোনো এক মিটিং বা আড্ডায় একজন বলে ফেলে "আচ্ছা আমরা দুর্গাপুজো করতে পারি না!" দুজন বলে "সে তো অনেক

হ্যাপা! দুর্গাপুজো কি চাট্টি খানি কথা! অমুক খরচ, তমুক জোগাড়, ফান্ড কৈ! আমরা কিকরে এত শিগ্গির পারবো!" আর ঠিক তখনই বাকি একশ আটানব্বই জন হাঁ হাঁ করে ওঠে। "পারবোনা মানে! পারতেই হবে। এবার আমরা দুর্গাপুজো করেই ছাড়বো। এট্টু আধটু ভুল ত্রুটি যদি হয়ও বা। ও মা দুগ্গা ঠিক ক্ষমা করেই দেবেন।"

জোর কদমে তৈরি হয় কমিটি। হঠাৎ আবার কোনো একজন প্রস্তাব দেয় পুজো হবে, শারদীয়া পত্রিকা হবেনা! "হবে বৈকি! আলবাত হবে!" মায়ের আগমনীর আয়োজনের ত্রুটি রাখা যায় নাকি। এক বন্ধু ঘচঘচ করে পত্রিকার মলাট এঁকে ফেলবে রাত জেগে। বাঙালির বহু বদনাম থাকলেও ঘরে ঘরে প্রতিভার অভাব আছে, এমন বদনাম স্বয়ং নারদমুনিও দিতে পারবেন না। কাজেই লেখা শুরু হবে রাত জেগে। বিজ্ঞাপনও জোগাড় হয়ে যাবে কঠোর পরিশ্রমে। অবোধ ছেলে মেয়েদের এই অধীর আগ্রহ দেখেও মুখ ফিরিয়ে থাকবে, এমন পাষাণ কি
আমাদের উমা!

কাজেই বাংলাতে পৌঁছনোর আগেই একবার টুক করে ভ্যাঙ্কুবারে ঘুরে যেও মা! তোমাকে খুব বেশিদিন আটকে রাখবো না। কথা দিলাম। সাবধানে এসো কিন্তু!

দুগ্গা দুগ্গা!

তোমাকে অনেক আনন্দ আর আবেগ নিয়ে আবাহন করছিলাম মা! মাঝে ঘটে গেছে এক নারকীয় ঘটনা। তাই তোমাকে আমাদের আজ খুব দরকার হে মা আদ্যাশক্তি।

উমা, তুমি আবার অস্ত্র ধরো। মানুষরূপী অসুরদের থেকে রক্ষা করার শক্তি দাও মা! “অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িনী তুমি জাগো।” শুভ শক্তির উদয় ঘটুক। ঐ যে তরুণ মেধা গুলো দিনরাত ভুলে রাস্তাতে বসে আছে সুবিচারের আশায়, ওদের তুমি নিরাশ কোরোনা মা!

ওঁ অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়🙏

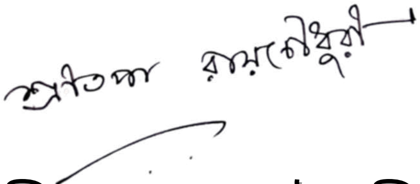

শ্রীতপা রায়চৌধুরী
সম্পাদক

FROM THE EDITOR

Dear Readers,

It is with immense pleasure and pride that we present to you the very first edition of **Agomoni**—a special initiative by **BongMilanti** for the Bengali community in Metro Vancouver. This magazine is more than just a publication; it is a celebration of our shared culture, heritage, and creative expression.

We are truly honored to launch this magazine, offering a platform for **Bengalis in Vancouver** to express themselves, showcase their talents, and reconnect with their cultural roots. Agomoni strives to be a collective cultural renaissance for the modern Bengali diaspora, fostering a sense of belonging and pride in our heritage while celebrating the diversity within our community.

As we embark on this exciting journey, we look forward to many more editions, filled with stories, art, and voices from our vibrant community. Thank you for being a part of this special moment. We can't wait to continue growing and celebrating our culture together.

Sweha Hazari

Sweha Hazari

EDITOR

CONSUL GENERAL

भारत का प्रधान कौंसलावास वैंकूवर
CONSULATE GENERAL OF INDIA
201-325 HOWE STREET
VANCOUVER, BC. CANADA V6C 1Z7
TEL: 604-662-8811 FAX: 604-682-2471
E-MAIL: cg.vancouver@mea.gov.in
WEBSITE: www.cgivancouver.gov.in

सत्यमेव जयते

Message

It gives me great pleasure to extend my warmest greetings and best wishes to BongMilanti on the occasion of your second Durga Puja celebration and the launch of your inaugural magazine, *Agomoni (Pujabarshiki 2024)*.

Durga Puja, recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity, is a celebration that resonates deeply with the Indian community worldwide. The festival highlights not only the spiritual aspects but also the cultural and social respect accorded to women. It is heartening to see this rich tradition being celebrated with such dedication and passion here in Vancouver. Your efforts in organizing this festival and bringing the community together are truly commendable.

The launch of *Agomoni* is a wonderful initiative that will undoubtedly serve as a platform to showcase the creativity and talents of your members. The Consulate General of India in Vancouver is proud to support BongMilanti that plays a vital role in preserving and promoting Indian culture abroad.

I wish your Durga Puja celebrations every success and hope that *Agomoni* becomes a cherished publication that continues to inspire and connect the community for years to come.

I pray to the Maa Durga that her blessings may bring happiness and prosperity upon us all. Wishing you all a joyful and prosperous Durga Puja!

(Masakui Rungsung)

Vancouver
September 9, 2024

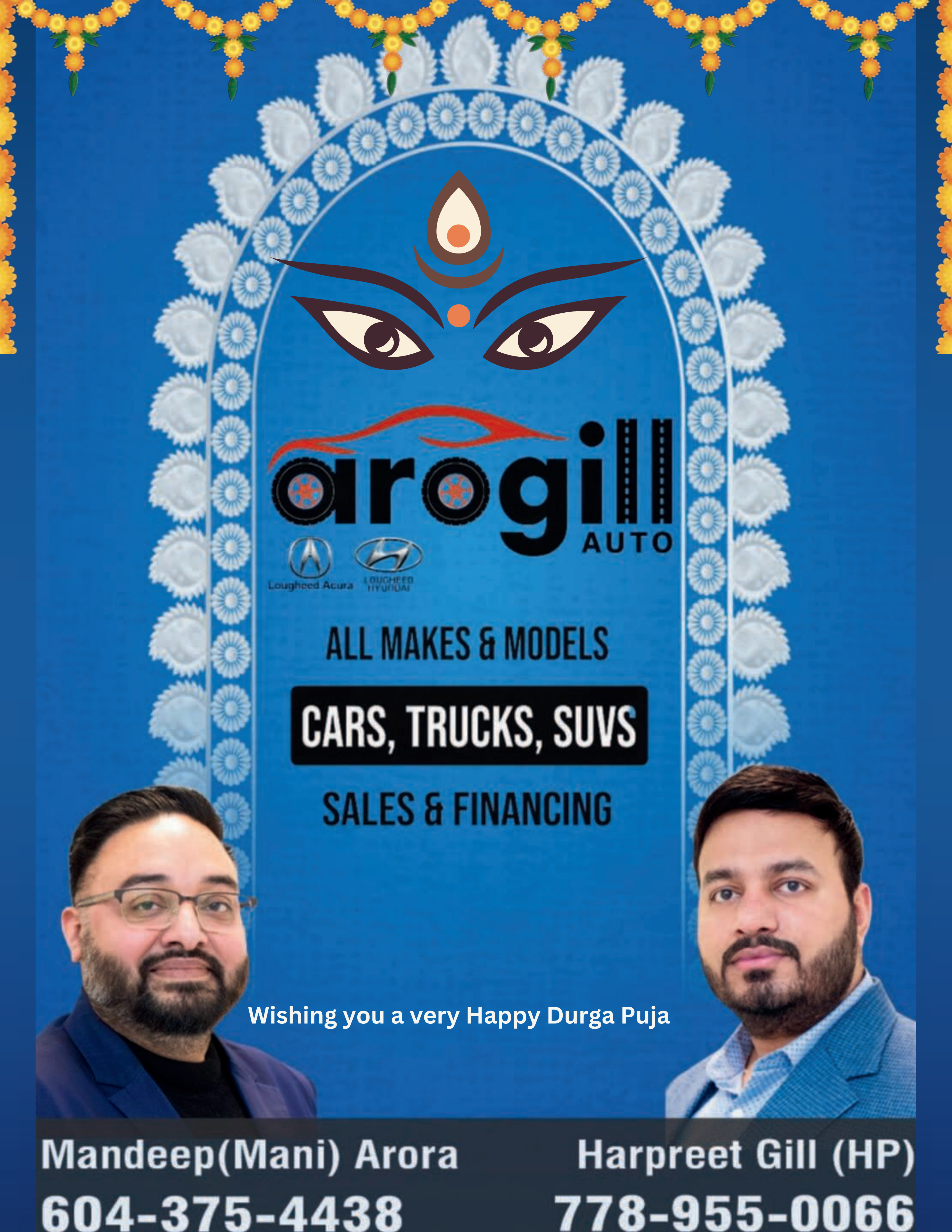
arogill
AUTO
Lougheed Acura
LOUGHEED HYUNDAI
ALL MAKES & MODELS
CARS, TRUCKS, SUVS
SALES & FINANCING
Wishing you a very Happy Durga Puja
Mandeep(Mani) Arora
604-375-4438
Harpreet Gill (HP)
778-955-0066

ALOKE CHOWDHURY
MORTGAGE ADVISOR
604-518-9433
mortgagesbyaloke@gmail.com
TMG
THEMORTGAGEGROUP
My experience can guide you through the process.
WISHING EVERYONE A VERY HAPPY DURGA PUJA

All the savings. None of the worries.
Canada-U.S.-Mexico
75GB
+10GB Roam Beyond†
(92 destinations)
For $45 /mo.*
for 18 mo. With Digital Discount.
freedommobile.ca
Visit us at these Freedom Mobile locations:
Grandview Central Shopping Centre
16050 24th Avenue, Surrey
604-385-4460
Cedar Hills Plaza
12830 96th Avenue, Surrey
604-498-6500
Freedom mobile
Authorized Dealer

CIBC

Wishing everyone a very Happy Durga Puja

We are proud to be a part of your community

Please contact us for all of your personal and business banking needs.

CHETNA MATHUR, GENERAL MANAGER
CIBC Scott Road & 73rd Avenue Banking Centre
7420 - 120 St, Surrey | 604 501-5750

CHETNA ARORA, ASSOCIATE FINANCIAL ADVISOR
CIBC Scott Road & 73rd Avenue Banking Centre
7420 - 120 St, Surrey | 604 501-5750

KAZI SHEHRIN AHSAN, ASSOCIATE FINANCIAL ADVISOR
CIBC Scott Road & 73rd Avenue Banking Centre
7420 - 120 St, Surrey | 604 501-5750

চলার আনন্দে বংমিলান্তি

লিপি সুর
DIRECTOR, ADMINISTRATION

বংমিলান্তি - সম্প্রদায় বান্ধব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । কানাডায় বসবাসকারী বাঙালি তথা ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত অবৈতনিক অলাভজনক অরাজনৈতিক সংস্থা। আমরা প্রবাসী বন্ধুরা এই সংগঠনের মাধ্যমে মিলিত হয়ে প্রবাসের দিনগুলি বর্ণময় ও আনন্দমুখর করে তুলতে সচেষ্ট হওয়ার সাথে সাথে জীবনের পথে একে অন্যের প্রয়োজনে বন্ধু হয়ে উঠি।

নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং বিজ্ঞজনের সুপরামর্শ আমাদের সংগঠনকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে এবং কমিউনিটি প্রোগ্রাম এ অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করে তোলে। আমরা বিশ্বাস করি সমাজের পেশা ধর্ম বর্ণ সমস্ত
স্তরের মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সাথে সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদান গুলির সঠিক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের বাস্তবধর্মী সময়োপযোগী মনুষ্য সমাজ সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির প্রধান সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির চির সবুজ উৎসব গুলো এখানে বর্ণাঢ্য মিলন মেলার মাধ্যমে আমরা পালন করে থাকি। পৌষের বিদায় বেলায় বাঙালি রসনার মনলোভন পার্বন- পিঠে পার্বন। বংমিলান্তির দ্বারা আয়োজিত এই পিঠে পার্বন মেলায় সর্ব বয়সের মানুষ এক নির্ভেজাল আনন্দে মেতে ওঠেন এবং তাদের রসনার তৃপ্তি করেন বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সামগ্রীর দ্বারা।
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধমে আমরা বরণ করে নেই, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিকে। নাচে গানে গল্পে আড্ডাতে নিজেদের বিকশিত করে জীবনে বাঁচার প্রেরণা খুঁজে পাই।

আবেগে রূপে রসে জগন্নাথ দেবের উৎসব ভারতের আঙিনা ছাড়িয়ে এসে, বিশ্বের আঙিনায় স্থান করে নিয়ে নিজ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। স্বর্ব সম্প্রদায়ের মহামিলন মিলিত হয়ে আমরাও মেতে ওঠার সুযোগ পেয়ে দিনটিকে আরো স্মরণীয় করে তোলার সুযোগ পেয়েছি ।

জুন /জুলাই মাসে সংগঠনের সব সভ্য একত্রিত হয়ে মেতে উঠি বনভোজনের মহা আনন্দে , যেখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা একসাথে খেলাধুলো ও বিভিন্ন মনোরঞ্জক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেতে উঠে মনের গাগরী গড়িয়ে তুলি কানায় কানায়। আমরা একনিষ্ঠ ভাবে চেষ্টা করে চলেছি যাতে আমরা আমাদের বড়োদের ও বাচ্ছাদের জন্য কিছু অনুষ্ঠান সংগঠিত করতে, যা তাদের সাহায্য করবে বাংলা সংস্কৃতির সাথে আত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ।
বাঙালি মননে তথা ভারত আত্মার চির নবীন চির আবেগের উৎসব বারোয়ারি দুর্গোৎসব গুপ্তি পাড়ার গ্রাম পেরিয়ে কানাডায় আবেগের বিশ্ব ঐতিহ্য। আমরাও আমাদের মন প্রাণ উজাড় করে পূর্ণ শুচিতায় এ উৎসবের আয়োজন করে থাকি। উৎসবের দিনগুলি বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই একসাথে অনাবিল খুশির আবেশে দীপ্ত হয়ে ওঠে।

উৎসবের দিনগুলিতে পূজা প্রাঙ্গনে আয়োজিত খাদ্য মেলায় বিভিন্ন রন্ধন শিল্পী ও বিক্রেতারা তাঁদের রন্ধন শৈলী ও মনোহরি জিনিস পত্রের পসরা সাজিয়ে আমার তোমার সবার বিশেষ দিন গুলিকে আরো বর্ণময় করে তোলেন।

আপনাদের আশীর্বাদে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সবার প্রিয় অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। উপরে উল্লেখিত অনুষ্ঠান গুলি ছাড়াও আমাদের কার্যক্রম আরো সুদূর প্রসারী করতে ব্রতী হয়েছি। আপনাদের মন ও শরীরকে সুস্থ রাখতে যোগার আয়োজন। আমাদের সংস্থায় কিছু বিশেষ মানুষ জড়িয়ে আছেন যারা আপনাদের জীবনে জীবিকায় ও অর্থনৈতিক সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আমরা যারা বিদেশে ঘরকন্না করছি, তাদের কে একত্রে এনে একটা বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা ও একে ওপরের সুখে দুঃখে বিপদে সাহায্য করা।

ফটোগ্রাফি: রাজেশ ঘোষ

BONGMILANTI: CHAMPIONING ETHICS, WELFARE, AND DIVERSITY IN GREATER VANCOUVER'S BENGALI COMMUNITY

RAJESH GHOSH
DIRECTOR, ETHICS & WELFARE

Vancouver's diverse and vibrant surroundings house **BongMilanti**, a beacon of unity and belonging for the Bengali community. It provides a haven of support, culture, and ethical guidance, fostering a sense of togetherness among its members.

Founded to promote unity and well-being among Bengalis in Vancouver, BongMilanti is built on ethics, welfare, and inclusivity. These are not just core values but the very essence of our community, shaping our initiatives and celebrating our diversity.

Ethics form the bedrock of BongMilantii's operations. The leadership team ensures transparency and accountability in all decisions. Regular meetings and open forums, like the AGM, facilitate active participation, allowing every voice to be heard.

This inclusive approach fosters trust and cohesion, enabling BongMilanti to respond effectively to its members' needs and aspirations. By adhering to high ethical standards, BongMilanti creates a sense of integrity and reliability that strengthens the community's fabric.

BongMilanti prioritizes the welfare of its members. We recognize the unique challenges faced by Bengali immigrants and offer comprehensive support programs to ease their transition into Canadian society. These programs, including career counseling, job search assistance, and housing support, are not just about practical help but also about caring for our members' mental health. We understand that the stress of immigration and cultural adaptation can be overwhelming.

Our counseling services and support groups offer a safe space for individuals to share their experiences and seek help. This fosters a community where members feel supported, cared for, and understood.

BongMilanti's commitment to diversity is proactive and intentional. We strive to include community members from across the globe and support LGBTQ causes within the community. By advocating for the rights and acceptance of diversity, BongMilanti ensures that every member, regardless of their background, feels welcome, respected, and valued. This stance enriches the broader community by promoting values of empathy and respect.

Cultural preservation and youth development are integral to BongMilanti's mission. Through various cultural events and educational programs, we nurture Bengal's rich heritage while engaging younger generations.

Our volunteering program is particularly impactful. It pairs young Bengali immigrants with established community members who provide guidance and support. This initiative helps the youth navigate their educational and professional paths while fostering a sense of cultural pride and continuity.

By investing in the next generation, BongMilanti ensures the longevity of its cultural and ethical values.

In essence, BongMilanti is more than just a community group; it is a family bound by shared values of ethics, welfare, and inclusivity. Through its diverse programs and initiatives, Bongmilanti enhances the lives of its members and promotes diversity, positively impacting Vancouver's multicultural society.

By championing these values, BongMilanti continues to be a beacon of hope, support, and unity for Bengalis in Vancouver. It helps them thrive while preserving their rich cultural heritage and embracing the diversity that makes the community vibrant and strong.

...

BONGMILANTI – MEDIA & COMMUNICATIONS – WAY AHEAD

SAYAK RAY
DIRECTOR, MEDIA AND COMMUNICATIONS

BongMilanti is a not-for-profit society dedicated to promoting the culture and heritage of the Bengali-speaking community, primarily descendants from India and Bangladesh, in the Lower Mainland Vancouver area. Active since 2020, we have organized multiple cultural events, including social gatherings, festivals, and film screenings. We officially registered in 2023 and have been achieving continuous success since. In a short period, we have emerged as a beacon of cultural preservation and celebration.

OUR FOUR PILLARS OF SUCCESS

GLIMPSES OF OUR EVENTS

- **Boishakhi Milon Mela (Bengali New Year 2022)**: Our first major success, with over 100 attendees and support from eight significant sponsors, this event laid the foundation for our future endeavors.
- **Poush Parbon Mela (Spring Food Festival 2022)**: Our most significant event to date, attracting over 300 attendees. Patrons enjoyed cultural performances and delicious cuisine, supported by 28 major sponsors.
- **Dol Utsav (Holi 2023)**: The festival of colors brought together over 100 attendees. Supported by six sponsors, we celebrated the spirit of togetherness with great enthusiasm.
- **Sharodotsav (Durga Puja 2023)**: In October 2023, we welcomed Maa Durga with open arms. This event united the entire Bengali community in an extravaganza of peace, love, and camaraderie. Durga Puja is more than just a festival; it's an emotion deeply ingrained in Bengali culture. With over 350 attendees and support from over 30 sponsors, Durga Puja 2023 was our biggest success yet.
- **Shaade-Alhade (Food Festival 2023)**: We continued our tradition with the second edition of our Food Festival. Featuring vibrant cultural performances and a showcase of Bengali and Indian cuisine, this event once again highlighted the spirit of togetherness.
- **Borshoboron (Bengali New Year 2024)**: The second edition of our inaugural event saw another grand celebration of the Bengali New Year. The event featured Dreams in Dystopia, an up-and-coming Bengali/Hindi rock band, who energized a crowd of over 150 with their popular numbers. Magnificent cultural performances by individual artists added even more color to the celebration.

In addition to these major events, we have also organized numerous community gatherings and exchanges, including Bengali movie releases, summer picnics and barbecues, and informative sessions on financial education and adapting to life in Canada.

MEDIA AND COMMUNICATION – OUR OUTREACH SUCCESS AND FUTURE

BongMilanti has strategically focused on media and communication initiatives, successfully fostering a sense of belonging and pride among Bengali communities in the Lower Mainland Vancouver area.

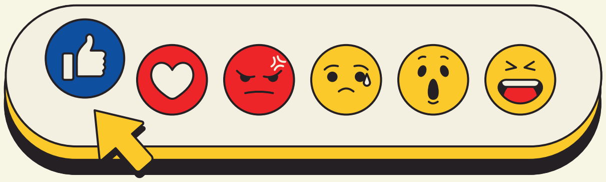

Our media and communication efforts have been pivotal in reaching and engaging with our target audience. Through vibrant storytelling, immersive content, and innovative digital platforms, BongMilanti has effectively captured the essence of Bengali culture and heritage.

The launch of our website was a historic moment, allowing us to share our story with the world. Additionally, our social media presence is strong and rapidly growing. With over 1,400 followers on Facebook and a newly established Instagram account, we are connecting with the younger generation as well.

BongMilanti's strategy involves leveraging various media channels to broadcast its message effectively. From social media campaigns and podcasts to online publications, we employ a multi-faceted approach to engage with our audience. Collaborations with artists, scholars, and community leaders ensure authenticity and relevance in our content, enhancing our credibility and resonance. Media outlets like ATI Vancouver, Tri City News, and Curiocity Vancouver have featured our content, contributing to our ongoing success.

Looking ahead, BongMilanti aims to expand its reach and impact through strategic partnerships and technological advancements. By embracing emerging trends in digital media and communication, we seek to innovate continually while staying true to our core mission of preserving and promoting Bengali culture. Our vision is to foster a sense of community and encourage cross-cultural exchange, ensuring that Bengali heritage thrives and flourishes on a global scale.

In conclusion, BongMilanti's media and communication initiatives have played a pivotal role in revitalizing and preserving Bengali culture and heritage.

To keep yourself updated about our events, please visit our website at https://bongmilanti.org

...

Photography: Rajesh Ghosh

বাংলা ও বাঙালি
Bengal & Bengali diaspora

- বাঙালির পূজা-আর্চায় গণেশ চতুর্থীর "কেমিক্যাল লোচা" - জয়শ্রী মুখার্জী
- ভুতুড়ে, জাগছে অসুর - নমিতা পাল
- রঙিন শৈশব - সাহিদা রহমান
- দৃঢ়চেতা - কল্যাণ সুর
- বেলার শেষে - কৌশিক দাস
- শঙ্কুর ভ্যাঙ্কুভার ভ্রমণ - পার্থ প্রতিম সান্যাল
- একলা শহর - ঋকলীনা রায়চৌধুরী
- স্থিতি - মৃন্ময় হালদার
- স্বপ্নের ভোর - সর্ব্বোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়
- রাখে হরি, মারে কে! - ললনা মুখার্জি
- কুসংস্কার - বিদিশা চৌধুরী
- The Art of Adulting: Dancing Through Dust and Delegation - Aruna Chakraborty
- I am just a GIRL! - Shayna Das
- Cricket and the Game of Life: A Mirror to Our Existence - Rishin Chatterjee

Photo : Diptaj Bhattacharya

Photo : Arka Ghoshal

বাংলা একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী অঞ্চল, যেখানে সাহিত্য, সঙ্গীত, ও শিল্পের ইতিহাস বহু পুরনো।

ভ্যাঙ্কুভারের বাঙালিরা এই ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন করে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে জীবিত রাখে।

বাঙালির পূজা–আর্চায় গণেশ চতুর্থীর “কেমিক্যাল লোচা”

কলমে এবং তুলীতে : জয়শ্রী মুখার্জী (জয়ী)

কথায় বলে "বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ". ছোটোবেলায় যখনই এই প্রবাদটা শুনতাম তখন একটা প্রশ্নই মনে বার বার আসতো যে তেরো সংখ্যাটা যদি উৎসবেরই সংখ্যা হয়ে থাকে, তবে তার এতো বদনাম কেনো? ১৩ তো তবে খুশির নম্বর হওয়ার কথা! যাইহোক, এর কোনো সদুত্তর তো আজও পাইনি বটে তবে এটুকু বুঝেছি যে সময়ের সাথে সাথে বাঙালির উৎসব মুখরতা তেরো পেরিয়ে অ্যাদ্দিনে অনেকদূরেই গিয়ে ঠেকেছে। দিনে দিনে নানান ভারতীয় উৎসবকেই আমরা আপন করে নিয়েছি, জুড়েছি নিজেদের উৎসবের তালিকায়, মেতে উঠেছি আনন্দে। আর বর্তমান সময়ের এমনই এক উৎসব হলো গণপতি উৎসব বা গণেশ চতুর্থী, যা কিনা প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রেই সাড়ম্বরে পালিত হয়। অনেকে তাই বাঙালির এই গণপতি উৎসবে মেতে ওঠাকে গণেশ বন্দনা নয়, নিছকই মহারাষ্ট্রের অনুকরণ বলেও মনে করেন। আসলে আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এমন বারোয়ারি ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে গণপতি বন্দনা তো বাঙালি জীবনে ছিলনা। তবে গণপতি বাপ্পা যে বাঙালিদের মধ্যে আরাধ্য ছিলেন না তা কিন্তু নয়। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন আমাদের গণেশ ঠাকুর হিসাবে, আমাদের নববর্ষের প্রথম আরাধ্য দেবতা, অক্ষয় তৃতীয়ার প্রধান উপাস্য দেবতাদের একজন আর সংকটমোচন ও বিঘ্নহর্তা হিসাবে আমাদের সব পূজোর প্রথম অর্ঘের দাবিদার।

নাহ, "গণপতি বাপ্পা মোরিয়া' ধ্বনি নয় কিন্তু, বাঙালির গণেশ পূজোর মূল মন্ত্র বা ধ্বনি ছিল: "ওম গাং গানেশায় নমঃ। "

কিন্তু এবার প্রশ্ন হলো যে তাহলে এই গণেশ চতুর্থীর উৎসব পালন বাঙালিদের মধ্যে এলো কি করে? অনেকেই কিন্তু মনে করেন যে বাংলায় পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই নাকি আমাদের পেটুক গণেশ ঠাকুরের গণপতি বাপ্পা হয়ে ওঠা। তবে অনেকেই এটা জানেন না যে বাংলায়, বিশেষতঃ কলকাতায়, প্রথম আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে গণেশ চতুর্থী পালন চালু করেন যিনি, তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের প্রিয় মহানায়ক উত্তমকুমার। কোনো এক হিন্দি ছবির শুটিংয়ের সময় মহারাষ্ট্রের এই উৎসব তাকে নাকি এতই স্পর্শ করে, যে তিনি কলকাতায় নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত গণেশের আরাধনা শুরু করেন গণেশ চতুর্থীতে।

এবার এই গণেশ পুজো সম্পর্কে আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটা ছোট্ট গল্প বলি সবাইকে।

অনেকেই হয়তো এই ঘটনাটা জানেন বা মনে করতে পারবেন, আবার অনেকেই হয়তো জানেনই না। তবে আমার মনে এখনো ঘটনাটার স্মৃতি বেশ উজ্জ্বল কারণ আমি তখন বেশ ছোট, এই ক্লাস ফাইভ কি সিক্সে পড়ি। বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই নানান পূজা আর্চার মধ্যে বড়ো হওয়া আমার। আমাদের ঠাকুর ঘরের সিংহাসনে অন্যান্য আরাধ্য দেবতাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত চীনামাটির এক গণেশের মূর্তিও ছিল। নববর্ষের দিন সেই গণেশের মূর্তির সামনে নতুন বছরের পঞ্জিকা রেখে সিদ্ধিদাতার আরাধনা হতেই দেখে এসেছি বরাবর। গণেশ চতুর্থী সম্পর্কে তখন শুধু বই পড়ে এটুকুই জ্ঞান হয়েছে যে গণেশ চতুর্থী মহারাষ্ট্রের এক প্রধান ও জনপ্রিয় উৎসব।

সত্যি বলতে, তখন তো কোথায় ইন্টারনেট আর কোথায়ই বা সোশ্যাল মিডিয়া? বই পড়ে, টিভি দেখে আর শিক্ষক বা বড়দের মুখে জানাটাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। টিভি বলতে তাও দুটো channel সর্ব সাকুল্যে, আর তা দেখাতেও সময় সীমার বজ্র আঁটুনি।

তা যাই হোক, কোনো এক গণেশ চতুর্থীর দিন বিকেল নাগাদ বাবার মুখে জানতে পারি যে টিভিতে নাকি দেখানো হচ্ছে যে গণেশ দুধ খাচ্ছে। ব্যাস, আমাদের ছোটদের চক্ষু তো তখন চড়ক গাছে। এও আবার হয় নাকি!! এক্সপেরিমেন্ট করে তো দেখতেই হবে। কাজেই, আনা হলো দুধ। সবাই সুচি বস্ত্র পড়ে বসা হলো ঠাকুর ঘরে। পিতলের বাটিতে ঢালা হলো দুধ আর কোষাকুশির কুশি দিয়ে তা তুলে ঠেকানো হলো গণেশের শুঁড়ে। চোখের নিমেষে কুশির দুধ উধাও!!!

কি করে সম্ভব? একি সত্যি! না ম্যাজিক? মা, কাকিমা, ঠাকুমা আর তারপর একে একে আমরা সবাই কুশিতে দুধ ভরে গণেশের শুঁড়ে ঠেকাতেই দুধ শেষ। বিস্ময় তখন আমাদের সবার চোখে!!

ততক্ষণে আমাদের বাড়িতে জড়ো হয়েছে পাড়ার লোকেরাও। তারাও অবাক! একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে কিন্তু কেউই তার সত্যতা বিশ্বাস করতে পারছে না। গণেশের মূর্তি উঠিয়ে দেখা হলো যে নিচে কোথাও দুধ গড়াচ্ছে কিনা বা মূর্তি ভেজা কিনা। কিন্তু কই, কিচ্ছু না। দিব্যি শুকনো সব আর সমানে উধাও হয়ে চলেছে কুশীর দুধ। বাড়ির সামনে জমেছে মন্দিরের মত লাইন। দুধের প্যাকেট হাতে দাড়িয়ে সবাই গণেশকে একবার দুধ খাওয়ানোর অপেক্ষায়। আমরা ছোটরা তো বুঝেই উঠতে পারছিনা যে হঠাৎ করে কি চলছে আমাদের বাড়িতে।

এদিকে রাত বেড়ে চলেছে, ওদিকে বাড়ছে ভিড়। হঠাৎ শুনি পুলিশ ভ্যানের আওয়াজ। ভ্যান এসে থামলো আমাদেরই গলির মুখে। আর তার থেকে বেরিয়ে এলেন খাকি পোশাক পরা পুলিশ অফিসারেরা। ভয়ে তখন গলা শুকিয়ে উঠেছে আমাদের। অফিসার সাহেবরাও ঠাকুর ঘরে ঢুকে করলেন নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। কিন্তু তারাও এর বিশেষ কোনো কারণ উদ্ধার করতে না পেরে কিছুটা বিস্মিতই হলেন। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। বাড়িতে তখনও ভক্তের ভিড় । গৃহস্থ বাড়িতে এমন ঘটনা বিরল। এবার ধীরে ধীরে এই পর্ব বন্ধের আদেশ জারি হলো থানার তরফে। আর তাই অনেক ভক্তকেই ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল সেই রাতে। পরদিন খবরের কাগজে দেখেছিলাম এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যা মুন্না ভাইয়ের ভাষায় বললে এক কথায় হলো "কেমিক্যাল লোচা"। কিন্তু ১৯৯৫ সালের গণেশ চতুর্থীর দিনের এই "কেমিক্যাল লোচা" যে আমাদের বাঙালিদের উৎসব মুখরতাকে আরো একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

...

ভুতুড়ে

নমিতা পাল

শাঁকচুন্নি কাঁদছে বসে
শ্যাওড়া গাছের ডালে,
গলায় দড়ে পাশে বসে
সুড়সুড়ি দেয় গালে।
মামদো বলে,‘ কাঁদছো কেন
দুঃখ তোমার কী?’
শাঁকচুন্নি উঠল বলে
‘ভাঁলোঁবেঁসেঁছিঁ’।
তাল গাছেতে বাস করে সে
একানড়ে নাম,
নেংচে চলে ,মিচকে পোড়া
দিল না মোর দাম।
চূড়েল বলে, ‘আর কেঁদো না
ঘঅ্যাঁঘো আছে বসে
তার সঙ্গেই বিয়ে দেব
ভরা ভাদর মাসে।’
এই না শুনে নাকেশ্বাড়ী
নাকে কেঁদে বলে,
‘ ঘঅ্যাঁঘো হলো আমার ভুতও
করব বিয়ে দোলে।’
গলায়ে দড়ে উঠলো বলে,
‘আর কেঁদো না শাঁকু,
আমি তোমায়ে করবো বিয়ে,
হাতে দেব মাকু।

জাগছে অসুর

নমিতা পাল

ভেঙ্গে দিতে পথ নেমেছে অন্ধকার,
নড়ে ওঠে ছায়া মূর্তি,
শ্বাপদের মতো জ্বলে ওঠে কালো চোখ
সুরা ভেজা নেশা ফূর্তি।
শকুনীটা ওড়ে বীভৎস চীৎকারে
শ্মশানের চিতা শয্যা,
গলির মুখেতে কিশোরী দাঁড়িয়ে হাসে
নেই ভয়- নেই লজ্জা।

দেশনেতা সব করে গালাগালি
দেশমাতা শুনে কাঁদে,
হাওয়ায় উড়ছে বারুদ
মাখানো গন্ধ
গ্রহণ লেগেছে চাঁদে।

আজ নাবালিকা নারী হয় ধর্ষিতা
করুণ আর্ত রবে,
অসুর জেগেছে, নাইকো পরিত্রাণ
ভরছে শ্মশান শবে-।

রঙিন শৈশব

সাহিদা রহমান

ভোরের বেলা মোরগ ডাকে
জাগে রবি ঝলমলিয়ে
পুকুর পাড়ে হাঁসের সারি
নামতে থাকে কলকলিয়ে ।
....
গ্রাম মোড়া সবুজ চাদর
খানিক বেলায় চায়ের আসর,
চা গিলে প্রাইভেট যাওয়া
দিদিমণির বকা খাওয়া
এসেছ কেনো না পড়ে?
বসে যাও হাঁটু গেড়ে !..
পেটে ব্যথা আরম্ভ
স্কুল আমি যাবনা
ঝোলায় ভরে ইঞ্জেকশন
ডাক্তারবাবু দেয় হানা,
ইঞ্জেকশন দিওনা কাকা
সবই ছিল বাহানা
রোজ যাবো স্কুলেতে
আর কথা বাড়িওনা!
কলা গাছের কাণ্ড নিয়ে
ঘণ্টা দুয়েক সাঁতার কাটা
মরার মতন ভাসতে দেখে
তেড়ে আসতো মায়ের ঝাঁটা
স্নান সেরে পান্তা খেয়ে
বিদ্যালয়ের পথে ছুটা
কাঁধে - ব্যাগ, ব্যাগে - বই
ভুলে আসা পায়ের জুতা!
হাতে গোনা গুটিকতক
মেয়ে বন্ধু থাকতো সদা
নয়না - ঝিলিক - বাসিরা
নিশা - শিল্পী - সারদা।
ক্লাসরুমে বস্তা পেতে
দন্ডায়মান আঙিনায়
গুনগুনিয়ে রবির সঙ্গীত
ধ্বনিত হতো প্রার্থনায়।
মেঝেতেই আসন পাতা
নিজ - নিজ বস্তা
কাঠের তৈরি চেয়ার টেবিল
তখন ছিলনা সস্তা!..
চুরি করে দুটি টাকা
বোন কিনত তিল খাজা
চার আনার আইসক্রিম
চার আনার বাদাম ভাজা!
বিরতির সময় বেঁধে দল
খেতে যেতুম কলের জল
....প্রাণভরে জল পান
মাথা ভিজিয়ে হালকা স্নান
গলা ধরে নেচে কুঁদে
শ্রেণীকক্ষে আবার ফেরা
দুষ্টু কিছু ছেলের হাতে
আমার বইয়ের পাতা ছেড়া!
...
সাথে সাথে বয়ে বেড়ানো
স্লেট - খাতা - পেন্সিল
বাদাম গাছটি লক্ষ্য করে
ছুড়তে থাকা ব্যর্থ ঢিল!
অসীম স্যারের গল্পগুলো
লাগতো বেজায় আনন্দের
হাসি মজায় খুনসুটিতে
কাটত শৈশব সানন্দেই।
শেষ ঘণ্টা বাজা মাত্রই
ব্যাগ ফেলে ঘরের কোণে
টিকি কেউ পেতোনা আর
খেলতে যেতাম তিন বোনে।

.. পিঠে না পড়লে মার
মায়ের ডাকা কেবল বেকার।
..
হাসতে হাসতে বাড়ির দোরে
চমকে উঠি দুবোনে
লাঠি উঠিয়ে মায়ের আদেশ
'পা রাখবিনা উঠোনে',
নিরীহ দুই বোনের তখন
খোলা চার হস্তে,
আলতো করে লাঠির বারি
আঘাত করেন কষ্টে।
পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলে
সাঁঝ নামে লম্ফো জ্বেলে
পাটির উপর বই খুলে
জোরে পড়া চোখ মেলে।
..
ঘন কালো অন্ধকারে
ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ
বাটির জলে গঙ্গা - ফড়িং
যেন ভাসমান জাহাজ।
বিদ্যুৎহীন গ্রামীণ জীবন
সাতটায় হয় গভীর রাত
বিরাজমান নিস্তব্ধতায়
সন্ধ্যা ছ'টায় খেতাম ভাত।
বর্ষাকালে নিঝুম রাতে
ভেঙে যেত ঘুম
ঝড়োহাওয়া কাটলে পরে
আম কুড়ানোর ধুম।..
দ্বারকা নদীর বান মারলে
ঘরে ঘরে মৎস্য ভোজ
পাঁকের ভিতর পা ঢুকিয়ে
যত্রতত্র মাছের খোঁজ।
অতি গরমে খোলা গগনে
চৌকি পেতে বিছান করা
ফ্যানের আরাম দুষ্প্রাপ্য
প্রকৃতির হাওয়া মায়াভরা।
নানির সাথে ছাদে শুয়ে
আকাশভরা তারা গোনা
' জীবনে তোমার লক্ষ্য কী?'
সুধাইতেন মাস্টার নানা।

ফটোগ্রাফি : অর্ক ঘোষাল

দাদী আমার চুলের গোড়ায়
চপচপিয়ে মাখায় তেল
কুচকুচে কালো কেশে
আলকাতরাও হতো ফেল।
দাদুর পেটে উপুড় হয়ে
মাথা নেতিয়ে আদর দোলা
ঘুম পাড়ানি মাসী পিসি
বৃদ্ধ কণ্ঠে সুর তোলা।
মোটা করে টেনে দিতো
মা আমার চোখে কাজল
ললাটে মা এঁকে দিতো
চাঁদ মামার ছবি নকল!
পিতা তখন ব্যস্ত খুবই
কলকাতায় চাকরি তাঁর
একা একাই জীবন কাটে
ফেলে রেখে সংসার।

বড়ো কাকার কোলে বসে
বাঘ শিয়ালের গল্প শোনা
ছোটো কাকার চেম্বার ফেরত
প্যাকেট ভর্তি সন্দেশ আনা।
....
হীরের কুঠি 'ডেউচা' গ্রাম
মৃত্তিকা তার বেজায় ধনী
এটিই হলো গোটা বিশ্বের
দ্বিতীয় বৃহত্তম, কয়লা খনি!
আঁকাবাঁকা এবড়ো খেবড়ো
সরু সরু কাঁচা পথ
প্রাচীনকালের বৈচিত্রময়
মানুষ ছিল অতি সৎ।
পুতুল পুতুল খেলা ছিল
ছিল খেলনা বাটি
মারামারি ঝগড়া হতো
কথার কাটাকাটি।
..
গুরুজনদের মান্য করা
শিক্ষককে শ্রদ্ধা ভয়
মার খেয়েও চুপটি থাকা
একটিও কথা না কয়..
সহজ সরল ছিল সেই
শৈশব ও কৈশোর
এখন সবই মিথ্যা লাগে
লাগে সবই কঠোর।
..
শ্যামল মাঠ ভাঙ্গা বাটী
হয়ত ছিল কাদা - মাটি
নতুন যুগে থমকে ভাবি
সেগুলিই ছিল আসলে খাঁটি!
...

দৃঢ়চেতা

কল্যাণ সুর

পথের প্রান্ত বরাবর যেতে যেতে
রক্ত ঝরা পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে
অনুভূতির ভাষাহীন গোঙানো যন্ত্রনায়
অভিব্যাক্ত সিক্ত রেখার নীরব ধারায়

সভ্যতার জীব শ্রেষ্ঠ ?
কতটা ক্ষতি করেছিলাম?
দগ্ধ তাপসের রুদ্র ভ্রূকুটি এড়িয়ে।
ক্ষনিকের বিশ্রামে ছিলাম শুয়ে
তোমার দোমহলার চুঁয়ে পড়া ছায়ায়।
হঠাৎ কি হল ;
ওকে দেখে মাথাটা গেল বোমকে ;
তোমাকে দেখেছি কত ঝলমল
পোশাক।।

আর ও,
ছেঁড়া নোংরা জোত দাড়ি কিম্ভুত
কিমাকার
দূরে ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে,
কি যেন বিড়বিড় করছিলো, আমার
দিকে তাকিয়ে
অদ্ভুত দর্শনে স্বভাব সিদ্ধ প্রতিবাদ
আমার।

আর তাতেই;
তুমি কিনা রেগে ঘর থেকে ছিটকে
আধখানা ইট ছুড়ে মারলে আমাকে!
জানি নিঝুম মধ্যাহ্নের ক্লান্ত বেলায়
আমার চিৎকার তোর শান্তি ভঙ্গ হয়।

তাই বলে আধখানা ইট! এতো নির্মম,
এতো নিষ্ঠুর
জীব শ্রেষ্ঠ ! তোমার এত অহংকার!
লোম ঝরা চামড়া ঢাকা ক'খানা হাড়
শীর্ণ জীবন প্রবাহ;

সারাদিন গন্ধ শুকে দু মুঠো খাদ্য
উপার্জন
কোনোমতে লগি ঠেলে পার হয়ে
যাওয়া।
কেন দিলে হাড় নড় নড়ে এ জীবনে
এত বিপত্তি !
জানি আমি নই বিজ্ঞপিত বিলুপ্ত
প্রজাতি-
তাই এতো নিষ্ঠুরতা ?

যদিও একরাশ যন্ত্রনা দিয়েছো আমায়
উপহার
তবুও আজ রাতে কুন্ডলি পাকিয়ে
থাকবো
তোমার দুমহলার দরজার পাশে।
আসে যদি কোনো আগন্তুক ,
প্রতিবাদে হবোই হবো সোচ্চার
যেন এটাই আমার অহংকার।
...

বেলার শেষে

কলমে ও ক্যামেরায় : কৌশিক দাস

বেলার শেষে শান্ত আবহে, শান্ত ভাবে
দিনটি হচ্ছে শেষ
আকাশে সোনালি এবং কমলা
রঙ মিলেছে বেশ।

সূর্যাস্তের স্পর্শে,
আলোর ফোয়ারা গগনে,
স্বপ্ন এবং ছায়া মিলিত হচ্ছে,
মনমন্ত্রিত জমিনে।

মেঘগুলি দর্পণের মতো,
সূর্যাস্তের আলো করে বিচ্ছুরিত
পর্বতের ছায়া ভরা প্রকৃতি, রাতের
আগমনের জন্য ব্যাকুলিত।
রঙের একটি সঙ্গীত, একটি মিষ্টি জ্বলন্ত
আলো,
সন্ধ্যার শেষ আলো, নিয়ে আসে
ঝিকিমিকি তারা আকাশে কালো।

চিত্রশিল্পী: অনুষ্কা ভদ্র

বাংলার রূপ
QUINTESSENTIAL BENGAL

Photo: Sounak Ranjan Das

Photo: Dipraj Bhattacharya

Photo: Arka Ghoshal

Photo: Dipraj Bhattacharya

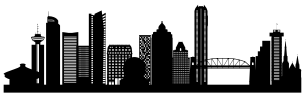

শঙ্কুর ভ্যাঙ্কুভার ভ্রমণ

পার্থ প্রতিম সান্যাল

২৫ জুন

আমি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কোলম্বিয়ার অ্যাস্ট্রোনমি ডিপার্টমেন্টে আয়োজিত একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে এসেছি ৪ দিন এর জন্য। এখানে সব আলোচনাই মহাজাগতিক ঘটনা নিয়ে। যাতায়াত, থাকা, খাওয়াদাওয়া বাবদ খরচা সবই জ্যোতির্পদার্থবিদ প্রফেসর কার্লাইল স্টিভেনসন এবং যৌথভাবে গভর্নমেন্ট অফ ব্রিটিশ কোলম্বিয়া দিচ্ছে। এছাড়াও প্রত্যেক দিন একটা পার ডিয়েম ও পাই, যা দিয়ে দিনের যাবতীয় খরচা উঠে আসে।

আমার এখানে আসার আরেকটা কারণ আছে। আমার লন্ডন এর বন্ধু জীবতত্ত্ববিদ জেরেমি সন্ডার্স, ও জার্মান নৃতত্ত্ববিদ উইলহেম ক্রোল ও এসেছে। সন্ডার্স বহির্গ্রহ, অর্থাৎ এক্সোপ্ল্যানেট এ উদ্ভিদের উৎস, এবং সালোক সংশ্লেষণ করে তারা কিভাবে নিজেদের খাদ্য বানাচ্ছে, তা নিয়ে একটা বক্তৃতা দেবে কালকে। ক্রোল অবশ্য কোনো বক্তৃতা দিচ্ছেনা, ও এসেছে আমার অনুরোধে। অনেকদিন ওর সাথে দেখা হয়না, এবং অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা ও হয়না। তাই বলতেই এক কথাই রাজি হয়ে চলে আসলো ক্রোল।

অনেকদিন ধরেই স্টিভেনসন এর সাথে গ্রাভিটি নিয়ে আমার সহযোগিতা ও আলোচনা চলছে। গত দেড় বছর ধরে আমি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (গ্রাভিটেশনাল ওয়েভস) নিয়ে গবেষণা করছি। দুটি ব্ল্যাক হোল একে অপরের চারপাশে ঘোরার কারণে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আলোর গতিতে তাদের উৎস থেকে বাইরের দিকে তরঙ্গ হিসাবে প্রসারিত হয়। এই তরঙ্গ স্থান-কালের (স্পেস-টাইম) আন্দোলন সৃষ্টি করে। এগুলো প্রথমে ১৮৯৩ সালে অলিভার হেভিসাইড, এবং পরে ১৯০৫ সালে হেনরি পয়নকেরে ইলেট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের মহাকর্ষীয় সমতুল্য হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমাণ করেছিলেন যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গগুলি তার জেনারেল থিওরি অফ রেলেটিভিটিতে বর্ণিত স্থান-কালের লহর থেকে সৃষ্টি হয়।

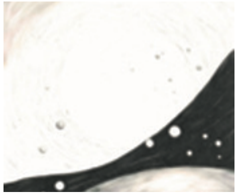

আমি গ্রাভিটোনিক নামক একটা যন্ত্র তৈরী করেছি। নামটা কিভাবে দিলাম তা একটু বলে রাখি এখানে।

gravity (মহাকর্ষ) + communiqué (বার্তা) = Gravitoniqué

যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা ভোটের সময় ব্যবহৃত হওয়া ব্যালট বাক্সের মতো । এই যন্ত্রের মাধ্যমে সুক্ষ থেকে সূক্ষতর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পরবে। শুধু তাই নয়, যন্ত্রটি তরঙ্গের সুনির্দিষ্ট উৎস, তীব্রতা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সাথে কাছাকাছি বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কগত তথ্যও দেখাবে। চাইলে, সেই প্রাণী যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষায় গ্রহান্তরে সংকেত ও পাঠাতে পারবে । যন্ত্রটার অ্যান্টেনা বাইরে থেকে দেখা যায়না, ওটাও ছোট করে বানিয়েছি যাতে যন্ত্রের মধ্যেই থাকে এবং নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা না হয়। এই আবিষ্কারের জন্য কিছু টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার টুসনে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার প্রফেসর ডাক্তার ফিলিপ্স আটকিন্সন এর তহবিল থেকে পেয়েছি। আটকিন্সনের তত্ত্বাবধানে, ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশনে এই গবেষণার কথা ব্যাখ্যা করে একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়েছিলাম। সেটার অনুমোদনে গবেষণা করতে খুব সুবিধা হয়েছে । আটকিন্সন অবশ্য ব্যস্ততার কারণে এই সম্মেলনএ যোগ দিতে পারেননি | যদিও আমার আবিষ্কার এর কথা শোনার পর, আমাকে ভূয়সী প্রশংসা করে একটা চিঠি লিখেছিলেন। এই যন্ত্রটার ওপর একটা বক্তৃতা দেব এবং প্রদর্শন ও করবো কালকে।

আজকে হেঁনিংস বিল্ডিঙে, মহাজাগতিক রশ্মি, অর্থাৎ কসমিক RAYS নিয়ে জাপানের প্রফেসর আকিহিকো নাকামুরার বক্তৃতা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। উনি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে নাকি অরোরা বোরিয়ালিস, অর্থাৎ নর্দার্ন লাইটস দেখা যাবে। আইসল্যান্ড, নরওয়ে বা সুইডেন যাওয়ার আর কোনো দরকার নেই। শুনেছি ভ্যাংকুভারেও নাকি মাঝে মাঝে এই নর্দার্ন লাইটস দেখা যায়। যদিও দেখার সম্ভাবনা নির্ভর করছে সেই দিনের এবং সেই সময়ের কে-পি ইনডেক্সের ওপর। সম্মেলন এ আসা বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর নাকামুরার এই আবিষ্কার নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন ছিল। রীতিমতো আলোড়ন ও সৃষ্টি হয়েছিল। ওনার পদ্ধতিটা খুবই সাধারণ। মহাজাগতিক রশ্মি ও সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা সোলার উইন্ড (যাতে থাকে এনার্জেটিক চার্জড কণা) কে বিশ্লেষণ করে ১০,০০০ গুন্ তীব্রতা বাড়িয়ে একটা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এ ভরা চেম্বার এর মধ্যে দিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তারপর একটা বিশেষ লেন্স দিয়ে বিচ্ছুরিত করে একটা প্রজেক্টর দিয়ে ৩-ডি এফেক্টে দেখানো যায়। এই আবিষ্কারটা আমার তৈরী সোলায়রন এর মতোই। কয়েক বছর আগে বানিয়েছিলাম, তার পর, অন্য একটা বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় আর ওটার ওপর পেপার পাবলিশ করা অথবা কোনো সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়া হয়নি।

কালজয়ী শিশু সাহিত্যিক শ্রী সত্যজিৎ রায় রচিত প্রফেসর শঙ্কু, ফেলুদা, তপসে কিংবা জটায়ু চরিত্র গুলো আমাদের সবার কৈশোরের নষ্টালজিয়া। গল্পের পাতা থেকে উঠে এসে চরিত্র গুলো আমাদের মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষে গেঁথে গেছে ওঁর লেখার জাদুতে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের মননে। আমার আজকের গল্পের বিষয় একেবারেই মৌলিক এবং কাল্পনিক। তবে চরিত্রের অনুপ্রেরণার ঋণ স্বীকার করি প্রণম্য সত্যজিৎ রায়ের। এই রকম প্রচলিত চরিত্রের সাথে নতুন ভাবনা জুড়ে সাহিত্য রচনার প্রচলন নতুন নয়। মেঘনাদ বধ কাব্য একটি বিশিষ্ট উদাহরণ এই ধরনের সাহিত্য শাখার। আশাকরি আমার এই লেখা আপনাদের উপভোগ্য হবে। এবং সেই সাথে কারোর ভাবাবেগে পরোক্ষেও আঘাত লাগলে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

চিত্রশিল্পী : সৌরভ সেন

নাকামুরার সেশনের পরে তার সাথে কথা বলার জন্যে হল রুম এ অপেক্ষা করছিলাম। ভদ্রলোকের বয়েস খুবই কম, তিরিশ এর ঘরে, কিন্তু তার গবেষণার দরুন বেশ নামযশ কামিয়েছেন। প্রায় ৬ ফুট, ফর্সা এবং বুদ্ধিদীপ্ত, ছিমছাম চেহারা।

'গুড ইভনিং প্রফেসর শঙ্কু, আপনার সাথে দেখা হওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।', বলে করমর্দন করলেন নাকামুরা।

'তোমার বক্তৃতা শুনে এবং দেখা করে আমার খুবই ভালো লাগছে। তোমার যন্ত্রটি যা কাজ করে সেটার মতন আমিও একটা যন্ত্র বানিয়েছিলাম কয়েকবছর আগে, তবে সেটা নিয়ে আমি লেখালেখি করিনি।'

কথাটা হয়তো ঠিক ভালো লাগলো না নাকামুরার। মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন লক্ষ করলাম। ভ্রুকুটি করে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও তাই? এটা তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার! তা আপনার যন্ত্রটা কি বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ পেয়েছিলো?'

'শুধু পায়নি, আমার পেন-ফ্রেন্ড ও হয়ে গিয়েছিলো, আমরা নিয়মিত আড্ডাও দিতাম!', একটু হেসে বললাম।

কফি খেতে খেতে কিছুক্ষন কথা হলো নাকামুরার সাথে। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক এবং জিজ্ঞাসু। নানা প্রশ্ন করলেন এবং আমার গবেষণার ব্যাপারে আমার সাথে আলাদা করে কথা বলার একটা ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন, ভবিষ্যতে সহযোগিতার জন্য।

আমার হোটেলটা কিটসিলানো বিচের কাছে, নাম পার্কার হোটেল। হোটেলে ফেরার সময় লবিতে সন্ডার্স আর ক্রোলের সাথে দেখা হয়ে গেল। আজ বিকেলে, ইউবিসি সম্মেলনে আসা সব বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্রদের নেটওয়ার্কিং ডিনারের আয়োজন করেছে। এখানকার নিয়ম অনুযায়ী সবাই ডিনার সন্ধে ৬-টায় করে। আমরা ভারতীয়রা যদিও ৮:৩০ অথবা ৯:০০ টার আগে খাবার কথা ভাবিওনা। আমার দেশের বাইরে খুব একটা অসুবিধা হয়না। জেট-ল্যাগ, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবকিছুর সাথেই মানিয়ে নিয়েছি। আমরা হোটেলের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ট্যাক্সিতে একসাথে রওনা দিলাম।

ভ্যাঙ্কুভার দর্শন করার জন্যে কিছু সময় আমার হাতে আছে। এখন এখানে PEAK সামার। সন্ডার্স আর ক্রোল আমার সাথে সব জায়গায় যেতে পারবেনা কারণ ওদের অন্য কিছু বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা আছে। আমি একটা প্ল্যান বানিয়ে রেখেছিলাম। ডিনার এর সময়ে ওদেরকে বললাম|

সকালে বক্তৃতা দেওয়ার পর সন্ডার্স আর আমি স্কোয়ামিশ-এর কাছে সি-টু-স্কাই গন্ডোলা, বলে একটা রোপওয়ে আছে, সেটা দেখতে যাবো। তারপর সন্ডার্স তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে হুইসলার বলে একটা জায়গায় যাবে, আর আমি স্ট্যানলি পার্কে যাবো। খুবই সুন্দর সি-ওয়াল আছে, ১২ কম এর কাছাকাছি। ক্রোল অবশ্য, এই পরিকল্পনায় যোগদান করতে পারবে না, কারণ তার ইউবিসিতে মুসিয়াম অফ এনথ্রোপোলজিতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। ওখানে প্রফেসর লুপিনের সাথে অতিলৌকিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করবে।

স্ট্যানলি পার্ক এর টোটেম পোলস নিয়ে এই বেলা বলে রাখি। টোটেম পোল হলো স্মৃতিস্তম্ভ যা প্যাসিফিক নর্থওয়েস্টের ফার্স্ট নেশনএর মানুষেরা তাদের পূর্বপুরুষ, ইতিহাস, মানুষ বা ঘটনাগুলিকে স্মরণ করতে তৈরি করেছিল। টোটেম পোল সাধারণত লাল সিডার কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়, যার ওপর সহজে কাজ করা যায় এবং প্যাসিফিক নর্থওয়েস্টে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্ট্যানলি পার্কে কিছুটা হাঁটার পর একটা জায়গায় অনেকগুলো টোট্যাম পোলস এর সৃষ্টি করে খুব সুন্দর একটা ঐতিহাসিক স্মারক তৈরী করেছে।

'প্রফেসর শঙ্কু, আমার অনেক প্রশ্নই আছে, আপনাকে কাছে যখন পেয়েছি, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

সন্ডার্স এবং ক্রোল ও আমি ছাড়াও একটা মেক্সিকান ছাত্র আমাদের টেবিলে এসে বসলো। অ্যাস্ট্রোনমির প্রথম বর্ষের ছাত্র। নাম ক্রিস্টোফার আরিয়াস। সে আমার গবেষণার সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করেছে।

'গ্রাভিটোনিক সংকেত পাঠাতে আর পেতে ঠিক কতখানি সময় নেয়?'

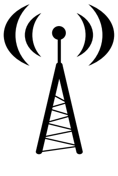

আমি একটু মস্করা করে বললাম, 'ভিনগ্রহের প্রাণীরা যখন সংকেতটা পায়, তখন যদি তারা টিভি দেখতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে আর উত্তর দেয়না।', সবাই হেসে উঠলো।

তারপর বললাম, 'সময়টা নির্ভর করে সেই প্রাণী কত আলোকবর্ষ দূরে তার ওপরে। আলোর গতির থেকে দ্রুত যেহেতু কোনোভাবেই যাওয়া যাবেনা, তাই কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দশ বছর ও লাগতে পারে, আবার ২০০ বছর ও।'

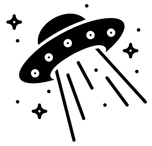

'তাহলে আপনি যে দাবি করেছেন, আপনি তাদের সাথে কথা বলেছেন ?', ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, তার কারণ, আমি খুবই ভাগ্যবশত, একটা এলিয়েন স্পেসশিপ-এর সাথে সম্পর্ক স্হাপন করতে পেরেছি। তারা পৃথিবীর উপর গবেষণা করছে, এবং মানুষের ভাবভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করছে। আমার সাথে তাদের মাঝেমধ্যেই কথা হয়।', আমি বললাম।

নানারকম প্রশ্ন করলো ছেলেটা। দেখে খুবই ভালো লাগলো যে মেক্সিকো থেকে পড়তে এসেছে, ইংলিশটাকে খুব ভালো করে রপ্ত করেছে, এবং এতো সুন্দর ভাবে আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো।

ডিনার করে ফিরতে ফিরতে মোটামুটি ৮:৩০ হয়ে গেলো। আমি সন্ডার্স এবং ক্রোলকে আমার সাথে স্প্যানিশ ব্যাংকস আসতে বললাম। কিন্তু ওরা রাজি হলোনা। আমি তাই একাই চলে গেলাম। ইউ-বি-সির পাশেই স্প্যানিশ ব্যাংকস বিচ আছে, যেখান থেকেই নর্থওয়েস্ট ভ্যাঙ্কুভার খুব সুন্দর দেখা যায়। ভ্যাঙ্কুভার ডাউনটাউনের ও মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। বিকেলটা বেশ ভালোই কাটলো, ৯:২৫ এ সূর্যাস্ত দেখে হোটেলে ফিরলাম।

২৬ জুন

আজকে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। আমার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য হলো। তার আগে বলে রাখি সকালে বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতা। নাকামুরা এসেছিলেন, বক্তৃতা শুনতে। অনেক পড়াশোনা করে এসেছেন বুঝতেই পারলাম। প্রচুর প্রশ্ন করলেন, এবং বারেবারে আমার আবিষ্কারের নানাভাবে ফাঁকফোকর খোঁজার চেষ্টা করলেন। এটাই দরকার, যদি বক্তৃতায় কেউ ভালো প্রশ্নই না করতে পারে, তাহলে ঠিক ব্যাপারটা জমে না। ভদ্রলোক যথেষ্ট সম্মান দিয়ে প্রশ্নগুলো করছিলেন। এবং শান্ত হয়ে উত্তরগুলো শুনছিলেন।

তারপর আমি গ্রাভিটোনিক-এর ক্ষমতা দেখলাম। কথোপকথন সম্ভব ছিল না, কিন্তু অন্য গ্যালাক্সিতে প্রাণীর সম্ভাবনা দেখানো গেলো। বক্তৃতার পর আমি প্রায় দেড় ঘন্টা মতো নাকামুরার সাথে কথা বললাম। আমার বন্ধুরাও তার সাথে কথা বলে খুব তৃপ্তি পেলো।

এরপর প্ল্যান অনুযায়ী আমরা লাঞ্চ করে স্কোয়ামিশের দিকে বেরিয়ে গেলাম। ভ্যাঙ্কুভার থেকে ওখান অবধি যাওয়ার রাস্তাটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। একদিকে জল, আরেকদিকে পাহাড়। অনেকটা সুইজারল্যান্ড-এর অনুভব করিয়ে দেয়। রোপওয়েতে চড়ে উপরে যাওয়ার সময়ে, Howe Sound এর টারকোয়েজ জলের সাথে সাথে, আশেপাশের পর্বতমালা ও উপত্যকা এক অতুলনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ভ্যাঙ্কুভার আসার আগে একটু খোঁজখবর নিয়েছিলাম, কি কি দেখা যায়। সবাই এই রোপওয়ের কথা উল্লেখ করেছিল।

ওটা ঘুরে আমি গাড়ি নিয়ে স্ট্যানলি পার্ক এর মুখে নেমে পড়লাম। হেটে টোটেম পোলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। স্ট্যানলি পার্কের ঢোকার মুখ থেকে টোট্যাম পোলস যেতে মোটামুক্তি ২০ মিনিট লাগে। যাওয়ার পথের ভ্যাঙ্কুভার ডাউনটাউনের মনোরম স্কাইলাইন দেখা যায়, পাশাপাশি আছে প্রচুর ইয়ট। একদিকে সুন্দর সবুজ বর্ণালী, অন্যদিকে জল, ডাউনটাউন, ইয়ট, প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টির এক আশ্চর্য মেলবন্ধন দেখা যায় এই সী-ওয়ালে। দূরে দেখা যায়, জলের সাথে আকাশ প্রায় মিশে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু পর্বতশৃঙ্খলা এই মিলনে বাঁধ সাধছে।

টোটেম পোলস এর সামনে দূর থেকে লক্ষ করলাম তিনজনকে।একজন লম্বা, সুঠাম দেহের ব্যক্তি, বয়েস ২৭-২৮ হবে। তার উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট। সাথে আছে ১৫-১৬ বছরের একটা ছেলে ও মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। উচ্চতা ৫'৭" মতন হবে, মাথায় টাক, কানের আশেপাশে একটু চুল এখনো আছে। প্রায় আমার মতনই। কাছে এগিয়ে গেলাম। চিনতে কোনো ভুল হতেই পারে না আমার। ওঁরা টোটেম পোলস দেখতে ব্যস্ত।

লম্বা ভদ্রলোকের উদ্দেশে পেছন থেকে প্রশ্ন করলাম, ‘এখানে কি কোনো কেস-এর তদন্ত করতে আসা?’, তিনজনেই চমকে আমার দিকে তাকালো।

‘প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু! আমি তো কল্পনাই করতে পারছি না আপনার সাথে এখানে, এতো দূরদেশে এসে দেখা হবে!’, ফেলুবাবু বললেন। ‘আপনি নিশ্চই মহাজাগতিক সম্মেলনে এসেছেন? আমার অবশ্য কোনো কেস নেই আপাতত, বাকীটা জটায়ু বলবেন।’

‘শঙ্কুবাবু, আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে ভাবতে যে আপনাকে সশরীরে দেখতে পাচ্ছি। এতদিন আপনার কীর্তির কথা খালি খবরের কাগজে পড়েছি! আমার লেখা ভ্যাঙ্কুভার এ ভয়ঙ্করীর শুটিং চলছে এখানে, পরিচালকের পীড়াপীড়িতে সব্বাইকে নিয়ে আসা। এখন দেখছি আসাটা হাইলি সাকসেসফুল!", জটায়ু বললেন।

‘আসলে, আমিও খুবই চমকিত, আপনাদের দেখা পেয়ে। যাকে বলে সেরেন্ডিপিটি, তাই। খুবই ভালো লাগছে, আপনাদের কথা আমিও খবর রাখি যখন সময় পাই। হ্যাঁ এখানে সম্মেলনেই আসা ৪ দিনের জন্যে। ফেলুবাবু আপনি সবই খবর রাখেন দেখছি!’, আমি বললাম।

‘তা বটে, তবে আমার টেলিপ্যাথির জোর যে এতো সাংঘাতিক হবে সেটা এক্কেবারেই ভাবিনি। সকালেই আপনার তৈরী মিরাকিউরলের উপর প্রফেসর সন্ডার্সের লেখাটা পড়ছিলাম।’

'কোথাও গেলে ১০-১২টা বড়ি নিয়ে যাই, কার কখন দরকার পরবে। যেখানেই যাই, পুরো যাত্রাতে এক-দুবার তো ব্যবহার করতেই হয়। কালকেই ইউবিসি-র এক ছাত্রের কোভিড এক দিনে সারালাম।'

তোপসে জিজ্ঞেস করলো, ‘আচ্ছা প্রফেসর শঙ্কু, সেই স্বর্ণপর্ণীর বাগান কি আরো বেড়েছে আপনার গিরিডির বাড়িতে?’

‘না না, বাড়ানোর দরকার নেই, আমিতো স্বত্ব কাউকে দিচ্ছি না, তবে কিছু একটা ভেবে রেখেছি, একটা উইল বানাতে হবে আমাকে।’

জটায়ু হাসতে হাসতে বললেন, 'কি যে বলেন প্রফেসর, আপনি অবস্যই বয়স নিয়ন্ত্রণ করার এবং মৃত্যুকে কাবু করার অষুধ বার করে ফেলবেন, আপনার আর উইল দিয়ে কি হবে?', বেশ মজার কথা বলেন জটায়ু, সবাই একটু হাসলো, তাঁর কথা শুনে।

'আপনার সাথে কি আমরা একটা সেলফি নিতে পারি?', তোপসে জিজ্ঞেস করলো।

ফেলুবাবু, আমাদের সেলফি স্টিকের কাজটা করে দিলেন। আরো কিছুক্ষন কথাবাত্রা চললো। ঠিক হলো আমরা সবাই ইংলিশ বে-তে ক্যাকটাস ক্লাব কাফেতে ডিনারটা সারবো। সন্ডার্স আর ক্রোলকেও ডেকে নেওয়া যাবে। ওখানকার সূর্যাস্ত নাকি দেখার মতন।

ভালোই কাটলো সন্ধেটা ত্রিমূর্তির সাথে। ফেলুবাবুর দুঃসাহসী এডভেঞ্চারগুলো প্রায় সবই পড়েছি, উনিও আমার ডায়েরি পড়েছেন। মজার কথা হলো আমাদের কোনোদিন দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি। এবারে হয়ে গেলো, তাও দেশের বাইরে, বিউটিফুল ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে!

জটায়ুর কথায়, ‘হাইলি ফরটুইটাস!’

চিত্রকলা : অনুষ্কা ভদ্র

Journey through the trees

The colorful scenery and small stickman symbolize the Bengali people’s deep love for travel.

একলা শহর

ঋকলীনা রায়চৌধুরী

শহর তুমি কি রাত্রি জেগেছো কখনো ?
কখনো কি বানিয়েছো ছোট্ট ঘর ?
আমি তো যুদ্ধে ভাঙতে শিখেছি,
ঘরের বদলে বানিয়েছি নিজের কবর।

তোমার বাঁ চোখ আজও কাঁপে শহর,
কালো চোখের নিচেও কালো উষ্ণতায় মাখা বিলাসবহুল
ভাঁজ।

আমি তো চেয়েছি নাগরিক উষ্ণতা,
আর তুমি ?? তুমি খুঁজে চলেছো শরীরের সব খাঁজ।

যান্ত্রিক সভ্যতায় ডুবে আছো অতরায়ে,
যে ভুলে গেছো আঙুলের ছোঁয়া,
ভুলে গেছো সেই ভোরের আলোর ডাক,
ভুলে গেছো পশ্চিমে মিশতে, কালো আকাশের সাথে।
তবুও মনে আছে সেই স্নিগ্ধতা, অদ্ভুত মুগ্ধতা, তোমার আমার
উষ্ণতা
সবার হর্ষতা চিনাবাদামের মতো নিংড়ে নেয়া
তৈরী হয়েছো আনন্দের শহর
তুমি ই সেই City of Joy
তুমি ই সেই কলকাতা,
অচেনা অমানবিক কলকাতা
...

স্থিতি

মৃন্ময় হালদার

অনেকের কোনো গল্প নেই
না আছে উপন্যাস,
থাকে কেবল কিছু কথা
যা বেঁচে থাকার প্রানোচ্ছ্বাস।

উপলব্ধির রামায়ণে
সীতার আছে অগ্নিসুখ...
পাঁচমিশালি মহাভারতে
দ্রৌপদীর পঞ্চমুখ।

মনের গহীন অন্তরালে
বেঁচে থাকে মানবতা...
(কিন্তু) রাক্ষস আর দৈত্যদের
(চলতে থাকে) দ্বৈত প্রেমের কথকথা !!

কহেন কবি মৃত্তিমালা
বেঁচে থাকো মুক্তমনে,
মৃত্যুটা তো ছোট গল্প
জানেন কবি সংগোপনে।

ফটোগ্রাফি : অর্ক ঘোষাল

স্বপ্নের ভোর

সর্ব্বোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়

নেড়া বললো "পুঁথির পাতায় লেখা থাক বা না থাক, আমিতো বেলতলায় যাবোই, আমিতো নেড়া", এর পর আমার দিকে তাকিয়ে বললে "তা তোমরা এমন বে-আক্কেলে কাজ করলে কেন?" আমি তো অবাক, এই সং হটাৎ আমাকে ধরে টানে কেন? আমি কিছু বলবার আগেই নেড়া আবার বলে উঠলো, "আমার তিন মাসের জেল আর সাত দিনের ফাঁসি হলে, এই ব্যাটাদের সাত দুগুনে চোদ্দ দিনের ফাঁসি আর তিন সাতে একুশ বছরের জেল হওয়া উচিত, এই এই ব্যাটারাই যত নষ্টের মূলে, এই অসহ্য গরমের জন্য দায়ী এরা, দায়ী এদের কোনোদিনও শেষ না হওয়া লোভ। হতচ্ছাড়া, জোচ্চোর, পাঁজি, বেল্লিকের দল, লোভ বলতে আবার এদের লজ্জা লাগে, তাই নাম দিয়েছে লাভ। আবার এই লোভের কারবারের এক গাল ভরা নাম দিয়েছে, economics. কচু পোড়া! কেউ যদি এই লোভের আগুনে ঘী ঢালার নতুন কোনো ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করে, এরা তাকে আবার একটা সোনার চাকতি দেয়, আর ওই লোভে প্রতি মুহূর্তে এরা কোন নতুন ফন্দি ফিকির বের করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে, আর প্রকৃতি, পরিবেশের বারোটা বাজাচ্ছে, এদের সবার আগে সাজা হওয়া দরকার"।

নেড়ার কথা শুনে কাক্কেশ্বর কা কা করে সায় জানালো, ব্যাকরণ সিং ব্যা, ব্যা করে ডেকে উঠলো, উদো ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে উঠলো। উদোকে কাঁদতে দেখে বুদো তার থেলো হুঁকোটা আমার দিকে ছুড়ে মারলো, আমি ঝুপ করে বসে পড়ায় সে হুঁকো গিয়ে পড়লো নেড়ার মাথায়। নেড়া তাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লো পেঁচার ঘাড়ে। পেঁচা সারারাত শিকারের খোঁজে এ মাঠ, ও মাঠ উড়ে বেরিয়ে একটাও ইঁদুরের দেখা পায়নি, সারা রাতের ক্লান্তি, পেটের খিদে আর অসহনীয় গরমে বেচারা কাহিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নেড়ার ঠেলায় পেঁচার দিবানিদ্রা ঠুনকো কাঁচের মত ঝনঝন করে ভেঙে যায়।

ফটোগ্রাফি : অর্ণব সাঁতরা

পেঁচা চ্যা চ্যা চিৎকারে কানের পর্দা ফাটিয়ে ফেলার জোগাড় করে নেড়ার টাকে ঠোক্কর দিতে গেলে, নেড়া আমায় দেখিয়ে বলে, “সব দোষ এই ব্যাটার”। আমি ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে প্রতিবাদ করতে যাব, তার আগেই দেখি পেঁচার সাথে এসে জুটেছে পেঁচানি আর তাদের নয় ছেলে মেয়ে। সবাই এক সাথে চেঁচিয়ে উঠলো, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব দোষ এই ব্যাটার, এদের জন্যে চাষের মাঠে আজ আর একটাও মেঠো ইঁদুর নেই গো, বিষ দিয়ে দিয়ে সব মেরে ফেলেছে, আমাদের আর কোনো খাবার নেই কো, এই শালা কো ফাঁসি দো”। কি আপদ, একে আমায় কিছু বলতেই দেয় না, তারপর পেঁচার গুষ্টি এখন দেখি ভোজপুরীতে কথা বলে। আমি ভাবছি পেঁচাদের শুধোই “হে পেচক পরিবার তোমরা কেন আধা বিহারী ভাষায় কথা কও”, কিন্তু তার আগেই কুমীর দু ফোটা চোখের জল ফেলে বলছে “আহারে সত্যিই কি কষ্ট এদের, বেচারারা এখানে খেতে না পেয়ে, এখন বিহারে খেপ খাটতে খাটতে কেমন হাফ বিহারী হয়ে উঠেছে” এর পর একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বলল, “নেড়ার আছে বেল, আর এই ব্যাটাদের নো-বেল, নোবেল বাবু কিন্তু এদের মত ছিলেন না, উনি বুঝেছিলেন ওনার আবিষ্কারের কি অপব্যবহার হতে চলেছে, উনি বুঝেছিলেন economics যত নষ্টের গোড়া, উনি economicsকে মোটেও সুনজরে দেখতেন না, তাই তার জন্যে কোনো পুরস্কারের বন্দোবস্ত করে যাননি, বহু পরে কি যেন একটা ব্যাঙ্ক, নোবেল বাবুর নামের আড়ালে economics এর জন্যে পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেছে, কি বজ্জাত, কি বজ্জাত”।

কাক্কেশ্বর বললো “Riksbank, Swedenএর Riksbank, তারা অনেক risk নেয় কিনা তাই তাদের নাম Riksbank”. কাক্কেশ্বর আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু নেড়া তাকে মাঝ পথে থামিয়ে বললো, “একটা risk আর একটা riks, তুমি দেখেছি রিক্স্যা আর রিস্কা, মাস্ক আর মাক্সের মত হিসেবে মিলিয়ে দিলে!”। কাক্কেশ্বর বললো “এটাই নতুন ধারা, বঙ্গে এখন এই ধারাই চলছে, কবিতাবিতান পড়োনি?” বলেই আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো “চার সাতে এখন কত হলো?” আমি কিছু বলার আগেই উদো বলে উঠলো আঠাশের আট আর হাতে রইলো দুই, আমরা দুই ভাই উদো আর বুদো। তা শুনে কুমীর বললে “ঠিক কথা! আর আমরা সবাই বানের জলে ভেসে এসেছি, নোয়ার নৌকোয় আমাদের ঠাঁই হয়নি”।

সজারু এতক্ষন চুপ করে “বাবু হামি গরীব আদমি আছে"র মত বসেছিল, কুমীরের কথায় সে এখন হেসেই খুন, “LMAO, LMAO” করে হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে। তার কাটার খোঁচায় ব্যাঙের কাঁচা ঘুম ভেঙে খান খান। একে দিবানিদ্রা ভঙ্গ, তার উপরে সজারুর কাটার খোঁচা, তার সাথে সজারুর LMAO হাসি, ব্যাং ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে তাকে মাওবাদী আক্ষা দিয়ে জরিমানা ধার্য করলে নয় আনা, ছয় পাই। কাক্কেশ্বর দুই ডানা ঝাপটে, ঝাঁপতালি দিয়ে বললো, “বা বা, কি দারুন, কি দারুন, এক্কেবারে নয় ছয় কান্ড, তা নয় ছয় পনেরো, না কি নয় ছয়ে চুয়ান্ন?” এরপর নেড়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে “তোমার পুঁথিতে এ ব্যাপারে কিছু লিখেছে নাকি?” নেড়া তার হাতের কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে বললে “না বাপু এমন কিছু লেখা নেই, তোমার ওই কবিতাবিতানে খুঁজে দেখো, কিছু পাও কিনা”, কাক্কেশ্বর রাগত ভঙ্গিতে বললে “ও বই আমাদের নয় ওদের” বলেই আমার দিকে ঘুরে বলে “সব দোষ এই ব্যাটার”।

হটাৎ কানে এল “তোমার নাম কি নন্দ ঘোষ?” ঘুরে দেখি বেড়ালটা আমার দিকে মিটি মিটি চেয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাসছে । সেই যে বেড়া টপকে পালিয়েছিলো তারপর কখন চুপি চুপি এসে উপস্থিত হয়েছে আমি টেরও পাইনি। আমি বললাম “না, কিন্তু এত নাম থাকতে, নন্দ ঘোষ হতে যাবে কেন?” বেড়াল বললো “না সবাই তোমায় দোষ দিচ্ছে কিনা তাই ভাবলাম যত দোষ, নন্দ ঘোষ, রাগ করলে?”

আমি রাগ করবো না কাঁদবো না চিৎকার করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সব মানুষ গুলো কোথায়? এই পশু পাখি গুলো আমায় কেন কাঠগড়ায় তুললো? এটাতো আবার ঠিক কাঠগড়াও নয়, ইয়া বড় এক শকুনের বাসার ভিতর বসিয়েছে। এটাই এখন এদের কাঠগড়া, শকুনদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। আজ যে একটাও শকুন নেই, তার দোষ ও আমার, আমিই এখন এদের কাছে সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি, তাই সমগ্র মানব জাতি যা যা অত্যাচার, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এদের উপর করেছে, তার সব দায় এখন আমার ঘাড়ে।

ফটোগ্রাফি : সৌনক রঞ্জন দাস

সেই কখন থেকে মামলা চলছে, চলছে তো চলছেই, চিত্রগুপ্তের খাতার থেকেও বড় হয়ে গেছে আমাদের দোষের তালিকা। কিন্তু তার একটাও আমি করিনি, আমি চিনির কল তৈরী করিনি, সেই কলের বর্জ্য জল আমি আমি নদীতে ছেড়ে শুশুকদের মারিনি, আমি রাস্তার দুধারের গাছপালা কেটে, কোটি কোটি পাখিদের বাস্তুহারা করিনি, আমি কংক্রীটের জঙ্গল বানাই নি, আমি সমুদ্রে তেল ঢেলে লক্ষ কোটি সামুদ্রিক প্রাণীকে মেরে ফেলিনি, রং বেরঙের সুদূর প্রসারিত প্রবালের স্তরকে নিঃশেষ করে দিই নি, আমি নদীতে বাঁধ দিয়ে, নদীর গতি রোধ করে, জলজীবন বিপন্ন করিনি, আমি ক্ষেতের ফসল কেন, কোথাও কখনও বিষ দিই নি, পাখিদের ধরে খাঁচায় পুড়িনি, এসবের কিচ্ছু করিনি, কখনও করার কথা ভাবিও নি।

আমি চুপ করে যখন এ সব কথা ভাবছি তখন শুনি মধুর কণ্ঠে করা যেন বলছে "তুমি নিজে এর একটাও করোনি, বরং তুমি গাছে রসের হাড়ি বেঁধেছো যাতে আমরা বাসা বাঁধতে পারি, তুমি গাছ লাগিয়েছো যাতে আমরা তাতে বসতে পারি, যাতে আমরা ফল খেতে পাই, তুমি গরমের দিনে সড়ায় করে জল রেখেছো যাতে আমরা তপ্ত দিনে গলা ভেজাতে পারি, তুমি আমাদের ভালোবেসেছো কিন্তু ..." পিছনে ফিরে দেখি দুটি দোয়েল, চারটে বুলবুলি, তিনটি ফিঙে, ছয়টা শালিক, আটটা বাঁশপাতি, তার পিছনে বসন্তবৌরি, বেন বৌ, পিউ কাহা, মদনা টিয়া, হাঁড়িচাচা, গোশালিক, মাছরাঙা, নীলকন্ঠ আরো কত পাখি। দোয়েল দুটি আমার কাঁধের উপর উড়ে এসে বসে বললে, "আমরা তোমাকে বড় ভালোবাসি কিন্তু ice cream, মিস্টান্ন তো তুমি কম খাও নি? উড়োজাহাজে করে তো তুমি কম ঘোরোনি ? laptop, smart phone তো তুমি কম ব্যবহার করনি? তা তোমার এই বিলাসিতার দাম তো আমাদেরই মেটাতে হয়েছে, অধিকাংশ সময়ে আমাদের জীবন দিয়ে, তোমার কি সত্যি কোনো দোষ নেই? কিন্তু তাও আমরা তোমায় ভালোবাসি, কারণ আমরা জানি তুমি চেষ্টা করবে, তুমিই চেষ্টা করবে, এবার উঠে পর, ভোর হয়ে গেছে, একে বৃথা যেতে দিও না, বিন্দু বিন্দু থেকেই সিন্ধুর সৃষ্টি, টিউ টি টি টিউ, টুই টি টুই টিউ টিউ টি"

ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখি সত্যিই ভোর, কিন্তু কোথায় নেড়া, কোথায় কাক্কেশ্বর, কোথায় উদো, কোথায় বুদো, কোথায় পেঁচা, কোথায় সজারু, কোথায় কুমীর, কোথায় বেড়াল? পুবের জানালার শিকে বসে দুটি বুলবুলি গান গাইছে

"টি টিউ টিরির টিটির টিরির টিটির,
রানার! রানার!
ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কেটে যাবে এই দুঃখেরও কাল,
রানার! রানার!
এগিয়ে চলো, হারিয়ে ফেলো না তাল,
সাথে কেউ নাই একলাই চলো, ধরো কোষে ওই হাল,
রানার! রানার! রানার!
সময় হয়েছে নতুন জোয়ার আনার, রানার!
রানার! রানার!
টিরির টিটির টিরির টিটির ..."

রাখে হরি, মারে কে!

ললনা মুখার্জি

আমার ছোটবেলার একটি সত্য ঘটনা।

আমি তখন একটি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস টেনের ছাত্রী। আমাদের টিফিন খাওয়ার জন্য মাঝে যে ব্রেক টাইম থাকতো, তখন আমরা টিফিন খাওয়ার পর টিফিন বাক্স ধোয়ার জন্য একটি টিউবওয়েল ছিল, সেখানে গিয়েই ধুয়ে আনতাম নিজেদের টিফিন বাক্স।

আমাদের ওই টিউবওয়েলের পাশেই ছিল স্কুলের বাউন্ডারি লাইন আর ঠিক তার গা ঘেঁসেই ছিল একটা খুব বড়সড় পুকুর।

একদিন টিফিন বাক্স ধুতে গিয়ে দেখি যে টিউবওয়েলে খুব ভিড়। ওদিকে আবার কিছুক্ষণ পর ক্লাস শুরু হয়ে যাবে, তাই আমি ভাবলাম যে পাশেই পুকুর আছে, আর গেটটা খোলাই আছে, পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আসি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি যে আমাদের স্কুলের যারা কেয়ারটেকার ছিল, তারাই সাধারণত ওই গেট দিয়ে পুকুর ব্যবহার করতো।

আমি কিন্তু সাঁতার কাটতে জানতাম না। তাই একটু ভয় ভয়ও করছিল। যাইহোক, আমি খুব আস্তে করে সিঁড়ি দিয়ে পুকুরে বাটিটা ধুচ্ছি, এমন সময় দেখি যে ৮/১০ ফুট দূরত্বে একটি ছোট মেয়ে জলের মধ্যে মাঝে মাঝে ডুব দিচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। আমি প্রথমে ভাবলাম যে পুকুরের অন্য পার থেকে কেউ হয়তো সাঁতার কাটতে কাটতে এসেছে।

প্রায় ৭-৮ সেকেন্ড পর আমি লক্ষ্য করলাম যে মেয়েটি যেন খাবি খাচ্ছে আর উঠতে চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে গেলাম যে মেয়েটি জলে ডুবে যাচ্ছে। এদিকে আমি তো একদমই সাঁতার কাটতে জানিনা.. তাই আর দেরি না করে দৌড়ে গিয়ে আমার সাথেই পড়তো যারা, তাদের বললাম যে, কেউ যদি সাঁতার জানে, তবে একটি মেয়ে পুকুরে ডুবে যাচ্ছে, তাকে বাঁচাতে।

একটুও দেরি না করে সেই বন্ধুটি যতদূর মনে পড়ছে তার নাম ছিল লেখা, সে দৌড়ে গিয়ে চটিটা খুলেই একদম জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়েটিকে চুল ধরে টেনে তুলে কোলে করে উঠিয়ে নিয়ে এসে স্কুলের উঠোনে মাটিতে উল্টো করে শুয়ে পিঠে চাপ দিতে থাকলো আর মেয়েটির মুখ দিয়ে এইভাবে অনেকটা জল বেরিয়ে গেল।

কিছু সময় পরে মেয়েটি চোখ খুলল। জানা গেল যে মেয়েটি আমাদের স্কুলেরই ক্লাস সিক্স অথবা সেভেন এর ছাত্রী ছিল। পুকুরে মনে হয় কৌতুহল বশত: নামতে গেছিল কিন্তু বুঝতে পারেনি পা স্লিপ করে পড়ে যাবে।

যাই হোক সে যাত্রায় মেয়েটি বেঁচে গিয়েছিল আর একেই বলে, রাখে হরি মারে কে। ঠাকুর এবং মাকে শতকোটি প্রণাম জানিয়েছিলাম সেদিন।

এবার বলি যে বন্ধুটি বাঁচিয়েছিল,ওই মেয়েটিকে, তাকে দিদিমনিরা সহ আমরা সকলে খুব বাহবা দিয়েছিলাম। আর যে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছিল তার মা ও বাবা সাহসী সাঁতার জানা বন্ধুটিকে খুব সুন্দর একটি পেন উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন।

এখনো ওই ঘটনাটির কথা মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। তবে একটা সান্ত্বনা পাই যে, ভাগ্যিস আমি ওইদিন মেয়েটিকে ডুবে যেতে দেখতে পেয়েছিলাম..... না হলে যে কি হত !! আবার ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ ও শত কোটি প্রণাম জানাই।

...

চিত্রকলা : জয়দীপ ভদ্র

কুসংস্কার (পেন্টাগন-২)

বিদিশা চৌধুরী - কলমে অমিথ্যাবাদী

সূত্রপাত

“বেলবুড়াথি হসপিটলনে কাণাঁ করুথিল গো?”

কথাটা বলে মারী একটুখানি থামল। ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি ধরে রেখে পেন্টাগনের অবাক দৃষ্টিগুলোকে উপভোগ করছিল সে। তখনই লালা বলে উঠলো, “লুক হিয়ার মাই ডিয়ার। তুমি হেঁয়ালি করে হিব্রু ভাষায় কথা বললে আমরা, আই মিন ভেতো বাঙালিরা, তোমার গল্প কিচ্ছুটি বুঝতে পারবো না, আগে থেকে বলে দিলাম।”

পেন্টাগন পরিচিতি

পেন্টাগনের সৃজন এবং গঠন নিয়ে এর আগেও অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে বটে, তা সত্ত্বেও সেটা আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। পেন্টাগনের চরিত্রটা না বুঝলে এই আড্ডার চরিত্রটা বোঝা যাবে না। সত্যিই, এ এক অদ্ভুত সমাবেশ, বিস্ময়কর আসর। কস্মিন কালেও কেউ মাথা মুণ্ডু বুঝে উঠতে পারবেনা — এমন অসম, বিচিত্র পাঁচটা চরিত্র বন্ধু হয় কি করে আর একসাথে আড্ডাই বা মারে কি করে! এদের মধ্যে কারোর সঙ্গে কারোর কোনরকম মিল নেই। সবচেয়ে বয়সে যে ছোট, অর্থাৎ **কাজু**, তার সত্যিকারের নাম অমিত কেজরিওয়াল। তাকে অবলীলায় ‘কাজু’ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ অমিত নামটা আড্ডার দলের আরেকজনেরও আছে। কাজুর ৩১ তম জন্মদিন মাস খানেক আগে পালন করা হল। **নিপা** কাজুর চাইতে বছর তিনেকের বড়। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ওহী নকুলের। সারাক্ষণ হয়ে চলেছে ঝগড়া, ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ। কাজু বলেছিল, তোর পেটে পেটে যা বদবুদ্ধি, দীপান্বিতার পেটের মধ্যে থেকে সত্যিটা বের করে আনতে হবে। দীপান্বিতা শব্দের পেটের মধ্যে অর্থাৎ পানি? তা পানি ত তেমন জুতসই নাম হচ্ছে না। সেটাকে উল্টো করে ‘নিপা’ করে দেওয়া হক। হ্যাঁ, বলে রাখা ভালো, এই আড্ডা গ্রুপে নিপাই হল একমাত্র স্মোকার। আর কারও সিগারেট ফোঁকাতে আসক্তি নেই। তৃতীয় জন, অর্থাৎ এই দলের সবচেয়ে বয়:জ্যেষ্ঠ মেম্বার অমিত কাঞ্জিলাল, বয়েস ৫৫ পেরিয়েছে, তবে সবচেয়ে হুল্লরবাজ। যে সমস্যার কথা বলছিলাম! একদলে দুই অমিত। কাঞ্জিলাল তাই হয়ে গেল লালা। বাকি থাকল যে দুজন, তারা মধ্য-চল্লিশের স্বামী-স্ত্রী। নৃপেনকে আদর করে নেপু বলে ডাকত তার বৌ। গৌরবে অতিশয় উক্তি, নেপু হয়ে গেছে নেপোলিয়ন। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের স্ত্রী ছিলেন মারী লুইস। তার ওপরে মনিদীপার ছোটবেলা কেটেছে ডুয়ার্সের চাপড়ামারীতে। ব্যাস! এই দুই দিকে বিচার করে মনিদীপাকে করা হয়েছে মারী। নিজের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই জনসেবায় সে কাটিয়েছে, এন.জি.ও. র সঙ্গে। এই ভিন্ন চরিত্রের মানুষগুলোকে নিয়ে, স্বাভাবিক কারণেই, প্রতিবেশীদের উৎসাহের অন্ত নেই। পাঁচজনের এই অদ্ভুত বন্ধুত্বর দলকে শেষমেশ পাড়ার লোকেরা নাম দিয়েছে ‘পেন্টাগন’। পেন্টাগনের মিলন স্থান হল মারি-নেপোলিয়ানের বাড়ি। কারণ দুটো। মারী একজন অসম্ভব ভাল হস্টেস এবং বাড়িতে তারা মাত্র দুজন, কারণ তাদের একমাত্র কন্যা কানপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত। এদিকে প্রত্যেকেই নিজের নিজের পেশাদারী জীবন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। মাসে একবারও তারা জমায়েত হতে পারলে বর্তে যায়। তবে যেদিন মিটিং হয়, তারা জমিয়ে আড্ডা মারে, ঝগড়া ঝাটি, লেগপুলিং, সীমিত পরিমাণে হলেও ভালো বিলিতি মদ্যপান, কিছু বাদ যায় না। কিন্তু শেষের দিকে কোন একটা গল্পের অবতারণা করে কেউ না কেউ। আড্ডার শেষ ভাগটা জমে ওঠে সেই গল্পকেই ভিত্তি করে। সঙ্গে অবশ্যই আঁতেলেকচুয়াল আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে।

আধচেনা দেশ, অজানা ভাষা

মারী বিজ্ঞের মত একটা হাসি দিয়ে বলে উঠলো, “জানতাম। উড়িষ্যা বলতে বাঙ্গালীদের মধ্যে মনে জেগে উঠে শ্রীক্ষেত্র পুরী কিংবা আশেপাশের কটক ভুবনেশ্বর। খুব বেশি হলে গোপালপুর-অন-সী, অথবা তার কাছাকাছি উড়িষ্যার ভূস্বর্গ, হিল-স্টেশন দারিংবাড়ি। কিন্তু এর বাইরেও একটা বিশাল ওড়িশা আছে। ঢেন্কানল থেকে সম্বলপুর যাবার পথে রাইডাখোলের বিশাল জঙ্গলটা পেরিয়ে গেলেই শুরু হয়ে যায় পশ্চিম ওড়িশা। এটাও ওড়িয়া ভাষা, সেই পশ্চিম উড়িষ্যার একটা ডায়ালেক্ট। এটা সম্বলপুরী ভাষা, অনেকে এটাকে কোশল ভাষাও বলে।“

নেপোলিয়ান নেহাত-ই কম কথার মানুষ। কম কথার মানুষ বললে কিছুই বলা হয় না। পেন্টাগন-ই একমাত্র জায়গা যেখানে সে পরিমিত মদ্যপান করে। মদ্যপান বলতে ড্রাই হোয়াইট ওয়াইন। আর অল্পস্বল্প হলেও সে মুখ খোলে পেন্টাগনেই। তা না হলে, নিজের প্রফেশনাল চৌহদ্দির বাইরে তার কোন বন্ধু নেই। আড্ডাও নেই। তাই যত্র তত্র জ্ঞান বিতরণের দরকারও হয় না। এ হেন নেপোলিয়ন হঠাৎ বলে বসলো, “ইনফ্যাক্ট, কৌশল রাজ্যকে উড়িষ্যার থেকে আলাদা করে দেবার একটা মুভমেন্টও শুরু হয়েছিল একসময়। অবশ্য সেটা ছত্তিশগড় বা ঝাড়খণ্ডের মতো দানা বাঁধতে পারেনি। তুমি হয়তো জানবে, লালা।”

পেন্টাগনের এও এক বৈশিষ্ট্য। এখানে কেউ কাউকে দাদা, দিদি,

বৌদি, কাকু, কাকী এইসব বলে সম্বোধন করে না। সরাসরি নাম ধরে ডাকে। নাম বলতে অবশ্য পেন্টাগনের নিজস্ব নাম, যেসব নামের পেন্টাগনের বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই।

মারী গল্পের হাল ধরল, “সেই পশ্চিম ওড়িশারও একদম পশ্চিম দিক ঘেঁসে, ছত্তিশগড়ের সীমান্ত লাগোয়া ছোট্ট শহরতলী, বঞ্জারি। প্রত্যন্ত নিরিবিলি এলাকায় এই শহরতলী মূলত গড়ে উঠেছে মহানদী ফিল্ড কোল ফিল্ড, একটা মার্কিন থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট এবং ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফ্রাক্সবেস্টস কোম্পানি 'জেনিথ' — এদের তিন ইন্ডাস্ট্রিকে ভিত্তি করে। বঞ্জারিতে বেশ একটা অসাম্প্রদায়িক কসমোপলিটান সংস্কৃতি রয়েছে। ওড়িশা, ছত্রিশগড়ের লোক ছাড়াও প্রচুর পরিমাণ বিহারি, বাঙালি, দক্ষিণ ভারতীয়রা এখানে বেশ অনেকদিন ধরে চাকরির সুবাদে রয়ে গেছে। মকরু চার পাঁচ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে চলে এসেছিল বঞ্জারিতে। একে তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, তার ওপর নানা ভাষা এবং মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে সে বেশ চৌকস হয়ে উঠেছে সে।“

“মকরু কে, মারী?” নিপা আর কাজু প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলো, “আর তোমার সঙ্গে পরিচয়ই বা কি ভাবে?” “টেকিং ইয়োর লাস্ট কোয়েসচেন্‌ ফার্স্ট, সেই সময় যখন নেপোলিয়ন ছ’ মাসের জন্যে গেল লুক্সেমবার্গ, মেয়ে পড়ছে কোটাতে, আমিও মৌকার পূর্ণ সৎব্যাবহার করে চলে গেলাম আমার লং-পেন্ডিং পশ্চিম ওড়িশার ড্রিম অ্যাসাইনমেন্টে, আমাদের এনজিওর সঙ্গে। সেখানেই মকরুর সঙ্গে আলাপ। তার বিষয় বলাটা খুব দরকার, কারণ ওই বিচিত্র মানুষটি হল আমার গল্পের হিরো। মকরুর পোশাকি নাম মকরধ্বজ জামদুলিয়া। ওর বাবা আজীবন বঞ্জারিতে চাকরি করেছে বটে, কিন্তু মকরুর ভাগ্যে চাকরি জোটেনি, তৎকালীন ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপল ‘স্মার্ট-সাইজিং’ এর দৌলতে। অবশ্য দুধের ব্যবসা তো আছেই তার, সেই সঙ্গে আরও ছোটখাটো অনেক ইনভলভমেন্টে, মোটামুটি ভালই উপার্জন করে বলে মনে হয়। তা এক রোববার সক্কাল সক্কাল দুধ দিতে এসে মকরু দাঁত কেলিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘বেলবুড়াথি হসপিটলনে কাণাঁ করুথিল গো?’ বেল মানে সূর্য আর বুড়া মানে ডুবে যাওয়া। অর্থাৎ বেলবুড়াথি মানে সন্ধ্যাবেলাতে। খেয়াল করলে ত তোমরা, মকরু কিন্তু হসপিটাল কথাটা বলল পরিষ্কার ইংরেজিতে। ‘কাল সন্ধ্যাবেলা হসপিটালে হাসপাতালে কি করছিলে গো?’ এটাই ছিল তার প্রশ্ন।”

লালা খুব মনোযোগ দিয়ে নিজে প্রথম স্কচ পেগটা শেষ করে তারপর সুচিন্তিত মতামত দিল, “আমি যেটুকু ওড়িয়া বুঝি, তাতে গ্যারান্টি দিতে পারি, পূর্ব উড়িষ্যার লোকেরা এই ডায়ালেক্ট আদৌ বুঝতে পারবে না। অবশ্য ডায়ালেক্ট বলে নাক সিটকানোর কিছু নেই, কারণ অন্ধ কবি হোমার তার মহাকাব্য ইলিয়াড আর ওডিসি রচনা করেছিলেন গ্রীক ভাষার প্রাচীন এক ডায়ালেক্টে — যেটা আজকে বিলুপ্ত। এনিওয়ে, কন্টিনিউ মারী।“

“বুঝলে লালা”, মারী নিজের গল্পের মধ্যে বেশ ইনভল্‌ভড্‌ হয়ে গেছে, “এমনিতেই আমার মনের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ জমা ছিল। মকরু কথাটা জিজ্ঞেস করতেই আমি রাগে ফেটে পড়লাম। ‘হবে না, এদেশের কিচ্ছু হবেনা। কুসংস্কার, অজ্ঞানতার অন্ধকারে সারা জাতি ডুবে রয়েছে। আর এইসব অশিক্ষিত, মূর্খ আদিবাসী মহিলাদের তো কথাই নেই। ওঝা, তান্ত্রিক, ভণ্ড তপস্বী, যে পারে তাদের ঠকিয়ে চলে যায়। তারা কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আজীবন বেঁচে থাকে। কি করবে? শিক্ষা-দীক্ষার তো বালাই নেই। নিজেদের ভালো নিজেরাই বোঝে না, সমাজ তাদের বুঝতে দেয় না।‘

“অমার আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায় মকরু যে হকচকিয়ে উঠবে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু দেখলাম মকরু বেশ স্মার্টলি আমাকে আবার প্রশ্ন করল, ‘সুনারাম মুন্ডার কথা লাগুছ কাঁয়?’ ‘অফকোর্স সোনারাম মুন্ডার কথাই বলছি। জেনিথ কোম্পানির একজন ভদ্র, সিনিয়র শ্রমিক। হঠাৎ ডিউটিতে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে জানা গেল তার অনেক রকম বেমারি ছিল। আমরা এনজিও-র লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখি ম্যানেজমেন্টই প্রস্তুত আছে সোনারামকে ঠিক করে তুলতে — সব রকম ভাবে, পয়সা, প্রভাব, প্রতিপত্তি যা দরকার খাটিয়ে। বেচারা হঠাৎই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনেক দিনের চেপে রাখা রোগগুলো একসাথে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। কদিনের মধ্যেই এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে যে এখন টার্মিনালি ইল্‌ বলা যায়। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের বাঞ্জারির ছোট হসপিটালে একটু সারিয়ে তুলেই ওকে বুরলা মেডিকেল কলেজের মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালে পাঠাবো।‘

‘হেলে সুনারামর কনিয়াটা মনা করসন; কাঁড়া মেমসাহেব, মুঁই গলত্‌ বতউছে কাঁয়?’”

“কিন্তু সোনারামের কন্যা মানা করছে, এটাই মোদ্দা ব্যাপার।“ কাজু ওস্তাদি মারার সুযোগটা ছাড়লো না। “অনুবাদটা কি রকমই ফাটাফাটি করলাম, তাই না মারী?”

“বাহ্ ঠিক ধরেছিস! তবে কনিয়া কথাটার মানে আমরা যে অর্থে কন্যা বলি ঠিক সেই অর্থে নয়। বিয়ের সময় কন্যা সমর্পণ করা হয় তার হাজবেন্ডকে। বোধ হয় সেই রেফারেন্সেই হবে, সম্বলপুরীরা কনিয়া বলতে বোঝায় বউ বা স্ত্রী। অবশ্য, ‘কনিয়া’ শব্দটার উৎস যে ‘কন্যা’ কিনা সেটা আমি হলফ করে বলতে পারব না।”

রাজু মাথা চুলকিয়ে বলল, “ধুত! যত ভুলভাল। কনিয়া শব্দের জন্ম হলো কন্যা শব্দের থেকে, আর তার মানে হয়ে গেল বউ।”

কাজুর সঙ্গে কোহিনুকুলের সম্পর্ক; তাই নিপা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল। “কেন, সবকিছুকে বাংলার রেফারেন্সে বুঝতে হবে নাকি? প্রত্যেক শব্দের নিজের ভাষায় নিজস্ব মানে থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।“

“হক কথা।“ লালা নিপার সাপোর্টার, কারণ নিপা সবসময়ই প্রতিবাদী, তার ভেতরে একটা ফাইটিং স্পিরিট আছে। “বেশি দূরে যাওয়ার দরকার কি? পূর্ব উড়িষ্যতেই তো মা’কে ‘বউ’ বলে ডাকার প্রচলন আছে। বাচ্চা জন্মের পর থেকেই দেখে তার মা’কে বাড়ির সবাই বউ বলে ডাকছে। তাই সেও সেই শব্দটা অ্যাডপ্ট করে নেয়। এনিওয়ে মারী, তোমার গল্পের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু করার আগে, আমাদের নেক্সট রাউন্ডের স্নেকস্ এন্ড রেপ্টাইলস্ রিফিল করে দাও। আমরাও পরের রাউন্ডে অর্থাৎ সেকেন্ড পেগে যাই।“

সকলে হা হা করে হেসে উঠলো লালার অদ্ভুত রসিকতাময় বাক্য বিন্যাসে। জলখাবার অর্থাৎ ইংলিশে ‘স্নাক্স’ কথাটা লালা নির্দ্বিধায় ‘স্নেকস্ এন্ড রেপ্টাইলস্’ বলে দিল।

মারী একটু লজ্জায় পড়ে গেল। গল্প বলতে বলতে খেয়ালই করেনি সব স্নাক্স বা ‘চাখ্না’ শেষ। “আমার দু’টো মাইক্রো আওভেনের ভিতরে ভালো পোর্ক চপস্, মাংসের ঘুগনি এন্ড ফিশ ফিঙ্গার রাখা রয়েছে। এক মিনিট। গরম করে নিয়ে আসছি। আর নিপাকেও একটু ব্রেক দেওয়া যাক। শী মাস্ট বি ক্রেভিং হার রি-চার্জ উইথ একটি কমনীয় সিগারেটের সুখটান।“

সোনারামের বৌ

মারী সব গুছিয়ে দিয়ে সেকেন্ড রাউন্ড শুরু করলো, “মকরু ব্যাটা প্রদেশের তথ মন্ত্রী হলে পারত। বুঝলাম, ও পুর ব্যাপারটা জানে। ভাব তো, কি আশ্চর্য মহিলা সোনারামর বৌ! কুসংস্কারের আকর! হাসপাতালে এসে কান্নাকাটি করেছে। বলছে বুরলা মেডিকেলে একবার গেলে কেউ নাকি আর বেঁচে ফেরে না। তার চাইতে ও নিজের মরদকে নিয়ে যাবে গ্রামের বাড়িতে। সেখানে কোন এক ত্রিকালজ্ঞ তান্ত্রিককে দিয়ে পূজা পাঠ করিয়ে ভাল করে তুলবে। ওহ্। এইসব আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর বুদ্ধিহীনতা আমাদের দেশটাকে কোথায় টনে নামিয়েছে! অতএব সোনারামের বউ ফর্মে টিপসই দিয়ে নিজের মরদকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। হাসপাতালের সি.এম্.ও. আমাকে এবং ওদের পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট এর দুজন অফিসারকে সাক্ষী হিসেবে রেখে রিলিজ করে দিলেন সোনারামকে। “একটা জিনিস প্রথম থেকেই ভারী অদ্ভুত লাগছিল। আমার মাথা যতই গরম হয়ে যাক না কেন, মকরুর ঠোঁটে কিন্তু সারাক্ষণ ছিল একটা চাপা মুচকি হাসি লুকানো। ঠোঁটের তলায় খৈনি গোঁজা ছিল বলে হয়ত আমি ঠিক ধরতে পারিনি। খৈনিটা মুখ থেকে ফেলে এবার সে মুখ খুলল। ‘মাইগনার না বচ্ছায়নী। সুনারামর তিন নম্বর কনিয়া’। অর্থাত, এটা সোনারামের তৃতীয় স্ত্রী, নাম বচ্ছায়নী।“

“বুঝে গেছি, মূল শব্দটা হল বাৎসায়নী। তৎসম তৎভবের দাপটে বাৎসায়নী হয়ে গেছে বচ্ছায়নী।“ কাজু বিজ্ঞের নত সুচিন্তিত মতামত দিল। “কিন্তু মারী, একটা খটকা থেকেই গেল। তুমি বললে, ‘মাইগনার না বচ্ছায়নী’। তা ‘মাইগনার না’ জিনিসটা কি দাঁড়াল?”

লালা স্কচ-গদগদ, প্রশংসাসূচক গলায় বলে উঠল, “ভেরী শার্প, ভেরী শার্প, কাজু। আমিও লক্ষ করলাম, মারী কিছু একটা এড়িয়ে গেল। অ্যাম আই রং?”

“ওয়েল, ‘মাইগনা’ শব্দটা স্ল্যাং।“ মারী খনিকটা অপ্রস্তুত, “স্ল্যাং, বাট ইউজড্ ভেরী ফ্রিকোএন্টলী। যেমন ধর, গ্রাম গঞ্জের দিকে নো ওয়ান রিয়েলী কনসিডার্স ‘মাগি’ অ্যাজ এ স্ল্যাং ওয়ার্ড। এন্ড ইন মাই কন্সিডারড্ ওপিনিয়ন, বোথ দিজ্ ওয়ার্ডস ইন ওড়িয়া এন্ড বাংলা

হ্যাভ দা সেম অরিজিন। ও হ্যাঁ! 'না' কথাটার মানে হলো 'নাম'। আসলে উচ্চারণের সময় নাম হয়ে যায় না। ইংরেজিতে যেরকম কোন ওয়ার্ড-এর লাস্টে 'র' অর্থাৎ 'আর' থাকলে সেটা গিলে ফেলে ব্রিটিশরা।", নিপা চুপচাপই শুনছিল। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে বলল, "কাম অন মারী, এত বিব্রত বোধ করবে না ত। ফিমেলস্ অর নট উইকার সেক্স উইথ অল স্টুপিড রেস্ট্রিকশনস্। তাছাড়া মাইগনা বল কিম্বা মাগিই বল, কোনটাই অশ্লীল নয়। আই সাজেস্ট, তোমাকে আর মকরুর কথাগুলো ইন-ভারবাটিম বলতে হবে না। বারবার এই অনুবাদ করতে গিয়ে অযথা আলোচনা টেনে আনছো তুমি। সরাসরি বাংলাতে বাকি গল্পটা বলো।"

প্রস্তাবটা সকলেরই মনঃপুত হল। মারীও স্বচ্ছন্দ বোধ করে গল্পের রাস নিজের হাতে নিল।

সুপারস্টিশাস রমণীর ধর্মাধর্ম

"সোনারামের তিনটে বিয়েই নাকি বেকার গেছে। 'ছুয়া' অর্থাত ছেলেপুলে হয়নি। পেহেলা কনিয়াটা ভেগে গিয়েছিল আজ থেকে পন্দ্রহ্ বিশ সাল পহেলে। আর দু'নম্বর আওরাতটা নুকসান হয়ে গেল, তাও পাঁচ সাল হবে। সাপে কেটেছিল। কি বলতে চাইছে মকরু ঠিক বুঝতে না পেরে আমি উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। আর তখনই মকরু তুরুপের তাসটা ছাড়লো।

"নিজের বিশ্লেষণ ক্ষমতায় আমাকে হাঁ করিয়ে দিয়ে মকরু জিজ্ঞেস করল, সোনারাম মরে গেলে কি হবে মেমসাহেব? গাঁও তে একটা ছোট মকান আর কিছুটা জমিন আছে। কোম্পানি থেকে পি.এফ., গ্র্যাচুয়িটির টঙ্কা ছাড়াও ভালমত কম্পেন্সেশন, সবকুছ পাবে বচ্ছায়নী। সোনারামের কেসটা কিন্তু 'ইঞ্জুরি অন ওয়ার্ক', কারণ সোনারাম কাম করতে করতে কারখানার অন্দর মাথা ঘুরে পড়ে গেছিল। মতলব, কোম্পানি বচ্ছায়নীকে একটা পার্মানেন্ট নৌকরী জরুর দেবে, সে রেজা কামিনের কাম হোক, ইয়া ফির অফিস গার্ল।" "গয়লা মকরুর জ্ঞান আর অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ার দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ। ঠিকই বলেছে। তবে শুধু 'ইঞ্জুরি অন ওয়ার্ক' নয়, সোনারামের কেসটা তার সাথে 'অকুপেশনাল ডিজিজ'। কারণ অ্যাসবেস্টস্ ব্যবহার করে যেসব কোম্পানি সেখানে অনেকদিন কাজ করলে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে যাবার চান্স থাকে, ফাইবার ডিপসিশন-এর জন্য। সোনারাম সত্যি মারা গেলে ওর বউ ভালোমতো টাকা কমপেনসেশনে পাবে আর একটা পার্মানেন্ট চাকরি তো পাবেই। 'কিন্তু তাই বলে' আমি মকরুর সঙ্গে তর্ক জুড়লাম, 'বচ্ছায়নী নিজের স্বামীর মৃত্যু কামনা করবে আর নিজে বিধবার জীবন কাটাবে? তাই হয় নাকি, ধুর!'

"ওকালতি বুদ্ধিতে আমার থেকে যে অনেক এগিয়ে, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে, অবলীলায় শেষ পেনাল্টি গোলটা মেরে মুচকি হাসল মকরু। 'বচ্ছায়নী একটা রেডিমেড, জওয়ান হাজবেন্ডও তুরন্ত পেয়ে যাবে। আজকের জমানায় একসঙ্গে এতগুলো টঙ্কা, সঙ্গে জমিন আর নিজের মকান, তার ওপর কোম্পানীর পার্মানেন্ট নৌকরী করনেওয়ালি কনিয়া কার নসিবে জোটে, ম্যাডামজী?'

"মকরু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল। আর শুনতে যতই খারাপ লাগুক, আমাকে একটা বিরাট মেটেরিয়ালিস্টিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিল। সত্যিই তো, বচ্ছায়নী কেন চাইবে এই বুড়া, নপুংসক মরদটা জিন্দা থাকুক?"

মকরধ্বজ জামদুলিয়া দুধ দিয়ে চলে গেল। আমি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বহুক্ষণ। আমার মাথার ভেতরে তখনো ভোঁ ভোঁ করছে আমার নিজের কথাগুলোই ... কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞানতার অন্ধকার, মূর্খ, বুদ্ধিহীন আদিবাসী মহিলা ...

পরিচিতি

একদিকে সফল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্টের ব্যস্ত পেশাদারী জীবন। অন্যদিকে অমিথ্যাবাদী হিসাবে কবি ও সাহিত্যিক। এই দুই দিক সামলাতে বেচারা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তার তার গল্প কবিতা কলকাতার বিভিন্ন বই এবং ম্যাগাজিনে প্রায় নিয়মিত ভাবি ছাপা হচ্ছে, এটাই আশার কথা।
বাতাসে কান পাতলে তার সম্বন্ধে কানাঘুষোয় যা শোনা যায় —

অমিথ্যাবাদী কে?

অমিথ্যাবাদী মিথ্যা বলেনা
(না পড়লে নেহাত ঠেকায়),
সত্যিটাকেই দুমড়ে-মুচড়ে
ইচ্ছে মত বেঁকায়।

অমিথ্যাবাদী কোথায়?

কাজী-মুহুরী কীলার-সুপারি
বেহাগ-সোহাগ বাদী-প্রতিবাদী,
তারই মধ্যে গদ্যে-পদ্যে
ঘাপটি মেরেছে অমিথ্যাবাদী।

The Art of Adulting: Dancing Through Dust and Delegation

Aruna Chakraborty

Adulting—a word that's both a badge of honor and a whispered curse. It's the magic key to independence, unlocking a world where we call the shots, chase our dreams, and indulge those little whims that once seemed too wild for the watchful eyes of our guardians. But here's the thing—adulting isn't just a stroll through the park. It's a full-on balancing act, with responsibilities piling up like laundry in the corner.

We're expected to do it all: take care of ourselves, keep our homes in order, work endless hours to keep the bills paid, raise children, entertain friends, and maybe, just maybe, find a moment to breathe. And then there's the dust—a silent invader that creeps into every nook and cranny, daring us to ignore it. I could quote Maya Angelou's 'Dust if You Must' and pretend that ignoring it is a romantic act of rebellion. But let's face it, in India, it's more like 'Dust you must,' or risk being buried alive.

In a world where traffic is eternal and work hours are a myth, we're expected to be 'online' around the clock. The line between personal and professional life is so blurred, it's practically invisible. Our bosses seem to believe that work is our sole purpose in life, and that our only breaks are for the necessities. HELP!

Enter the superheroes of our adulting journey: the house help, the cook, the nanny. These everyday magicians make our lives possible, and all at a cost that doesn't break the bank. Thanks to them, our dishes are washed, our floors are mopped, our meals are cooked, and our children are cared for. Slowly but surely, they become part of the family, stitching themselves into the fabric of our daily lives.

But even superheroes have their kryptonite.

If you're someone who's fully capable of cooking and cleaning but has handed over the reins out of sheer necessity, you'll need to master the art of letting go. The truth is, many housework jobs are a matter of survival for those who do them. They're racing against the clock, juggling multiple homes to earn those extra rupees in a world where costs keep climbing. In this whirlwind, attention to detail might slip. You might find a spoon that needs another wash or a sneaky wrapper under the table.

Sure, you might think a vacuum or dishwasher could solve these problems. But in the land of traditional utensils and ever-present pollution, nothing quite compares to the human touch. We all tried to go gadget-crazy during Covid, but most of us have since returned to the humble human hand.

Food, ah, the drama of the kitchen. If you're an enthusiastic cook, you know the struggle. Instructions get lost in translation, and before you know it, your fingers are stained yellow, and your colleagues are giving you strange looks. "Less turmeric, please!" you beg your cook, but the yellow tint persists. At one point, concerned friends even suggested a bilirubin test!

My husband, ever the problem-solver, decided the answer lay in changing the spoon for the turmeric. Meanwhile, we also faced portion sizes that could feed a small army. One dish was so massive we ate it for three meals! I've always relied on guesswork in the kitchen, much like our mothers did, and resisted the idea of buying a kitchen scale. Instead, I chose diplomacy—a conversation with our cook to find common ground. Isn't that what the experts recommend?

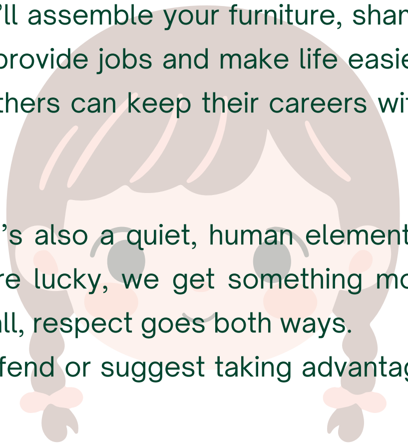

In today's world, startups are popping up to cater to our every whim. They'll assemble your furniture, shampoo your sofa, clean your fans, and even tend to your garden. These services provide jobs and make life easier for those of us constantly on the go. Daycares are everywhere, so young mothers can keep their careers without guilt.

Yes, life in the most populated country on earth is a challenge. But there's also a quiet, human element that supports us in our daily battles. While we pay for these services, if we're lucky, we get something more—companionship, trust, and a bond that transcends mere transactions. After all, respect goes both ways.

Note: This piece is meant to highlight the lighter side of daily life, not to offend or suggest taking advantage of anyone. It's a playful look at the reality of adulting.

...

I'm But Just A Girl

Shayna Das

I am just a girl who likes to make someone's day so they can see that there is still good in the world.
I am just a girl who never wants to see anyone sad or cry in any place.
I am just a girl who wants everyone to be happy and feel safe no matter what happens.
I am just a girl who feels like everyone should be treated equally to each other in a lot of places.
I am just a girl who wants to stand up to bullying that happens anywhere.
I am just a girl that is trying to stand away from the toxic people in my life.
I am just a girl who believes the world could be a better place in most places.
I am just a girl who has courage to stand up for people no matter what the situation is.
I am just a girl who wishes there can be a change in this community.
I am just a girl who hopes everyone can help stop bullying.
I am just a girl!

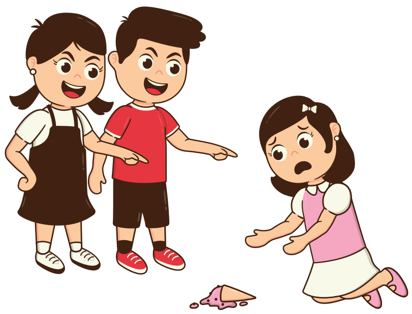

...

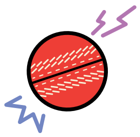

Cricket and the Game of Life: A Mirror to Our Existence

Rishin Chatterjee

Cricket, often called a gentleman's game, is more than just a sport; it's a reflection of life itself. The intricate rules and diverse formats of cricket mirror the complexities of our existence, offering profound insights into how we navigate our journeys.

The Unpredictability of Life

Cricket's unpredictability, where a match can swing in mere overs, mirrors life's uncertainty. Just as a single delivery or fielding effort can change a game, unforeseen events can alter our lives. This teaches us to stay adaptable and resilient, ready for unexpected twists. Often, when hope seems lost, a single moment can turn everything around—just like in life.

The Importance of Teamwork

In cricket, success hinges on teamwork, not just individual brilliance. Players rely on each other to achieve

common goals, much like in life where collaboration leads to greater accomplishments. The game's camaraderie underscores the strength in unity, trust, and support—after all, one person cannot bowl, field, and keep wickets for the same ball, just as we can't do everything alone in life.

Patience and Perseverance

Cricket, especially in Test matches, demands patience and perseverance. Like a batsman waiting for the right moment to score, life requires enduring challenges with patience. When you landed in Canada and took your time to settle in—like an opening batsman facing the new ball—you avoided rushing in like a pinch hitter, understanding that success takes time and sustained effort.

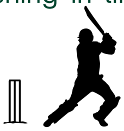

Strategy and Planning

Every cricket match requires meticulous planning and strategy. Captains and coaches devise game plans, analyze opponents, and make real-time decisions, paralleling the strategic thinking needed in life. Whether planning a career, managing finances, or navigating relationships, careful preparation and wise resource management are key to success. As Sun Tzu said, "Every battle is won before it is ever fought."

Handling Pressure

Cricket often puts players in high-pressure situations, like a bowler delivering the final over or a batsman chasing a tough target. Handling pressure and staying composed are crucial in both cricket and life. The game teaches the importance of staying calm, making rational decisions, and executing plans under stress—exemplified perfectly by Mahendra Singh Dhoni.

Fair Play and Integrity

The spirit of cricket is rooted in fair play and integrity, where players uphold sportsmanship, respect opponents, and follow the rules. This ethic reminds us that honesty, respect, and integrity are essential for building trust and fostering positive relationships in all areas of life.

Learning from Failures

Failure is inherent in cricket—batsmen get out, bowlers concede runs, and teams lose. However, these setbacks are valuable lessons. Cricket teaches us to accept failure gracefully, learn from our mistakes, and continuously improve. Resilience and the ability to learn from failure are crucial life skills, reminding us that there's always another chance, another game. What matters is how we handle failure.

Celebrating Success

Cricket celebrates success, whether it's a century, a five-wicket haul, or a team victory, just as we celebrate life's milestones. These moments remind us to set goals, work hard, and take pride in our achievements. Most importantly, they teach us to pause and acknowledge how far we've come, like a batsman raising their helmet after a century.

In conclusion, cricket, with its rich traditions and dynamics, serves as a powerful metaphor for life. Its lessons on unpredictability, teamwork, patience, strategy, pressure, integrity, failure, and success offer profound insights into navigating our existence. Cricket reminds us how the game mirrors life, enriching our journey with its timeless elegance.

...

DAS
Sounak R
PHOTOGRAPHY

CAPTURING YOUR CANDID MOMENTS

236-998-4331

sounakranjandas9@gmail.com

www.sounakrdas.com

sounak_r_das

MBC FOOD
EAST MEETS WEST

We make traditional indian food,bengali and Western food too!

OPEN

For party orders, wedding and family events

+1 778 870 3124

Recent Event

Barnfest : It was a Blast !

www.mbcfood.ca

@mbcfood.ca

বাঙালি খাবারের রেসিপি ও খাদ্যরসিকতার গল্প

অর্পিতা পাল

খাদ্যরসিক বাঙালির জীবনে খাওয়া দাওয়া ও উৎসব একে অপরের পরিপূরক। বাঙালি যেমন একধারে উৎসব প্রেমী তেমনি রসনা বিলাসীও। ভ্যাঙ্কুভারে আমার মতো প্রবাসী বাঙালীদের কাছে দুর্গাপূজার অনুভূতিও আর পাঁচটা বছরের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, এখানে উৎসব সপ্তাহের শেষ দুই দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবে তার আমেজ কিন্তু থাকে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্তই, তাই খাওয়া দাওয়ার কথা আসতেই প্রথমেই মনে পরে ষষ্ঠীর সকালে লুচি, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছক্কা, সুজি, মিষ্টি দিয়ে শুরু হয় আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর্ব, তারপর তো একে একে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে তা রোল, চাউমিন, কাটলেট সহ ভিন্ন স্ট্রিট ফুডের তালিকায় প্রবেশ করে।

সপ্তমীর সকাল মানেই একে বারে সাজো সাজো রব পুজোর প্যান্ডেলে বসে জমিয়ে আড্ডা বন্ধুদের সাথে আর দুপুরের খাবার পাতে ঝরঝরে গরম ভাত, প্রথম পাতে সবজি সহ কাজু-কিশমিশ দেওয়া ঘিয়ের সুগন্ধ মিশ্রিত ঘন মুগের ডাল, ঝুরি আলুভাজা, পাঁচমিশালি সবজি তরকারি কাতলা মাছের মাথা দিয়ে, দই কাতলা, চিংড়ি মালাইকারি সহ চাটনি দই-মিষ্টি যদি থাকে সঙ্গে তবে মন্দ কি?

আর সন্ধ্যাবেলাটা একেবারে সব ধরা বাঁধার বাইরে গিয়ে কখনো তেঁতুল জল মিশ্রিত ঝাল ফুচকা, মোগলাই, কবিরাজি দিয়ে এক ঝলক রসনা তৃপ্তির পরিকল্পনা, এভাবে মহাষ্টমীর সকাল সকাল মেয়েরা শাড়িতে ও ছেলেরা পাঞ্জাবীতে অঞ্জলী দিয়ে ভোগ প্রসাদ পেয়ে বাড়িতে দুপুরের পাতে লুচি, বেগুন ভাজা, ধোকার ডালনা বা ছানার ডালনা সন্দেশ সহ এসব রাজকীয় খাবারের স্বাদকে ভুলতে একেবারে সন্ধ্যাবেলায় বন্ধু বান্ধব কে সঙ্গী করে রওনা দেওয়া কাছেই ঐ বিখ্যাত বিরিয়ানির দোকানে ১ঘন্টা অপেক্ষা করে আলু দেওয়া মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ সাথে এট্টু ফিরনি দিয়ে অষ্টমীর রসনাতৃপ্তির সমাপ্তি হয় ভোজনরসিক বাঙালির জীবনে, সকাল হতেই শুরু মহানবমীর ভোজনের আয়োজন,যেখানে নবমী মানেই ধামসা আলু দেওয়া লাল লাল চর্বিযুক্ত খাসির মাংসের ঝোল, সাথে বাঁশকাঠি চালের ভাত, স্যালাড, একটু লেবুর রস, যখন পাশে থাকা ঐ নিরামিষ সবজির তরকারি দিকে চোখ যায়না তারপর দুপুরে একটু ভাত ঘুম দিয়ে ঝটপট রেডি হয়ে যাওয়া নবমীর সন্ধ্যার জন্য, নবমীর সন্ধ্যা মানেই বন্ধুদের সাথে খাওয়াদাওয়ায় ফিউশন আনতে সঙ্গে যদি থাকে তন্দুরি চিকেন, ড্রাই চিলি চিকেন, ড্রাই চিলি পনির, মিক্সড ফ্রায়েড রাইস, হাক্কা নুডলস ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে দুর্গা পূজার একবারের অন্তিম লগ্নে এসে দশমীর সকাল কিছু বিষন্নতা আবারও এক বছরের অপেক্ষা তাই দিনটি একেবারে উৎযাপন করে নিতে খাওয়া দাওয়ায় সকালে এট্টু ঘিয়ে ভাজা ময়দার পরোটা, সাদা আলুর তরকারি, বোঁদে দিয়ে সেরে নিয়ে পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলে একটু আড্ডা দিয়ে দুপুরে খাবারে ভাত, ইলিশ মাছের দুপদ, সর্ষে ইলিশ, বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল, একটু ভাজাভুজি,লাউ ঘন্ট,টক,পায়েস দিয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বিসর্জনের পর্ব দিয়েই পুজার সমাপন হয়,আপামর বাঙালির জীবনে খাওয়া দাওয়া ও উৎসব বিশেষ ভাবে এইভাবেই জড়িত যখন দুর্গা পূজা আমাদের কাছে এক উৎসবের বার্তা বহন করে।

ফটোগ্রাফি: শৌভিক দে

ঝালে–ঝোলে অম্বলে। আর জেলুসিলে।

সুজাতা সরকার

১২ মাসে ১৩ পার্বণে থাকা বাঙালীর জীবনে একটা জিনিস আকাশের ধ্রুব তারার মত স্থির, পেটপুজো। উপলক্ষ্য যাই হোক, খাবার নিয়ে আপোষ চলবে না। কিছুদিন আগেও বাঙালী ঘুরতে গেলে বোঁচকা বেঁধে চাল-ডাল -আলু সাথে নিয়ে যেত, এখন সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।

আমি কানাডা এসেছি ২০২১ সালে। এবং অনেকের মত রান্নার হাতেখড়ি এখানে এসে। যদিও আমার কাছে বিকল্প ছিল আমার বরের বানানো "ওটস খিচুড়ি" খেয়েই জীবন কাটানোর, কিন্তু সদ্য কলকাতা থেকে আসার দুঃখ ভুলতে এবং ১৪দিনের গৃহবন্ধী থাকার দৌলতে - নিজেই একদিন জয় মা বলে রান্না ঘরে প্রবেশ করলাম।

বাঙাল বাড়ির মেয়ে, ঘটি বাড়িতে বিয়ে। ছোটবেলা কেটেছে শাপলা ভাজা, লাউ পাতা দিয়ে কৈ মাছ, ইলিশ বেগুনের ঝোল, মান কচু বাটা, কলা পাতায় মাছ পোড়া খেয়ে। তখন এই সব জিনিসের মর্ম বুঝিনি। এখন এই দেশে পটল দেখলে মন নেচে ওঠে, মনে হয় গেয়ে উঠি - "কতদিন দেখিনি তোমারে..."

আমার রান্না শেখার প্রথম দিকের ঘটনা। কোভিড চলাকালীন এসেছিলাম বলে আমায় বাধ্যতামূলক ঘরবন্ধী থাকতে হত ১৪দিন। একদিন একটু বাঁধাকপি ভাজা আর খিচুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা হওয়াতে আমার কর্তার এক বন্ধু বাজার করে ঘরের বাইরে রেখে গেছিলো। আয়তনে বাঁধাকপি টা ৫নম্বর ফুটবলের থেকেও বড়।

এবার আসল গল্প শুরু। কেনা এক জিনিস - ওটা কুচানো তো আরো মুশকিল। যাই হোক রান্নার শেষে দেখা গেলো যে রান্নাটা বেশ ৩টে স্তরে হয়েছে। একদম নিচেরটা পুড়ে গেছে -মাঝেরটা ঠিক হয়েছে এবং ওপরের স্তর কাঁচা রয়ে গেছে।
"অনাহারে নাহি খেদ -বেশী খেলে বাড়ে মেদ "- এই বলতে বলতে ওই রাতের খাওয়া শেষ হলো।

আরো একটা প্রবাসের রান্নাঘরের স্মরণীয় ঘটনা আছে। একদিন কেক বানাতে ইচ্ছা হলো, উপলক্ষ্য বরের জন্মদিন। মনে হলো ব্রেকা থেকে না কিনে, ঘরে বসে ডিম -ময়দা ফেটিয়ে বেশ একটা দারুন কেক হবে....(ওই একটু কাঁঠালের আঠা কিছুদিন থাকে বিয়ের পর পর)
প্রচুর YouTube ভিডিও দেখে, হিসেব কষে (অংকে আমি কে. সি. নাগের দিদি, উচ্চমাধ্যমিকে ৫১ পেয়েছি, মার্কশিটে লাল দাগ কানের পাশ দিয়ে গেছে)
কেক বেক করা হলো, কিন্তু হঠাৎ মনে হলো একটু চকোলেট চিপ গলিয়ে ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বেশ সুন্দর লাগবে। ভিডিও দেখলাম -অনেক হ্যাপা। একটা কড়াইতে জল বসিয়ে ফোটাতে হবে, তারপর একটা পাত্রে চকলেট চিপগুলো রেখে অবিরাম

ফটোগ্রাফি: সুজাতা সরকার

নাড়াতে হবে। চিরকালের ফাঁকিবাজ মন আমার - মনে হলো মাইক্রোওয়েভ থাকতে মাসল পাওয়ারের কি দরকার? ওই ২ মিনিট বরং একটু ল্যাদ খেয়ে নেবো। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। দিলাম বসিয়ে একটা কাঁচের বাটিতে ২ মিনিটের জন্য।

৪৫সেকেন্ড পর পোড়া গন্ধ নাকে আসাতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখি কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে! মাইক্রোওয়েভ বন্ধ করে উঠতেই ঘরের ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলো। ওটা অ্যালার্ম না!! কর্ণভেদী/মর্মস্পর্শী চিৎকার বেশী। আর সাথে ওই আলোর ঝলকানি। তখন আমি বাড়িতে একা, কী করবো বুঝতে পারছি না! কিছুক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর দৌড়ে গিয়ে জানালা আর বারান্দার দরজা খুলে দিলাম। কিন্তু রান্নাঘরটা বারান্দা থেকে একটু দূরে ছিল, আর বারান্দার হাওয়াটা ঘরের ভিতরে আসছিলো। আমার মনে হলো বাড়ির মূল প্রবেশদ্বার খুলে দিলে ক্রস ভেন্টিলেশনে ধোঁয়াটা বেরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি আর অ্যালার্মের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার বন্ধ হবে। কিন্তু বিধি বাম।
আমি জানতাম না যে ঠিক ওই দরজার ওপরে আছে পুরো বিল্ডিং-এর ফায়ার অ্যালার্ম। নিমেষে গোটা প্যাসেজ থেকে আলোর ঝলকানি আর সেই আওয়াজ। পুরো কেস গুবলেট।
আমি প্রথমে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, তারপর দেখলাম একে একে সবাই নিজেদের ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে যাচ্ছে, তখন আমিও অনুসরণ করা শুরু করলাম।

১০ মিনিটের মধ্যে দমকল কর্মীরা এসে গেলেন, শাবল -গাঁইতি নিয়ে। সব দেখে আমার হাত -পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে, মনে মনে ৩৩কোটি দেবতাদের নাম নিচ্ছি। আমি শুধু ভাবছি কখন এসে আমায় জিজ্ঞেস করবে আর সোজা জরিমানার কাগজটা ধরাবে!

কিন্তু সেসব কিছুই হলো না, ২মিনিট লাগলো অ্যালার্ম বন্ধ করতে। তারপর ফায়ার ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স সব চলে গেলো, যেন কিছুই হয়নি।

আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। তারপর জানতে পারলাম এই কাজ এখানে প্রায়ই হয়, ওরা আসে-অ্যালার্ম রিসেট করে -ফেরত চলে যায়।

এই বছর পুজো কাটবে কলকাতায়। শুধু মা দুগ্গা যাবেন নাকি বাপের বাড়ি? এমন জায়গায় থাকি, বছরের ৪মাস কৈলাসের মতই ঠান্ডা

দিন গুনছি কখন উড়োজাহাজটা অবতরণ করবে, আর বাড়ি যাবো। গিয়েই জানি একজন বলবে "যা গিয়ে চান করে আয়, আমি ভাত বাড়ছি।" ঘড়িতে রাত যতই হোক, মা ঠিক না খেয়ে অপেক্ষা করবে মেয়ের ঘরে ফেরার। ঘুম ভাঙবে ঢাকের আওয়াজে, চোখ খুলে দেখব বেশ একটা কুয়াশা আর ধোঁয়ার একটা মিশ্র আস্তরণ চারিপাশে। শালিক, চড়াইদের কিচির-মিচির, আর নাকে আসবে ছাতিম ফুলের গন্ধ।

চা তৈরী, সাথে মেরি বিস্কুট আর আনন্দবাজার পত্রিকা। বাবা আগের দিন বাজার থেকে ঠিক ওই মাছগুলো এনে রাখবে যা আমার পছন্দ। ভাই কচুরি খাওয়াতে নিয়ে যাবে, দিদির ফোন আসবে।

খাওয়া, আড্ডা, ঘুম, অষ্টমীর অঞ্জলি, নবমীর কচি পাঁঠার ঝোল, ধুনুচি নাচ, দশমীর বরণ ও সিঁদুর খেলা- সব শেষে আবার যখন ফিরবো, মন পরে থাকবে ওই কথায় "যা গিয়ে চান করে আয়, আমি ভাত বাড়ছি ।"

সবার পুজো ভাল কাটুক। শুভ শারদীয়া।

...

নারকেল দিয়ে চালকুমড়োর ঘন্ট

শ্রীলগ্না সান্যাল

ছোটবেলা থেকেই, আমাদের বাড়িতে নিরামিষ পদ প্রায় অনেক রকমই খেয়েছি , তবে মাছ না হলে ঠিক খেয়ে যেন মন ভরতো না। ছোটবেলায় যদিও বা মা নানান ধরণের রুচিকর নিরামিষ পদ করে আমাদের খাওয়াতো, আমরা সেই অকৃতজ্ঞর মতো বলে উঠতাম - "প্লিজ শিব ঠাকুর কে বলে দাও আর পারছিনা ঘাসপাতা খেতে!!" |

পড়াশোনা আর চাকরি ক্ষেত্রে যখন বাড়ির বাইরে যেতে হয়, তখন নিরামিষের প্রতি একটা অদ্ভুত আগ্রহ জন্মায়, বিশেষ করে বাঙালি নিরামিষ রান্না - মায়ের জন্য এখন এটা খুব "উপহাসের" বিষয়!

চালকুমড়ো এখন বাঙালির পাতে বেশি দেখা যায়না, যদিও বা গুনের দিক থেকে দেখতে গেলে এটিকে superfood এর তালিকায় ফেললে মন্দ হবেনা।

এই recipe টা যেমনি সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর। দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি - নিরামিষ আহার এর দিনে এটি বানিয়ে খেলে কিন্তু পেট আর মন দুটোই ভরবে ।

উপকরণ:

১) 1kg চালকুমড়ো
২) 250gm নারকেল কোরা
৩) ৪ চা চামচ সাদা তেল
৪) নুন
৫) চিনি
৬) কাঁচা লঙ্কা
৭) ঘি
৮) গোটা জিরে

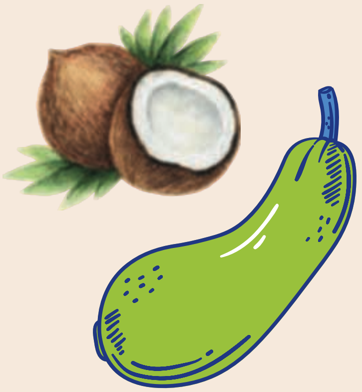

প্রণালী:

১) প্রথমে চালকুমড়ো টা কে খোসা ছাড়িয়ে, ঝিরি ঝিরি করে কেটে নিতে হবে।
২) কড়াই তে সাদা তেল দিয়ে তার মধ্যে জিরে ফোড়ন দিতে হবে।
৩) তারপর চালকুমড়োটা তেল এর মধ্যে ছেড়ে দিতে হব।
৪) স্বাদ অনুসারে নুন দিয়ে আঁচ কম করে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে, যতক্ষণ না চালকুমারটা সেদ্ধ হচ্ছে।
৫) সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বাড়িয়ে গায়ে গায়ে করে নিতে হবে। তারপর নারকেল কোরা আর কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে অল্প একটু চিনি দিয়ে আরেকটু নাড়িয়ে, আঁচ বন্ধ করে ওপর দিয়ে ঘি দিয়ে, ঢাকা দিয়ে 5 min রেখে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে "নারকেল দিয়ে চালকুমড়োর ঘন্ট"।

বাঙালির রোজকার খাওয়ার পাতে, মা ঠাকুমাদের সময়ের এসব মুখরোচক রকমারি রান্না আবার ফিরে আসুক, এটাই কামনা।

...

ফটোগ্রাফি: শ্রীলগ্না সান্যাল

SAREE HOUSE
Vancouver
Excellent Indian Saree
Kumkum Das # 778-872-9733 https://www.facebook.com/VancouverSareeHouse

Mun Makeup &
SKINCARE
Special 10% Festive Discount In Oct
Finest Beauty Care at comfort of your home.
Message to book appointment
Contact: (236) 990 7672
AVAILABLE SERVICES:
THREADING | FACIAL | WAXING | MAKEUP | HAIR UP-DO

D·I·Y·A CANADA
Join our growing family and give your child the head start they deserve!
We are thrilled to announce our popular Abacus and Coding Classes for kids are expanding to the USA!
AbacusMaster Canada
For Franchise Inquiry:
(778) 302-6417

বাঙালির সাজ ও পোষাক

BENGAL'S BEAUTY TRENDS & DRESSES

বাংলার সৌন্দর্যের ধারা
প্রাকৃতিক রূপের প্রতি গুরুত্ব
আর ঐতিহ্যবাহী শৈলীর উপর
ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে

- **বাঙালির সৌন্দর্য প্রবণতা ও পোষাক - পুষ্পিতা বর্মন**
- **Herbal Skincare Tips by Mun Makeup and Skincare - Pooja Chowdhury**
- **The Importance of a Good Skincare Routine and Potent Actives for Flawless Skin - Sweha Hazari**

Picture : Souvik Dey

Theme : BongMilanti @ Namaste Canada

বাঙালির সৌন্দর্য প্রবণতা ও পোষাক

পুষ্পিতা বর্মন

সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বিবিধ। অন্তর্গত আর বাহ্যিক সৌন্দর্য আলাদা বিষয়। কথায় আছে, আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি। উপস্থাপনার গুণেই সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। তাই সাজ-পোশাকও একটি শৈল্পিক বিষয় বটেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত সেই উক্তিটা মনে পড়ে গেল, 'ফ্যাশন হলো মুখোশ আর স্টাইল মুখশ্রী'।

বাঙালী নারীর পোশাক কী? চোখ বন্ধ করলে প্রথমেই কল্পনায় যে ছবি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে 'শাড়ি পরিহিতা একজন বাঙালী নারী!' বাঙালী নারীর পোশাকের ইতিহাস মূলত শাড়ির ইতিহাস! যদিও হাল সময়ে শহুরে মেয়েদের ওয়ারড্রবে সালোয়ার-কামিজ, জিন্স-টপস, বোরখা-হিজাব, টিশার্ট এসে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ বা আধা-শহুরে সমাজ, এমনকি পুরোদস্তুর শহুরে সমাজেও আটপৌরে শাড়ির কদর খুব একটা কমেনি। শাড়ি কেবল নদী-বিধৌত এই ব-দ্বীপের নারীদের পোশাক'ই নয়, উপমহাদেশের বেশ কতগুলো অঞ্চলেও হাজার হাজার বছর ধরে ১২ হাত লম্বা এই পোশাকটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু বাঙালী নারীর মতো এতোটা আপন করে আর কেউ শাড়িকে গ্রহণ করতে পারেনি।

শাড়ি পরেন না, এমন বাঙালি নারী বিরল। শাড়ির আঁচলে ফুটিয়ে তোলা হয় বাঙালি শিল্প ও সংস্কৃতির আঁচড়। নারীরা যেমন শাড়িতে, তেমনি বাঙালি পুরুষেরা ফতুয়া কিংবা পাঞ্জাবিতে সবাইকে জানিয়ে দেন তাঁর জাতিসত্তার শিকড়কে।

ফ্যাশন এবং স্টাইল সদাপরিবর্তনশীল। তারপরও কিছু ফ্যাশন শাশ্বত, চিরন্তন। সেই কোন আদিকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ফ্যাশন বয়ে গেছে নানা আঙ্গিকে। ফ্যাশনের কতশত ধারা, তবু বাঙালি নারী আজও শাড়িতেই অনন্য। ফ্যাশনে বিবিধ পোশাকের আধিপত্যকে থোড়াই কেয়ার করে অনন্য স্থানটি ধরে রেখেছে শাড়ি।

প্রাচীন বাংলার নারী পুরুষ এক প্রন্ত কাপড় পরতেন। এটা নিম্নাঙ্গের পোশাক। আবক্ষ নগ্ন থাকাটা তখন স্বাভাবিক রীতি ছিল। সংস্কৃতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পোশাক-আশাক, অলংকার আর প্রসাধন সামগ্রীতে নানা পরিবর্তন আসে ।

সভ্যতা বিকাশের পর শাড়িই বাঙালি নারীর আদি ও অনন্য পোশাক। ধর্মীয় মতামত, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, আন্তর্জাতিক পোশাকসংস্কৃতির আগ্রাসন কোনোটিই শাড়িকে নিজস্ব অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি। বাংলায় ফ্যাশনের ক্রমবিকাশে অন্যান্য সব পোশাকই এসেছে শাড়ির সহ-পোশাক হিসেবে, বিকল্প হিসেবে নয়। ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে পোশাক-আশাক পরিবর্তনেরও কিছু যোগসূত্র আছে। বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্ব স্থাপন, একাধিক ধর্মের আবির্ভাব, মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়, ব্রিটিশ শাসন ইত্যাদি রাজনৈতিক পরিক্রমা নানা মাত্রার প্রভাব ফেলেছে বাঙালি সংস্কৃতি ও জীবনচর্চায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান ঘটেছে লক্ষণীয় মাত্রায়। কিন' পোশাক হিসেবে শাড়ি কোনো পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যায়নি। বঙ্গ ভঙ্গ হয়েছে, পূর্ব বাংলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান, অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশ। এত পরিক্রমার পরেও বাঙালি নারীর পোশাক হিসেবে শাড়ি ধরে রেখেছে সমান মর্যাদা আর ঐতিহ্য। শাড়ি পরার ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে কেবল।

শাড়ি পরার নতুন নতুন স্টাইল যোগ হতে থাকে বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। ব্লাউজ পরার প্রচলনটা প্রসার পায় ঠাকুরবাড়ির নারীদের হাত ধরে। জোড়াসাঁকোর অন্দরে নারীর পোশাকে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞাননন্দিনী দেবীর সৌজন্যে। বোম্বাই'-এ গিয়ে তিনি পারসী মেয়েদের শাড়ি পরার আধুনিক ভঙ্গিটি শিখে ফেরেন। এই নতুন স্টাইলের নাম হয়েছিল 'বোম্বাই দস'র' শাড়ি। কলকাতার নারীদের কাছে যা ব্রাহ্মিকা শাড়ি বা ঠাকুর বাড়ির শাড়ি নামে পরিচিত ছিল। সে সময় বাঙালি নারীদের মধ্যে সেলাই করা পোশাক পরার রীতি ছিল না, অর্ন্তবাস বা শাড়ির সঙ্গে আনুষঙ্গিক পোশাকও নয়। জ্ঞাননন্দিনীর হাত ধরেই এল শাড়ির সঙ্গে সায়া ও জ্যাকেট পরার প্রচলন। শাড়ির জনপ্রিয়তা এখন শুধু বাঙালি নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শাড়ির ফ্যাশন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পেয়েছে পরিচিতি। ভিনদেশি অনেক নারীকে আকৃষ্ট করেছে শাড়ি। আর বাঙালি নারী তো শাড়িতেই সুন্দর। অস্বীকার করার জো নেই, বাঙালি নারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে শাড়ির আলাদা এক যোগ আছে। আভিজাত্যে, আকর্ষণে শাড়ির বিকল্প আর কিছু কী হতে পারে!

শাড়ির পরে বাঙালি নারীদের মাঝে বেশি প্রচলিত পোশাকটি হলো সালোয়ার-কামিজ। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার এ পোশাকটি বিশ শতকের শুরুর দিক থেকে বাঙালি নারীদের পরনে দেখা যায়। ষাটের দশকে ফ্যাশনপ্রিয় নারীদের শার্ট-প্যান্ট কিংবা স্কার্ট-টপস পরতে দেখা যেত। সে সময় সালোয়ার-কামিজ বা শার্ট-প্যান্ট ছিল খুব চাপা। সাধারণভাবে অলংকারে রূপের ঝংকারঃ- মধ্যযুগে অলংকারে মুক্তা ছাড়াও নানারকম পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। অথচ এর আগে আদি, ঐতিহাসিক ও প্রাক-মধ্যযুগে সোনা বা ধাতুর তৈরি অলংকারের প্রাধান্য ছিল। সে সময় নারী-পুরুষ উভয়েই হাতে নানা ধরনের বাজুবন্ধ ও বালা পরত। কানে বড়

আকারের রিং এবং নাকের বাঁ দিকে সোনা বা রূপার ছোট রিং পরত নারীরা। গলায় হার এবং হাতে-পায়ে অঙ্গুরীয় শোভা পেত। ‘মধ্যযুগের অলংকারের বৈশিষ্ট্য ছিল ‘মিনা’ করা।ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলংকারে কারিগররা নিপুণভাবে নানা রংয়ের চিত্র অংকন করত। মূলত ফুলেল নকশাই ছিল বেশি প্রচলিত। নারীরা সে সময় যেসব অলংকার পরত তার মধ্যে ছিল মুকুট, উষ্ণীষ, কানের দুল, গলার হার, টিকলি, হাঁসুলি, অনন্ত (অঙ্গদ), চুড়ি, মেখলা, নূপুর ইত্যাদি। বিত্তবান নারীরা মূল্যবান অলংকারে নিজেদের সজ্জিত করত। সাত লহরী বা সাতনরী হার ছিল অভিজাত নারীদের পছন্দের অলংকার। সাতটি পুঁতি বা সাতদল পুঁতির সমষ্টির সমন্বয়ে তৈরি হতো এটি। পুঁতি বা পুঁতিদলকে আলাদা করার জন্য লকেট ব্যবহার করা হতো। সোনার গোলাকার পুঁতি দিয়ে তৈরি হতো মোহন মালা। অলংকার তৈরিতে সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছিল বেশি। সাধারণ নারীরা ফুল ও পাতায় তৈরি অলংকার পরত। তারা তাল পাতার তৈরি কানের দুল পরতো। তখন দরিদ্র নারীরা শিরীষ ফুলের দুল, মল্লিকা ফুলের হার, পদ্মফুলের চুড়ি, এবং গুঞ্জফুলের দুল-মালা পরতেন। ফুল, পাতা, শঙ্খ, ও মাটির গুঁটি দিয়ে তৈরি অলংকারই তাদের সাজসজ্জা ছিল। আধুনিক প্রসাধন না থাকলেও, নারীরা প্রসাধনহীন ছিলেন না।

আগে নারীরা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ঘরে তৈরি কাজল দিত এবং এন্টিমনি রড ব্যবহার করত। নারী-পুরুষ উভয়েই চোখে সুরমা ব্যবহার করত। কেশচর্চায় তেলই ছিল প্রধান অনুষঙ্গ। তবে চুলে বিনুনি আর বিভিন্ন ধরনের খোঁপা করার চল ছিল অনেক আগে থেকেই। কপালে টিপ বা তিলক পরা হতো। হিন্দু বিশ্বাসে তিলক বিবেচিত হয় উপলব্ধির ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে। বিবাহিত মহিলারা কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর পরত। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সিঁদুরের ফোঁটার স্থান দখল করে নেয় নানা রঙের ও আকারের টিপ । বাংলা অঞ্চলে টিপ আর নারীর কপাল যেন অবিচ্ছেদ্য। সিঁদুর দিয়ে ঠোঁটও লাল করা হতো। এ ছাড়া পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা ছিল নিত্যদিনের সাজ। লাক্ষারসে রঙিন করা হতো পা। পরবর্তীকালে আলতা ব্যবহার করে পদযুগলের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চল শুরু হয়। মেহেদী রঙেও হাত-পা রাঙানো হতো। মধ্যযুগের নারীরা কখনো কখনো কস’রী ও জাফরান দিয়ে বক্ষ রঞ্জিত করত। ত্বকের লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার হতো আর্দ্র চন্দন। সুগন্ধী হিসেবে আতর ছিল সর্বজনপ্রিয়। আয়নার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া গেছে খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতকের ব্রোঞ্জের আয়না। নওগাঁর মান্দা থেকে প্রাপ্ত খ্রিষ্টীয় এগারো শতকের কালো পাথরে উমা-মহেশ্বর যুগলমূর্তিতে উমার হাতে একটি চমৎকার আয়না দেখা যায়। মূল্যবান অলংকার এবং সাজের উপকরণ রাখার জন্য প্রসাধন বাক্সের ব্যবহার ছিল আগের দিনেও। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ঊনিশ শতকের নারীরা তাদের প্রসাধন সামগ্রী আরশিলতা নামক সূচিকর্ম সমৃদ্ধ নকশি কাঁথা বা নকশি কাপড়ে জড়িয়ে রাখত। এই আরশিলতারই পরিবর্তিত সংস্করণ প্রসাধনী বাঙ। সাধারণত কাঠ, হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ, কাপড় ইত্যাদি দিয়ে প্রসাধনী বাঙ তৈরি করা হতো। মুগল মিনিয়েচার চিত্রকলায় নারীদের প্রসাধনী বাক্স বহন করতে দেখা যায়।

পাদুকায় পথ চলাঃ- পায়ে পাদুকা ব্যবহারের ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। উনিশ শতকের শুরুতেও বাঙালি মেয়েদের মধ্যে জুতা ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। তবে কাঠের খড়ম ব্যবহারের প্রচলন ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তখন নারীর পাদুকা ব্যবহার নিন্দনীয় ছিল সমাজে। ঊনিশ শতকের সত্তর দশকে ঠাকুরবাড়ির জ্ঞাননন্দিনী দেবী স্যান্ডেল বা জুতা পরার ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মেয়েদের। বাঙালি নারীদের মধ্যে জুতা পরার প্রচলন শুরু হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। চল্লিশের দশকে ভদ্রমহিলাদের কাছে জুতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। লম্বা দেখানোর জন্য ইউরোপীয় কায়দায় হিল লাগানো জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহার করতে শুরু করেন চলচ্চিত্র তারকারা। পরবর্তী সময়ে জুতা শিল্প এ অঞ্চলে বিশ্ব ফ্যাশনের সমান্তরাল গতি পায়। চার ইঞ্চি দীর্ঘ হিল ওয়ালা জুতা ও স্যান্ডেল পৌঁছে যায় গ্রাম-গ্রামান্তরের নারীদের কাছেও। হালফ্যাশনে ফিউশনের প্রভাবঃ- দিনবদলের পালায় কতকিছু যে বদলে যায়! আর ফ্যাশন তো সদাপরিবর্তনশীল।

সময়ের পরিক্রমায় বদলে যায় পোশাক-আশাকের ধরন। যে সময়ে যে ধরনের পোশাকের চল আসে, সে ধরনের পোশাকেই অভ্যস্ত হই আমরা। আপন করে নিই নিত্যনতুন ফ্যাশনকে। নতুন দিন, নতুন পোশাক। অবশ্য ঘুরে ফিরে পরিবর্তনটা বেশি আসে সালোয়ার-কামিজের ডিজাইনে। শাড়ি, ফতুয়া পাঞ্জাবিতে পরিবর্তন এলেও চোখেপড়ার মতো নয় তা। সালোয়ার-কামিজ দুই বছর আগেও ছিল হাঁটু সমান লম্বা। আর এখন পায়ের প্রায় গোড়ালি ছোঁয়া কামিজ পরতে দেখা যাচ্ছে অনেককে। লম্বা এবং মাঝারি দৈর্ঘ্যের কামিজ, স্ট্রেইট ও কুঁচি দেওয়া বা কলি কামিজ—সবই এখন ফ্যাশনে চলছে। পায়জামার মধ্যে পালাজো আর চুড়িদার এখন পছন্দের শীর্ষে। শাড়িতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। শাড়িতে পাড়ের ব্যবহার আগেও ছিল, এখনো আছে। পাঞ্জাবিতে মূলত পরিবর্তন এসেছে হাতা ও কলারে। সাধাসিধে পাঞ্জাবির জনপ্রিয়তা বেশি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিশেলে ফ্যাশনে এখন ফিউশনের ছড়াছড়ি। এ দেশের ফতুয়া আর পাশ্চাত্যের টপসের ডিজাইন মিলেমিশে একাকার। শার্ট-প্যান্ট, কোর্ট কিংবা স্কার্টের ফ্যাশন-পরিধি এখন ভৌগলিক সীমারেখা মানে না। বাঙালি নারী সব পোশাকেই স্বচ্ছন্দ। তবে হাল আমলে শহুরে নারীদের দৈনন্দিন পোশাক হিসেবে ফতুয়া-প্যান্টের ব্যাপক প্রচলন লক্ষণীয়। মূলত ১২ বছর পরপর একই ফ্যাশন চক্রাকারে ফিরে আসে। আজ আমরা যে ফ্যাশন দেখছি, ১০-১২ বছর আগে এই একই ফ্যাশন ছিল। এমন হতে পারে ১০-১২ বছর পর আবার একই ফ্যাশন ফিরে আসবে। সময়ের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। একসময় ফ্যাশন ডিজাইন পেশা হিসেবে চিন্তা না হলেও, এখন এটি সৃজনশীল ও লোভনীয় পেশা। ফ্যাশনপ্রিয়তা আজ বাহুল্য নয়, বরং জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Herbal Skincare Tips by Mun Makeup and Skincare

Pooja Chowdhury

আমরা সকলেই আমাদের স্কিন কে গ্লোউইং এবং ইউথফুল দেখতে চাই কিন্তু বিদেশের এই ব্যস্ত জীবনে নিজের জন্য সময় বার করে পার্লার এ যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। নিজেকে হেলথি, সুন্দর রাখতে হলে নিয়মিত স্কিন কেয়ার ভালো খাবার এবং যোগা/এক্সারসাইজ করা দরকার। তা ছাড়া মাসে একবার প্রফেশনাল হারবাল ফেসিয়াল করা প্রয়োজনীয়। স্কিন কেয়ার এর জন্য সব সময় ন্যাচারাল/হারবাল প্রোডাক্ট ব্যাবহার করাই ভালো।

প্রতিদিন সকালে এবং রাতে আমাদেরকে Cleansing, Toning and Moisturizing (CTM) করা দরকার। আর যদি Sunlight এ বেরোতে হয় তাহলে অবশই সানস্ক্রিন (SPF 50) লাগাতে হবে। সপ্তাহে এক বার নিজেই ঘরের মধ্যেই ফেস ক্লিনআপ করা ভালো। প্রথমে cleansing ব্যাবহার করুন, তারপর scrubber দিয়ে পাঁচ মিনিটস হালকা হাথে সার্কুলার মোশন এ ম্যাসেজ করে নিন তারপর ভালো করে ফেস ওয়াশ করে স্টিম নিয়ে নিন । আর ঘরে যদি স্টীমার না থাকে , তাহলে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে রিন্স করে ফেস এ এপ্লাই করে স্টিম নেওয়া যায়। তারপর ফেসপ্যাক লাগিয়ে 15 টো 20 মিনিটস্ দেখে ওয়াশ করে নিন এবং moisturizer লাগিয়ে নিন। তাতে স্কিন খুব ভালো থাকবে, তবে অবশ্যই মাসে একবার ফেসিয়াল করা খুব দরকার যাদের বয়স 25 years+।

ফেসিয়াল ম্যাসেজ আমাদের মুখের ব্লাড সার্কুলেশন কে ইম্প্রুভ করে ও সঙ্গে বলিরেখা (wrinkles) কম করতেও সাহায্য করে, তাতে স্কিন এজেইং এর সমস্যা কমে যায় এবং স্ট্রেস রেলিভ্স করতে ও সাহায্য করে। স্কিন অনেক গ্লোওইং দেখা যায়।

যাদের স্কিন এ acne বা পিম্পলেস (group of pimples is called acne) এর সমস্যা হচ্ছে, তাদের অবশ্যই স্কিন কে oil বা sweat ফ্রি রাখার জন্য দিনে দু থেকে তিন বার ফেস ওয়াশ করা দরকার। আর লাইটওয়েট ফেস moisturizer ব্যাবহার করা দরকার। অইলি ফ্রাইড খাবার আর জাঙ্ক ফুড এভোইড করলে ভালো রেজাল্টস্ পাওয়া যায়। তবে রেগুলার ফেসিয়াল ম্যাসেজ এ acne scar অনেকটাই কমে যায়।

Overall Herbal facial provides a gentle effective way to maintain healthy glowing skin using the power of nature.

Makeup Complements Skincare

Your skincare coupled with an elegant makeup enhances your natural beauty make your skin look more radiant for those special occasions. Makeup can make women express themselves creatively and feel more confident in their appearance. Together, skincare and makeup contribute to overall wellbeing and self esteem.

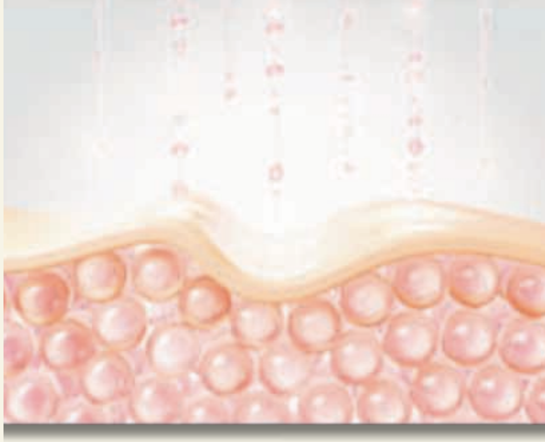

The Importance of a Good Skincare Routine and Potent Actives for Flawless Skin

Sweha Hazari

Vibrant, glowing skin that looks as good as it feels is the elusive dream that the current beauty industry is set upon. In fact, statistics suggest that more than 60% of adults across the world are unhappy with their facial appearance and invest enormous time and resources to beautify their skin.

Unfortunately, good skin remains a dream for most of us. We fall prey to conventional and impossible beauty standards, subjecting our skin to harsh treatments and neglect. This can lead to premature aging, acne, and other skin problems. A good skincare routine is the first step to ensuring we have healthy, flawless skin throughout our lives.
Why Is a Good Skincare Routine Important in Your 20s, 30s, and 40s?

In Your 20s:
This is the perfect time to start a solid skincare routine. Your skin is still youthful and resilient, but it's important to start protecting it from future damage.

A consistent routine can help prevent issues like acne, sun damage, and early signs of aging.

In Your 30s:
As your skin ages, fine lines, wrinkles, and sunspots may appear. A good skincare routine can slow these changes and keep your skin youthful.

In Your 40s:
Your skin loses elasticity and moisture, but a proper skincare routine can maintain hydration, improve texture, and reduce wrinkles and age spots.

Which Potent Actives Should Be Part of Your Skincare Routine?

With so many actives in the market and many in the making, it can be confusing to come up with an ideal routine with the right mix of actives.

Don't worry–I've got you covered.

Here are some powerful skincare actives that are worth their weight in gold and should be a part of any basic skincare routine.

1. Hyaluronic Acid
Hyaluronic acid is a powerful hydrator. It can hold up to 1000 times its weight in water, making it excellent for moisturizing the skin. This active helps plump the skin, reducing the appearance of fine lines and wrinkles. The most stable form is sodium hyaluronate, which penetrates the skin deeply and effectively.

2. Niacinamide
Also known as Vitamin B3, niacinamide is a versatile skincare ingredient. It helps improve skin elasticity, enhance barrier function, even out skin tone, and diminish dullness. Niacinamide is stable in both water- and oil-based formulations, making it easy to incorporate into your routine.

3. Ceramides and Peptides
Ceramides are lipids that help form the skin's barrier and retain moisture. Peptides are small proteins that help boost collagen production. Together, they strengthen the skin's natural barrier, improve hydration, and reduce signs of aging. The most stable forms include ceramide NP and palmitoyl pentapeptide.

4. Ascorbic Acid or Vitamin C
Vitamin C is a powerful antioxidant that brightens the skin, reduces the appearance of hyperpigmentation, and protects against environmental damage. Ascorbic acid is the most effective form, but it's unstable. Look for stabilized forms like magnesium ascorbyl phosphate or ascorbyl glucoside.

5. Retinol and Its Derivatives
Retinol is a form of Vitamin A that promotes cell turnover and boosts collagen production. It helps reduce fine lines, wrinkles, and hyperpigmentation.

Disclaimer: This article is an informational guide and in no way a replacement for actual medical advice. Please consult a dermatologist if any of the activities listed here don't suit your skin type.

Retinol can be irritating, so start with lower concentrations like retinyl palmitate and gradually move to more potent forms like retinol or retinaldehyde. Since Retinol targets skin aging, you can ideally start using this in your late twenties.

6. Cobalamine or Vitamin B12

Vitamin B12 helps in skin regeneration and repair. It reduces inflammation, improves moisture retention, and promotes healthy skin cells. The most stable form of Vitamin B12 in skincare products is cyanocobalamin.

7. Alpha Arbutin and Tranexamic Acid

Alpha arbutin and tranexamic acid are effective for brightening the skin and reducing dark spots. They are especially effective for South Asian skin tones and inhibit melanin production, leading to a more even skin tone. Alpha arbutin is stable in both water and oil-based formulations, while tranexamic acid is stable in water-based solutions.

8. Salicylic Acid

Salicylic acid is a beta hydroxy acid (BHA) that is especially effective for people with oily skin and those prone to clogged pores. It exfoliates the skin, helps to clear out pores, and reduces acne. However, it should not be used every day as it can be too harsh for regular use. It is best to use it in moderation to avoid over-drying the skin.

9. Titanium Dioxide or Zinc Oxide (Minerals in Sunscreen)

These minerals provide broad-spectrum protection against UV rays. They are physical blockers that sit on the skin's surface and reflect UV light. Zinc oxide is particularly known for its anti-inflammatory properties, making it suitable for sensitive skin. Both are stable and effective in various sunscreen formulations.

How Should You Use These Skincare Actives?

Here’s a great way to group these actives into an easy and sustainable skincare routine that can address your skin concerns.

Morning (AM) Routine

- Cleanser: Start with a gentle cleanser to remove any overnight buildup.
- Toner: Apply a hydrating toner to prepare your skin for the following steps.
- Hyaluronic Acid: Use a hyaluronic acid serum to lock in moisture.
- Cyanocobalamin: Use a Vitamin B12 serum to strengthen your skin’s moisture barrier
- Moisturizer: Choose a moisturizer with ceramides and peptides to strengthen your skin barrier.
- Sunscreen: Finish with a broad-spectrum sunscreen containing zinc oxide or titanium dioxide to protect your skin against UV damage.

Evening (PM) Routine

- Cleanser: Use a gentle cleanser to remove makeup, sunscreen, and impurities.
- Toner: Apply a hydrating toner to balance your skin.
- Hyaluronic Acid: Use a hyaluronic acid serum to hydrate your skin and prep your skin for a treatment serum.
- Cyanocobalamin: Use a Vitamin B12 serum to strengthen your skin’s moisture barrier
- Retinol: Use a retinol serum to promote cell turnover and reduce signs of aging. You can skip this step if you are in your early 20s.
- Depending on your skin concern, use a treatment serum like Vitamin C, Niacinamide, Alpha Arbutin, or Tranexamic Acid. A good way is to rotate all the serums throughout the week.
- Moisturizer: Apply a moisturizer with ceramides and peptides to nourish and repair your skin overnight.

With consistent use, this routine can give you glowing, glass-like skin. However, it's important to tailor it to your skin's needs and patch test new products, as not all actives suit every skin type. Skincare is a lifelong journey—start now and give your skin the love and attention it deserves. Your future self will thank you!

SUDNYA DANCE ACADEMY

SDA

27 YEARS ANNIVERSARY

Discover the tradition of Bharatanatyam at Sudnya Dance Academy!

New Admissions Open

AT SURREY | RICHMOND | BURNABY

ABOUT US

- Established in 1997 by Bharatanatyam expert Sudnya Mulye.
- Academy is committed to teaching, preserving, promoting, and presenting Bharatanatyam as an integral part of Canadian performing arts culture.

REGISTER NOW

sudnyadanceacademy@gmail.com

অনুরাগের আকাশ

Love Chronicles

- দূরত্বের সেতু - অভিজিৎ দাস
- ঝরে পড়া গীতিমালা - অতনু দাস
- স্মৃতিমধুর প্রেম - সুস্মিতা দাস
- ভিজে যাওয়া মেঘেরা - অতনু দাস
- একলা আকাশ - সুতীর্থ মোহন গাঙ্গুলি
- Drawing the line - Subhangi Debnath
- Simple - Sudip K. Mukherjee
- How Do You See Love - Saptarshi Mallick
- Lost & Found - Pragya Dey

দূরত্বের সেতু

অভিজিৎ দাস

ভ্যাঙ্কুভারের আকাশে আজ,
কোলকাতার রঙ ছড়িয়ে যায়।
দুর্গা পুজোর আনন্দ,
মনটা টানে সেখানেই।

নতুন কাপড়, খাবারের মেলা,
প্রতি কোণে প্যান্ডেলের মেলা।
এখানেও ঠিক সেই আনন্দ,
তবুও যেন কিছু খুঁজে বেড়াই।

প্রিয়তমা স্ত্রীর হাতটা ধরা,
পুজোর ভিড়ে ঘুরে বেড়ানো।
কোলকাতার গলির মাঝে,
স্মৃতির পাতায় খুঁজে বেড়াই।

এগ রোলের গন্ধ,
চাউমিনের স্বাদ।
পেট ভরানো আনন্দ,
সেই পুরনো কলকাতার রাস্তা।

দূরে থেকেও কাছে আছি,
পুজোর দিনে মনে রাখি।
ভ্যাঙ্কুভারের মাটিতে বসেও,
কোলকাতার স্বপ্ন আঁকি।

দেবীর আশীর্বাদে,
সব কষ্ট ভুলে যাই।
নতুন সূর্যের আলোয়,
আবার নতুন করে বাঁচি।

দুর্গা মায়ের পায়ে প্রণাম,
শুভেচ্ছা জানাই বারংবার।
ভ্যাঙ্কুভার থেকে কোলকাতা,
প্রেমে ভরে যাক সব অন্তর
...

ঝরে পড়া গীতিমালা

অতনু দাস

এলোমেলো হাওয়ায় ছন্নছাড়া আমার ঘুড়ি,
চোখ বুঁজে খুঁজে ফেরে স্বপ্নের কানাগলি;
সময় অসময়ের এই খেলায় ঝড়ের শব্দ শুনি,
রোদ ঝরা বিকেলে আজ কান্নার পদধূলি;

শরীরে হাত রাখে জমে থাকা চিঠি,
মেঘের চুল সরিয়ে দেয় ভাবনার আঁকিবুকি;
ইচ্ছেরা আজ দিশেহারা, তারাদের গান গাই,
একলা লাগে ভারী, তাই বৃষ্টিতে ভিজে যাই;

ঠোঁটের ঢেউ পেরিয়ে, বুকে লুকাই মুখ,
পাইনা খুঁজে মানে হারানোর সেই সুখ;
চোখে গালে কাঁধে, নখের তীব্র জ্বালা,
আশেপাশে জড়িয়ে আছে তোমার গীতিমালা;
...

স্মৃতিমধুর প্রেম

সুস্মিতা দাস

শরতের এক আনমনা সকালে দেখেছিলাম তোমায়,
চেয়েছিলাম কাছে, আরো কাছে আসতে;
'প্রেম' শব্দটা জীবনে প্রথম এসেছিলো তোমার হাত ধরে;
তুমিই আমার প্রথম ভালোবাসা।

আজকের এই অশ্রুভরা দিনে,
বৃষ্টি ভেজা মনটা আমার লাগামছাড়া;
জানালার ধারে একাকী বসে,
স্মৃতির ক্যানভাসে এঁকে চলেছি তোমারই প্রতিচ্ছবি।

মনের বায়োস্কোপ এ দেখতে পাচ্ছি
তোমার আমার ঘনিষ্টতম মুহূর্তগুলি,
যেন পদ্মপাতায় জমা, বারিবিন্দুর মতো
ক্ষণস্থায়ী, অপূর্ণতায় আচ্ছাদিত।

একটি কথা তাই আজ তোমায় জানাতে চাই
তুমি প্রেমিক, প্রেম দিয়েছো মোরে;
প্রেমিকা আমি, আমার হৃদয়ে
সঁপে দিলাম তোমার তরে।
...

ভিজে যাওয়া মেঘেরা

অতনু দাস

ঘুম জড়ানো চোখ উষ্ণতা পেতে চায়,
সকালের সোনা রোদ বৃষ্টি ভিজে যায়;
চিলেকোঠার স্মৃতিরা উঁকি-ঝুঁকি মারে,
শিউলিরা গন্ধ ছড়ায় শরতের বিকেলে;

বালুতটে রঙ্গিন হয় বরফ এর চাদর,
খোলা চিঠি গায়ে মাখে নেশার আদর;
ঘাসেদের বিছানায় মেঘের কল্পনা,
ফেরারি নদী পথ হারায়, ভীষণ আনমনা;

গাছেদের আঁকিবুকি পাহাড়ের কোলে,
সবুজেরা মিশে যায় হলুদের দলে;
ভালোবেসে জংলী ফুল ঠিকানা খোঁজে ফেরে ,
মেঘ সরায় তোমার চুল, ভিজে যায় অচিন ঘরে;
...

একলা আকাশ

সুতীর্থ মোহন গাঙ্গুলি

আমি একলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছি, ভ্যাঙ্কুভারের এই বিশাল আকাশের নিচে। এই আকাশ অনেক কিছু দেখে, অনেক গল্প শোনে, কিন্তু আমার মনের কথা কজনই বা বুঝবে? আমি একজন সমকামী পুরুষ, এই সমাজে একা থাকার যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছি। সবার জীবনে ভালোবাসা আসে, কিন্তু আমার জীবনে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যেন মরীচিকা।

প্রথমত, সমাজের চোখে আমি "ভিন্ন"। এই ভিন্নতা আমাকে আলাদা করে রাখে, একলা করে রাখে। যখন আমার বন্ধুরা তাদের ভালোবাসার মানুষ নিয়ে কথা বলে, আমি কেবল হেসে দিই, কারণ আমার ভালোবাসার গল্প তাদের গল্পের মতো সহজ নয়। প্রতিটা সন্ধ্যায় যখন সবার জীবনে প্রেমের আলো জ্বলে, তখন আমার জীবনে শুধুই অন্ধকার।

ভ্যাঙ্কুভারের মতো শহরে বসবাস করে, যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য চারদিকে ছড়িয়ে আছে, আমি একজন সঙ্গীর খোঁজ করি, যে আমার মতোই প্রকৃতিপ্রেমী হবে। আমি এমন একজন মানুষ চাই, যে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিতে আগ্রহী হবে, যার সাথে আমি হাইকিংয়ে যেতে পারবো, লম্বা হাঁটা দেবো, এবং আমাদের দেশের বাইরে ভ্রমণ করতে পারবো। প্রতিবার সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে যখন আমি সূর্যাস্তের পিছনে ছুটি, তখন আমি সঙ্গীর অনুপ্রেরণা ও অভাব অনুভব করি। আমাদের একসাথে রান্না করার স্বপ্ন, সন্ধ্যায় শ্রেয়া ঘোষালের সুরের মাধুর্য শুনে সময় কাটানোর আশা।কতবার ভেবেছি, এমন একজন মানুষ পাবো, যে আমার মনের মতো হবে। কিন্তু প্রতিটা সম্পর্কই যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। একটি সমকামী সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া, তৈরি করা, এবং বজায় রাখা যেন একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমি যখন কারো প্রতি আকৃষ্ট হই, তখন মনের ভেতরে দুশ্চিন্তার ঝড় ওঠে - সে কি আমায় গ্রহণ করবে? সমাজ কি আমাদের সম্পর্ক মেনে নেবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমি ক্লান্ত।

একটি সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে যে সহজতা, যে স্বাভাবিকতা, তা আমাদের জীবনে নেই। যখন একজন সাধারণ পুরুষ বা নারী তাদের ভালোবাসার মানুষের সাথে হাঁটে, তখন তারা সমাজের ভয়ে চিন্তিত হয় না। কিন্তু আমি? আমি প্রতিটা পদক্ষেপে ভয় পাই, কোথাও কটুক্তি শুনবো কিনা, কেউ আড়ালে হাসবে কিনা। এই ভয়ের মধ্যে বেঁচে থাকা সত্যিই কষ্টকর।

একা থাকার যন্ত্রণা খুব গভীর। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যেন এক বিশাল সমুদ্রে একলা নৌকা। চারপাশে অনেক মানুষ, কিন্তু কেউই আমার মনের গভীরতা বোঝে না। তাদের জীবনে প্রেম, সম্পর্ক, ভালোবাসা সব কিছুই সহজ, কিন্তু আমার জীবনে এগুলো যেন একটি কঠিন পরীক্ষার মতো।

আমি জানি, আমার মতো আরও অনেকেই আছে, যারা এই একলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের গল্পগুলো হয়তো আলাদা, কিন্তু একটাই অনুভূতি আমাদের যুক্ত করে - একাকীত্বের কষ্ট। আমরা হয়তো সবসময় বলি না, কিন্তু মনের গভীরে আমরা সবাই একটু ভালোবাসা, একটু গ্রহণযোগ্যতা খুঁজি।

আমার আশা একজন সঙ্গী, যে আমার সাথে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবে, নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করবে, আমাদের একসাথে রান্নার সময় কাটাবে এবং শ্রেয়া ঘোষালের সুরে মুগ্ধ হবে। আমি কি আসলে নিজেকেই আরেকজনের মধ্যে খুঁজছি? হয়তো হ্যাঁ, কিন্তু এই খোঁজার মধ্যে আছে এক গভীর আশার প্রদীপ।

শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া "একলা আকাশ" গানটি আমার জীবনের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই গানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি সুর যেন আমার একাকীত্বের যন্ত্রণা ও ভালোবাসার খোঁজের কথা বলে। যখন আমি এই গানটি শুনি, আমার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আবেগগুলো জেগে ওঠে। গানটি আমাকে মনে করিয়ে দেয়, যে আমি একলা নই, আমার মতো আরও অনেকেই আছেন, যারা এই একাকীত্ব অনুভব করেন।

ভ্যাঙ্কুভার এবং কানাডার মতো দেশে সমকামী ভালোবাসা এবং বিয়ে আইনত স্বীকৃত, যা সমাজে সমান অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে, সঠিক সঙ্গী খুঁজে পাওয়া এখনও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও সমকামী সম্পর্কগুলোকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, তবুও অনেকেই নিজেদের জন্য মানানসই সঙ্গী খুঁজে পেতে সমস্যার মুখোমুখি হন। জীবনের এই পথে একা চলার অভিজ্ঞতা মানসিকভাবে অনেক কঠিন এবং কখনও কখনও নিরাশার অনুভূতি জাগায়।

একলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা খুব সহজ নয়। প্রতিদিনের লড়াই, সমাজের চোখের সামনে নিজের পরিচয় টিকিয়ে রাখা—এই সবকিছুই একটি কঠিন যাত্রা। কিন্তু, আমি জানি, এই যাত্রার শেষে একদিন আলো আসবেই। হয়তো এখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একাকিত্বের অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, একদিন এই আকাশে রঙিন আলো জ্বলবে। আমার জীবনে ভালোবাসার রং ফিরে আসবে।

Drawing the Line

Shubhangi Debnath

It’s hard to draw a picture,
Cause everybody has their own!

The more you try to put it up—
The more it tries to pull you down;
Ah emotion! You’re beautiful,
Until someone calls you own.

I struggle, I struggle, with a mouthful smile,
With a hope of calling you mine,
Looking at me with an eye of shine,
You call it over and draw it a line.

Maybe one day? But I’ll show you the picture,
Which I can call mine!?
...

Simple

Sudip K. Mukherjee

Like the Dew on a Leaf
The Winds causing a sway;
Mighty its Glisten
As the Sun races away.

Like the Moon at Night
Silvery its ray;
Brings you Peace
As you walk your way.

Even the noisy Waterfall
Dares to say:
"I carve my own path"
Bliss follows its tormented play

Mother Nature in my Dreams,
Requests the lucid Mind
Speak your Conscious
And He shall Weave in-kind.
Like simple things;
Like things presented in a simple way.
...

How Do You See Love

Saptarshi Mallick

Love is the nature where we are born,
Love is the food that nourishes us when we are young,
Love is like a guiding angel who's hands we hold,
Love is like a blanket we put on when we are cold.

Love is the endless curiosity when we are teenagers;
Love is the beautiful feeling which makes our inner human being better;
Love is the ephemeral whisper that can make us sad;
Love is only there to remind us that this time does not last.

Love is what we find in another's soul when we exchange wedding vows,
Love manifests to new life for two uniting souls.

Love is the better half of all of us, which helps make our life just,
Love is the ethereal feeling when we see our little one growing fast,
Love is the ineffable bond with your family that transcends with time,
Love is the resplendence of holding your grandkid in your lap and reciting a rhyme.

Love is the luminescence that makes us whole,
Love is the support when we become old,
Love is the time that keeps on ticking,
Love is the mellifluous melody that helps us find our life's meaning.

Love is the school in which we learn,
Love is the fire in which we burn.
...

Photo : Sounak Ranjan Das

Lost and Found

Pragya Dey

Yuzu and Aarav were college sweethearts, sharing four years of a relationship and three years of marriage.

Their love blossomed amidst college fests, assignments, and study sessions. They found their forever in each other. But, that forever didn't last as they had hoped.

Life didn't unfold the way they wanted. Aarav worked in a private firm, while Yuzu pursued a career in the clinical field. As days passed, they became burdened with responsibilities, and their work schedules grew longer and increasingly out of sync.

With the passage of time and the relentless pressure of responsibilities, they both neglected the fact that love needs to be nurtured even after it has been found.

As a result, an awkward silence grew between them. The distance became so vast that neither could cross it. They each waited for the other to bridge the gap instead of making the effort themselves.

When Aarav received a promotion to a managerial position at the head office in Bangalore, he couldn't resist the career opportunity, so he moved away, leaving Yuzu behind in Assam. As the emotional distance between them became unbearable, Yuzu decided to end the marriage, weary of the lack of effort, communication, patience, and most importantly, affection. Aarav, too, believed it was better to divorce than to maintain an awkward, silent marriage. "The sparks are bound to die someday," he thought.

So, they ended it.

They thought they would be happier apart, but all they felt was the despair of lonely rooms and empty beds. Aarav missed the warmth of the dinner that now lay cold on the table, and Yuzu missed the vibrancy of their small fights.

But is it easy to let go of a love that has lasted so long? One might forget love, but what about the habits?

The habit of seeing the other person every day, or at least talking to them, even if it's just to argue.

After a month of torment, something happened. Aarav received a call from the hospital. His mother had fallen down the stairs, dislocating her hip and suffering a blood clot in her head.

Aarav booked the first flight and rushed to the hospital as quickly as he could. His mother needed surgery, and Aarav's world came crashing down. He collapsed to the ground in helplessness.

A familiar touch on his shoulder filled him with warmth. When he turned around, he saw Yuzu standing there. She sat down beside him, gently caressing his hair. Aarav hugged her and cried his heart out. It was their first meeting since the divorce.

Yuzu said nothing. She patted his back and held him close in her embrace. They remained there in silence. They didn't speak a word the entire day. As the surgery went on and the doctors offered advice, they held hands—more like they held onto each other.

Two days later, to Yuzu's surprise, Aarav canceled their divorce petition without even asking her. Yet somehow, she didn't have the heart to fight him on it.

They didn't know how they would manage or make it work, but one thing was certain: no matter the reason, they couldn't be apart.

They needed each other. All they had was an unspoken promise to never lose hope and to keep trying with each other, through anything and everything, together.

The silence that once broke them apart reunited them in the sweetest, most silent way possible.

Photo : Partha Pratim Sanyal,
Location: Arenal Volcano, La Fortuna, Costa Rica

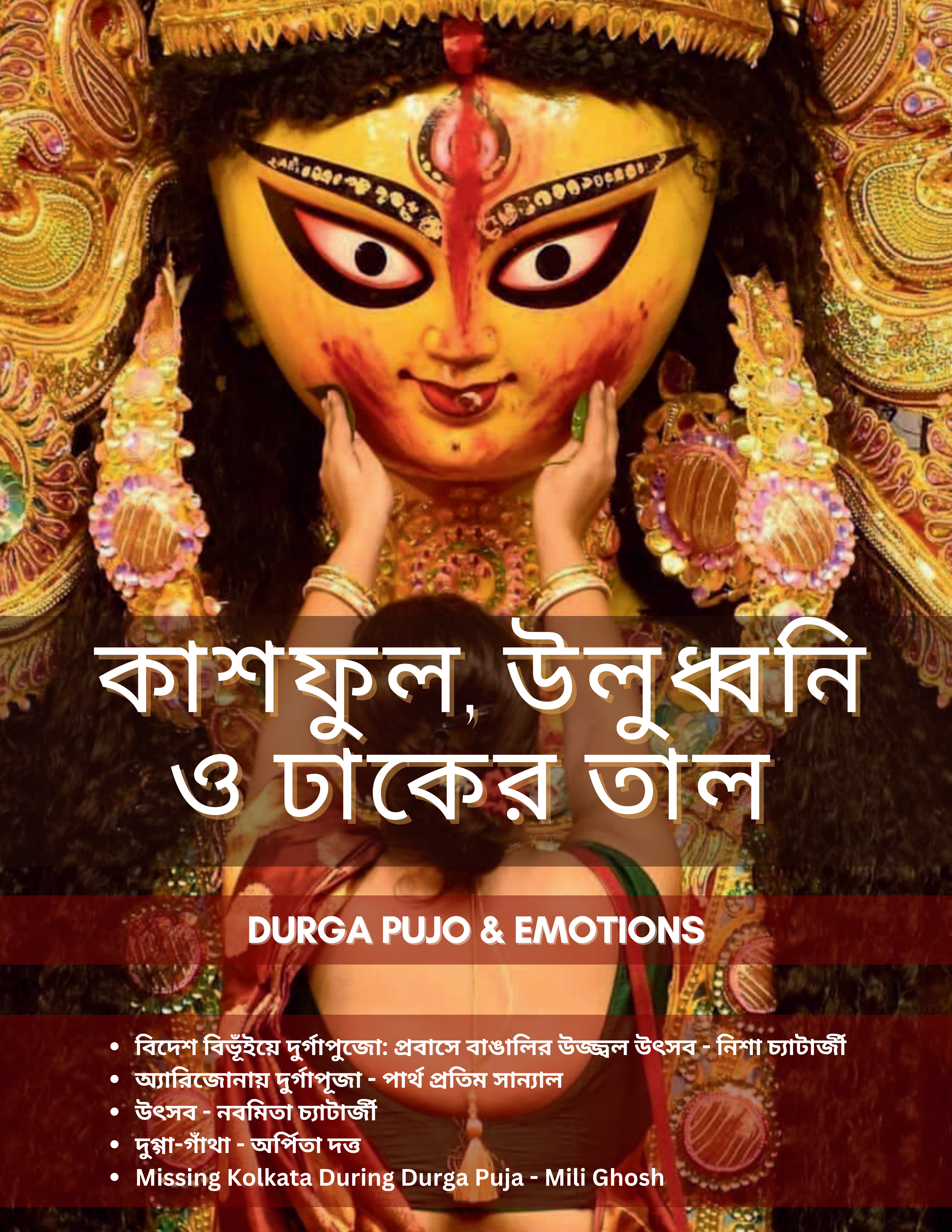

কাশফুল, উলুধ্বনি ও ঢাকের তাল

DURGA PUJO & EMOTIONS

- বিদেশ বিভূঁইয়ে দুর্গাপুজো: প্রবাসে বাঙালির উজ্জ্বল উৎসব - নিশা চ্যাটার্জী
- অ্যারিজোনায় দুর্গাপূজা - পার্থ প্রতিম সান্যাল
- উৎসব - নবমিতা চ্যাটার্জী
- দুগ্গা-গাঁথা - অর্পিতা দত্ত
- Missing Kolkata During Durga Puja - Mili Ghosh

কাঠের প্রতিমা, কলকাতা থেকে আনানো। একটাই ফ্রেম-এর ওপর মায়ের পুরো সংসার। আমার প্রত্যাশা অবশ্য অন্য ছিল। আমি ভেবেছিলাম ফাইবার গ্লাসের ঠাকুর হবে। কিন্তু কাঠের ফ্রেমেও দারুন লাগছিলো। এলাহী ব্যবস্থা। সব কিছুরই মোটামুটি আয়োজন করা হয়েছে। পুজো করতে যা যা লাগে সবই জোগাড় হয়ে গেছে। কিছু মহিলারা মায়ের ভোগ রান্না করতে ব্যস্ত। কিছু ছেলেরা বসে বসে ফল কাটছে। কেউ পুজোর জায়গাটা গোছাচ্ছে যাতে পুরোহিত মহাশয়ের কোনো অসুবিধা না হয়। কেউ আবার অতিথিদের সাথে গল্প করতে ব্যস্ত। মায়ের আশীর্বাদ ও ইচ্ছা অনুভব করলাম। আমিও টুকটাক কাজের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

একদিনেই চার দিনের পুজো, তাই পুরোহিত মহাশয় তাড়াতাড়ি শুরু করলেন । মাঝে মধ্যেই উলুধ্বনি, শাঁখ ও কাঁসরঘন্টা বাজানো হচ্ছিলো। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছিলো যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এই মরুভূমিতে এতো ধুমধাম করে আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমি দুর্গা পুজো দেখতে পাচ্ছি। আমি মনে মনে মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছিলাম। এবং নিজেকেও বাহবা দিচ্ছিলাম যে আমি ঠিক সময় Orkut ব্যবহার করে আমার পোস্ট দিয়েছিলাম।

অষ্টমীর অঞ্জলীর সময় হলো অপরাহ্নের ১:৩০ এ। সবাই গোল করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বারবার করে বলা হলো, "কেউ ফুল ছুঁড়বেন না। অনুগ্রহ করে পুষ্পাঞ্জলি হয়ে যাওয়ার পর সবাই এই পাত্রে ফুল রাখবেন।"
আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে একই ফুলে তিন বার মন্ত্র পড়া হলো। সাধারণত পুজোয় বার বার ফুল বিতরণ করা হয়। কিন্তু বিদেশে ফুলের অভাবের জন্যে একবারই ফুল দেওয়া হয়। ফুল বিতরণ ও ফেরত নেওয়ার ঝামেলাটাও কম হয়। অনেক নতুন অভিজ্ঞতাও হলো।

অষ্টমী পুজোর পরেই সবাইকে বলা হলো ফল প্রাসাদ খেতে এবং ভোগের লাইন এ দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। খিচুড়ি, লাবড়া তরকারি, বেগুনি, চাটনি। সহজ মেনু, এবং তৃপ্তি করে খেলাম। অনেকদিন পরে ঘরের রান্নার স্বাদ পেলাম। জানতে পারলাম যে খাবার টা টুসনের ইসকণএ যিনি রান্না করেন, তিনি বানিয়েছিলেন।

এরপর, ঠাকুরমশাই একটু বিরতির পরে সন্ধিপুজো, নবমী ও দশমী সেরে ফেললেন। সন্ধিপুজোয় আগুন ছাড়া মোমবাতি (smokeless candles) ব্যবহার করা হলো। দশমীর পরে সবাই একটা বিশাল বড় লিভিং রুম এ ছড়িয়ে বসে কিছু গান কবিতা ইত্যাদির পর্ব চালালেন, তারপর "অন্তহীন" নামের একটা ছবি দেখলাম। রাধিকা আপ্টে বেশ ভালোই অভিনয় করেছেন ছবিটাতে। এরপর হলো মায়ের বিদায়ের বেলা। মহিলারা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেলেন মাকে বরণ করতে। আমিও মাকে প্রণাম করলাম, মা সরস্বতীকে ভালো করে প্রণাম করে বললাম যে Financial Accounting-এ যেন অন্তত "B " পাই।

আমার জন্যে টুসনের এই পুজো খুবই স্মরণীয় কারণ প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুজো দেখলাম এবং নতুন নতুন সব অভিজ্ঞতাও হলো। অনেক বন্ধু বানাতে পারলাম এবং অনেক প্রফেসর ও তাদের পরিবার পরিজনদের সাথে আলাপও হলো। অত্যন্ত সুস্বাদু খাবারও খেলাম। "আসছে বছর আবার হবে, দুগ্গা মাইকী জয়!", এভাবেই সুন্দর দিনটা শেষ হলো। মনে একটু বিষণ্ণতাও ছেয়ে গেলো যে আবার সেই গতনুগতিক জীবনে ফিরে যেতে হবে। তখন থেকে একটাই আশা যে প্রত্যেক বছর যেন মায়ের মুখটা কোনো না কোনোভাবে দেখার সুযোগ মা ই করে দেয়, মা যেন আমায় সুখে শান্তিতে রাখে। সেই আশা কোনোদিন ক্ষুন্ন হয়নি আজ পর্যন্ত।

ফোটোগ্রাফি - দীপরাজ ভট্টাচার্য

উৎসব

কবি - নবমিতা চ্যাটার্জী

যে মানুষটির দৈনন্দিন জীবনে দেয়ালপঞ্জিকার তেমন ঠাঁই নাই;
তিথি নক্ষত্রের গতিবিধি'ও খুব একটা খোঁজ রাখা হয় না,
সে মানুষটি'ও উৎসবের উপগম ঠিক ঠাহর করতে পারে...
প্রত্যেক উৎসবের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে--
অস্তিত্বের বুনিয়াদ কাছে টেনে আনার!
প্রাণ আর প্রাণশক্তির কুটুম্বিতা গড়ার;
কর্পুরের নম্র সুবাস ঘেরা অপ্রতিম কতিপয় ঐতিহ্য-জপমালা
অনেকটা শৈশবের মতো--
সহজ কিন্তু স্বপ্রভ
সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্প্রসারিত,
দৃঢ় কিন্তু আগ্রাসী নয়
সুপ্রাচীন কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়...
সে স্বমহিমায় আসে--
প্রসন্নতার আবেগ লুকিয়ে রাখে না
ভালথাকার আসক্তি দূরে সরিয়ে রাখে না;
আন্তরিকতার মৌতাতে ঘিরে ফেলে সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডল--
মনের সব কল্মষ তখন এক নিমেষে নিখোঁজ!

আলাপচারিতার ফিরোজা আলোয় পুরানো সম্পর্ক-পুঞ্জ ডানা মেলে;
নবীন আত্মীয়তা নৈবেদ্যের ডালা সাজায়
মিত্রতার ঘুড়িরা আসমানে উড়াল দেয় ...
ধূপ-ধুনো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এক ছায়াপথ থেকে আর এক ছায়াপথে
পার্বণের আলপনার আঁকিবুকিতে সনাতন আবেশ যেন কয়েক আলোকবর্ষ জুড়ে...

উৎসবের শাশ্বত তৃণশ্যামল হাত ধরে--
আন্তরিকতার জোনাক ফিরে ফিরে আসে
স্নিগ্ধ আবছায়া আলোয় ঐক্যতার সারেঙ্গী বাজলে--
চিরায়ত সত্তারা ধরা দেয় নতুন সম্মোহনে!
উৎসবে জীবন উদযাপন!
জীবনে উৎসবের আয়োজন--
আয়োজন নতুন দিনের সৌহার্দ্যের
আয়োজন দিনযাপনের মাধুর্যের
আয়োজন অনুভূতি মালার সখ্যতার
আয়োজন সম্মেলনের মুগ্ধতার
আয়োজন কিঞ্চিৎ ভালোবাসার
আয়োজন ভালো থাকার আর ভালো রাখার ....

ছবি এঁকেছে - শ্রীনি ভি (Sreeni V)

ছবি এঁকেছে - জয়দীপ ভদ্র

বাজলো ঢাকের বাদ্যি আবার,
মা এসেছে মঙ্গল করতে সবার।
মায়ের কাছে করি প্রার্থনা,
সুস্থ্য রাখে মা সকলকে,
করো মোদের ভুলত্রুটি মার্জনা।

উচ্ছাস ও আনন্দ থাকুক সকলের ঘরে,
পরিবার ও ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে সুখী হোক সকলে।

ছবি বানিয়েছে - অভিজিৎ দাস

শরৎকালের রোদের ঝিলিক
শিউলি ফুলের গন্ধ,
মা এসেছে ঘরে ঘরে তাই
মনে এত আনন্দ!!

MISSING KOLKATA DURING DURGA PUJA

MILI GHOSH

Kolkata, the City of Joy, is more than just a city to me; it's a living, breathing part of my soul. It cradled my childhood, nurtured my dreams, and left an indelible mark on my heart. The scent of fresh roshogollas, the hustle of Shyambazar's markets, and the serene beauty of the Hooghly River at sunset are deeply cherished memories.

But nothing captures Kolkata's spirit like Durga Puja, the grandest festival in Bengal. Every autumn, as the city dons its festive attire and the air fills with Shiuli flowers, my heart dances with anticipation. Durga Puja isn't just a festival—it's an emotion, a homecoming, and a time when the streets of Hatibagan in North Kolkata come alive with joy, music, and the divine presence of Maa Durga.

This celebration transforms the city into a vibrant culture, devotion, and togetherness hub. The grandeur of the pandals, the hypnotic beats of the dhak, and the warmth of familiar faces create a citywide family united in celebration. Durga Puja has always been the highlight of my year, where the anticipation, the all-night festivities, and the morning pushpanjali rituals make life feel complete.

However, this year is different. Due to pressing work commitments, I find myself in Canada, far from the sights and sounds that define this festive season. The thought of missing Durga Puja weighs heavily on my heart. For a Bengali born and raised in North Kolkata, this festival is woven into the fabric of life. It's a time when families reunite, communities come together, and the city pulses with unparalleled energy.

Art by: Kaustav Das Gupta

Living in Canada without a Bengali community, the longing to visit pandals feels unfulfilled. The vibrant pandals, the rhythmic beats of the dhak, the dhunuchi naach, and the aroma of bhog now seem like distant memories. The bustling streets of North Kolkata, where every corner is adorned with decorations and chants of "Bolo Durga Maa Ki Jai," feel worlds away.

The absence of these cherished experiences makes the distance even more remarkable. I will miss standing in awe before the beautifully crafted idols of Maa Durga, the fervor of the evening arati, and the joy of indulging in festive treats with loved ones. Being away from family during this time only deepens the melancholy, as the warmth of shared laughter and the excitement of pandal hopping are irreplaceable. Yet, while I may be physically distant, my spirit remains connected to Kolkata. This Durga Puja, I'll celebrate in my heart, holding onto memories and hoping to be reunited with my beloved city next year. For now, I'll draw strength from Maa Durga's divine presence and look forward to the day I can once again immerse myself in the grandeur of Durga Puja in Kolkata.

Until then, Subho Durga Puja to all. May Maa Durga bless us with strength, joy, and hope for better days.

ছবি এঁকেছে - কিয়ান চৌধুরী

ছবি এঁকেছে - দ্যুতি মন্ডল

ছবি এঁকেছে - কিয়ান চৌধুরী

মা সরস্বতী : চিত্রশিল্পী ও মৃৎশিল্পী - পার্থ প্রতিম সান্যাল

ফোটোগ্রাফি - শৌভিক দে

আপনার ও আপনার পরিবারের
সকলের জন্য রইল
দূর্গা পূজার শুভেচ্ছা
সহ অনেক অনেক
ভালোবাসা ও শুভ কামনা।
শুভ শারদীয়া

UNIVERSAL
RAILING & GATES LTD

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CUSTOM FABRICATION

Aluminium & Steel Railing, Glass Railing, Gates, Fence, Security Products, Patio Covers, Driveway Power or Manual Sliding gates or Swing gates

BALBIR SIAN

Unit- 127, 13065-84 Ave, Surrey B.C. V3W1b3

Wishing everyone a very Happy Durga Puja

Cell: 604-720-6848 Bus: 604-572-1174 Fax: 604-572-6874

Wishing you a very Happy Durga Puja

Shine Kitchen Cabinets Ltd.

Commercial & Residential

Unit 114-115, 13065 84 Avenue, Surrey, BC, V3W1B3

Email: info@shinekitchen.ca

Phone: +1 604 593-8277

Fax: +1 604 593-8278

OPTIMUM ELECTRICAL LTD

Electrical Services

Providing a variety of
Residential & Commercial Services

Wishing everyone a very Happy Durga Puja

Contact : 604-805-1564

Email: kaurrandeep056@gmail.com
Email: guripurewal13@gmail.com

MAHISHASURAMARDINI

Vaishali Jadia

COLOUR: ACRYLIC, YEAR: 2023, SIZE: 9" X 12"

Kalighat Patachitra, (Bengali: কালীঘাট পটচিত্র), originated in the 19th century, was first practised by a group of specialised scroll painters, called "patuas", in the vicinity of the Kalighat Kali Temple, Kolkata. Composed of bold outlines, vibrant colour tones, and minimal background details, these paintings and drawings were done on both hand-made and machine-manufactured paper, drawing inspiration from mythology to everyday societal life to the ever-changing landscape of human morality.

This painting narrates the tale of the triumphant destruction of the demon Mahishasura by Goddess Durga, leading to its title, "Mahishasuramardini".

KAMAL KOITUR

Vaishali Jadia

COLOUR: ACRYLIC, YEAR: 2023, SIZE: 9" X 12"

*"**Kamal**" (lotus in Sanskrit) "**Koitur**" (the Gond tribes) enmeshes the stunning Pichwai style with the love for nature that best describes the style of the Gond tribe.*

Pichhwai ('pichh' in Sanskrit) meaning back, and 'wais' meaning textile hanging, originated over 400 years ago, in the town of Nathdwara, near Udaipur, India. Intricate and visually stunning, Pichhwai paintings, made on cloth, depict tales from Lord Krishna's life including subjects such as Radha, gopis, cows, and lotuses. These works of art on textile were created as backdrops to the main idols in temples.

The Gond tribe has its origin in Madhya Pradesh and derives its name from the Dravidian (Telugu) word 'Kond', meaning "green mountain". Exemplifying the tribe's close connection to the spirit of nature, the Gond style incorporates lines, whether of the border or the interior intricacies, intending to mesmerize the viewer instantly. More notably, the dots and dashes enhance these lines and establish a sense of movement with exquisite brilliance that's unique to the Gond style.

Art by - Aharshi Ray, 5 years

Art by - Partha Pratim Sanyal - BC Wildfires

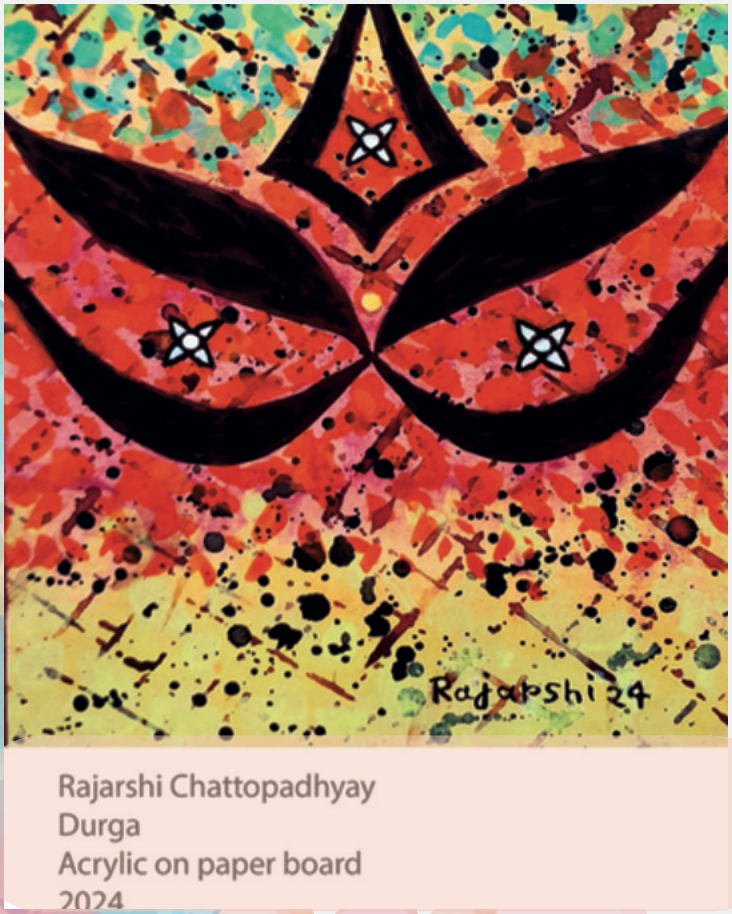

Art by - Rajarshi Chattopadhyay

Art by -Saptarshi Dey - Midnight Oil

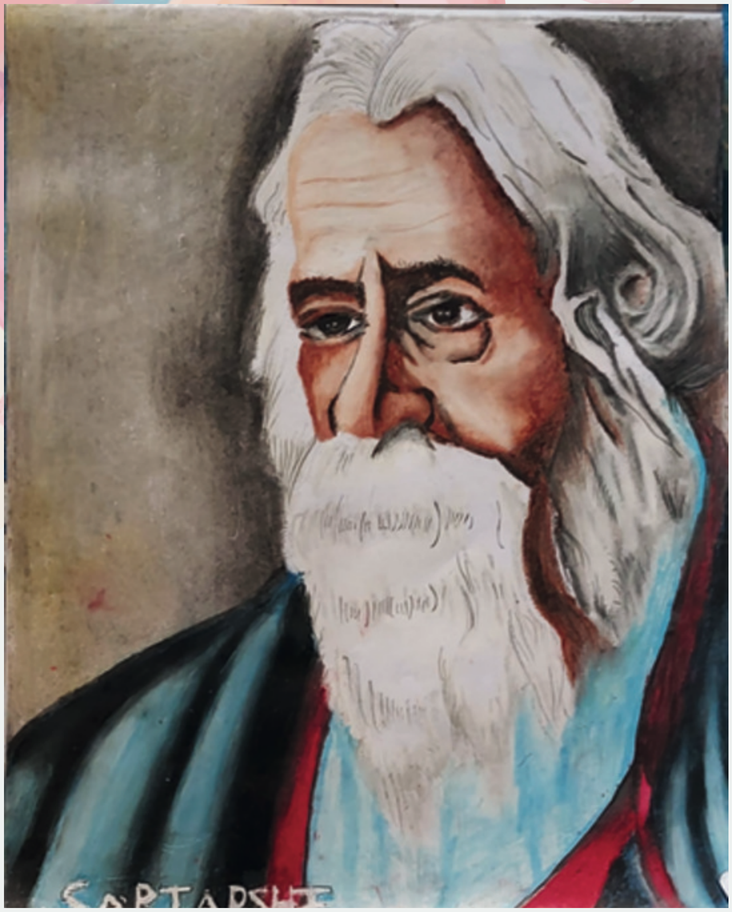
Art by -Saptarshi Dey

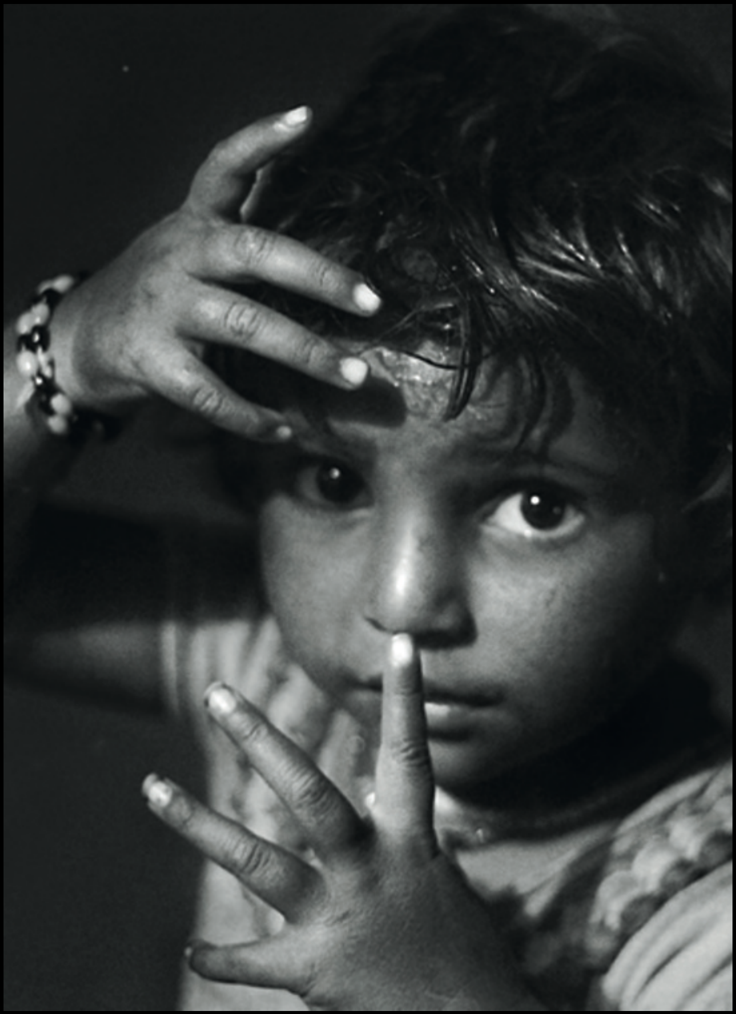

Photography by - Souvik Dey

Art by - Srilagna Sanyal

Art by - Soumya Kolay

Art by - Kaustav Das Gupta

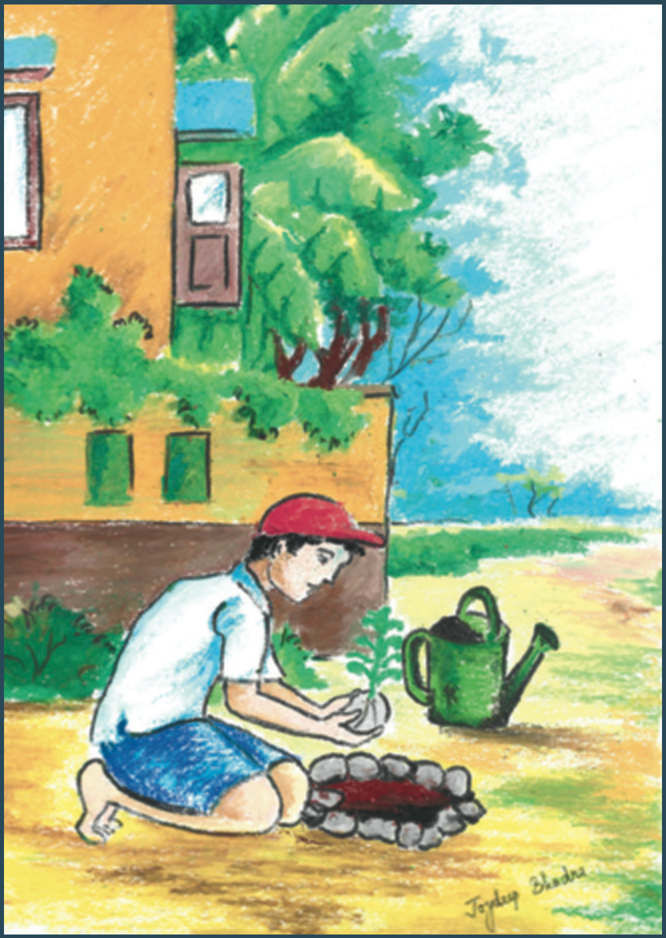

Art by - Joydeep Bhadra

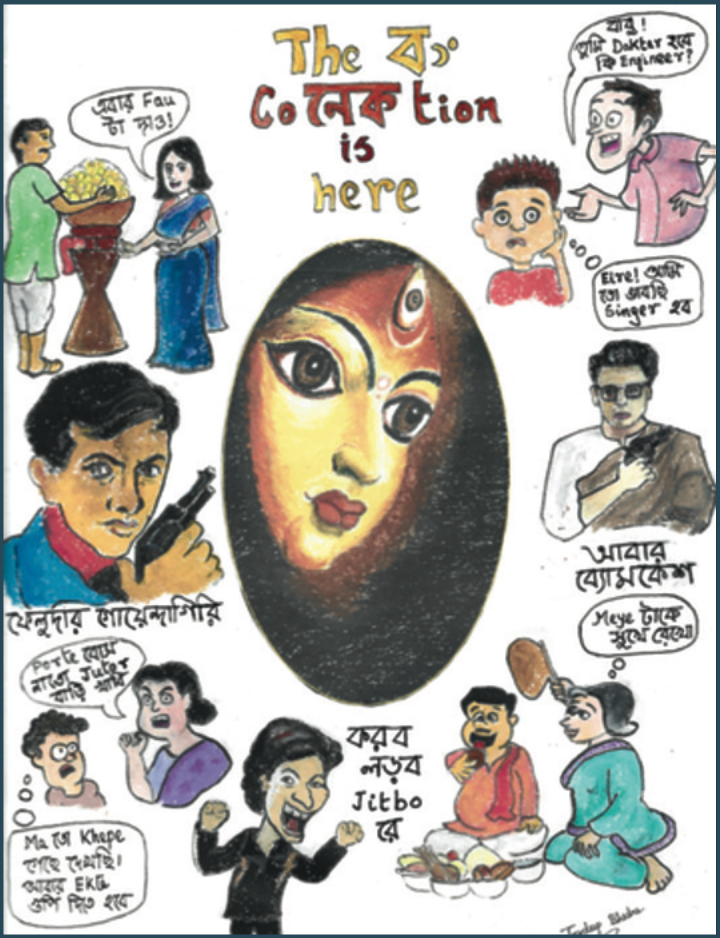

Art by - Joydeep Bhadra

Art by - Saptarshi Dey

Art by - Kean Choudhuri

Photography by - Sriparna Guhathakurta

Photography by - Sriparna Guhathakurta

Photography by - Debjit Mandal

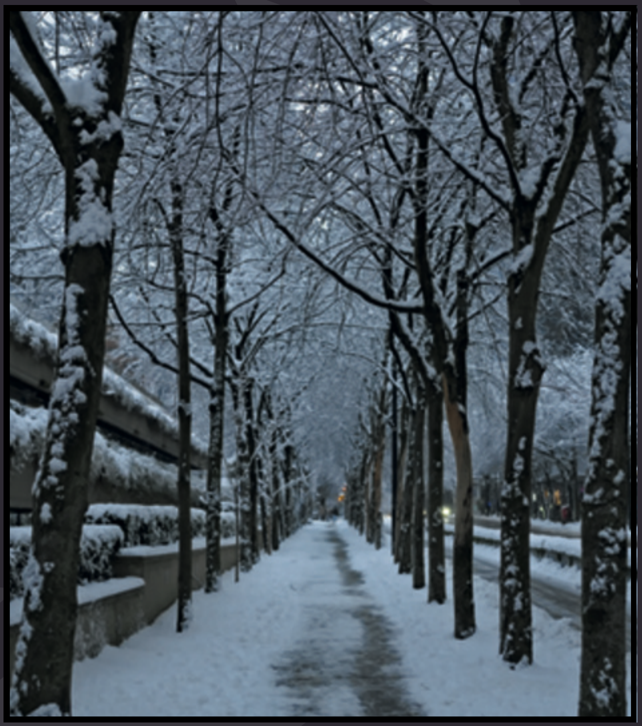

Photography by - Debjit Mandal

Wishing everyone a very Happy Durga Puja

NEERAJ KUMAR
REAL ESTATE TEAM
eXp REALTY
BUYING
SELLING
INVESTING
NEERAJ KUMAR
REAL ESTATE TEAM
604-363-2370
www.NeerajKumar.ca

ভ্রমণের রোমাঞ্চ ↘

Photo : Partha Pratim Sanyal
Location: Chichén Itzá, Yucatán, Mexico

Travel & Lifestyle

- দূরপিন মোনাস্ট্রি, কালিম্পং - জয়শ্রী মুখার্জী
- ক্যানাডা ও চতুর্দশপদী - তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
- সুখ-দুঃখের তুঙ্গনাথ - স্নেহান গাঙ্গুলী
- Snowboarding - Rajdeep Mandal
- The Hawai'i Chronicles: Unveiling My O'ahu Adventure - Partha Pratim Sanyal

Location: Durpin Monastery, Kalimpong

দূরপিন মোনাস্ট্রি, কালিম্পং

কলমে এবং আলোকচিত্রে : জয়শ্রী মুখার্জী (জয়ী)

নানা ধর্মের মহামিলনের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এই নানা ধর্মের মাঝেই নিজ জীবনদর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় ভারতের বুকে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে বৌদ্ধধর্ম। তাই এই ধর্মের প্রধান অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে অনেক বৌদ্ধমঠ বা মোনাস্ট্রিও। গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শ অনুসারী এই বৌদ্ধমঠগুলোকে আবার ' গোম্ফা' বলেও অভিহিত করা হয়। তবে এই মোনাস্ট্রিগুলো যে শুধুই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চার পবিত্র স্থান তা নয় কিন্তু, এগুলো প্রাচীন তিব্বতী স্থাপত্য, শিল্প, ভাষা এবং সাহিত্যেরও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন বটে।

ভারতের এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধমঠ হলো পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং-এর দুরপিনদারা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত দুরপিন মোনাস্ট্রি বা জাং ধোক পালরি ফোদাং মোনাস্ট্রি। কালিম্পং সাইট সিইং-এর তালিকায় এই মোনাস্ট্রিও আপন গরিমা ও মহিমায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। NJP (নিউ জলপাইগুড়ি)স্টেশন থেকে সরাসরি প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ পেরিয়ে অথবা কালিম্পং থেকে স্থানীয় ট্যাক্সি বা গাড়িতে এসে পৌঁছান যায় এই মঠে। কালিম্পং-এর বৃহত্তম মোনাস্ট্রিগুলোর মধ্যে এটিও একটি। ধর্মীয় গুরুত্বের প্রেক্ষাপটও এই মঠের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫৭ সালে লামা, দুদজোম রিনপোচে, তিব্বত থেকে নির্বাসনের পর এই পাহাড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং গড়ে তোলেন এই মঠ। পরে, ১৯৭৬ সালে দলাই লামা তিব্বত থেকে তাঁর নির্বাসনের সময় ১০৮ টি খণ্ড নিয়ে গঠিত তিব্বতি বৌদ্ধ শব্দের অনুবাদকৃত অতি মূল্যবান গ্রন্থ "কাঙ্গিউর বা কাঞ্জিউর" নিয়ে এখানে আসেন। আর এই বিরল পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে এই মঠে যা একে এক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

এছাড়াও এই মঠের আরো এক প্রধান আকর্ষণ হলো এর গঠনশৈলী। মঠের ভেতরে ঢোকার আগেই বাইরের Prayer Wheel বা প্রার্থনা চক্রের আবর্তন ধ্বনি মনকে নিয়ে যায় এক আধ্যাত্মিক জগতে। চারপাশে চলতে থাকা নানান ধর্মীয় আচার দেহ ও মনের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। মঠের বাড়িটির প্রতিটি দেয়াল যেন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের স্পর্শে প্রাণবন্ত। দেওয়ালের প্রতিটি ছবি থেকেও মনে হবে ঠিকরে পড়ছে জানা অজানা কোনো আকর্ষণীয় ধর্মীয় কাহিনি। মঠের এই পরিবেশকে আরো স্বর্গীয় করে তোলে বাইরের পাহাড়ি প্রকৃতির সৌন্দর্য। এই দুরপিনদারা পাহাড়কে স্থানীয় ভাষায় "বাইনোকুলার হিল"-ও বলা হয়। এমন নামকরণের মূল কারণই হলো এখানকার বাকরুদ্ধকর প্যানোরমিক ভিউ। একদিকে বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্যদিকে তিস্তা ও রংগীত নদী সঙ্গম - আর এরই মাঝে অবস্থিত এই মঠ কিন্তু পর্যটকদের কাছে "A real treat to the eyes and mind" ।

তাই সব মিলিয়ে এই দুরপিন মঠ প্রকৃতি, শিল্প আর ইতিহাসের এক অদ্ভুত সমন্বয়।

ক্যানাডা ও চতুর্দশপদী

তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

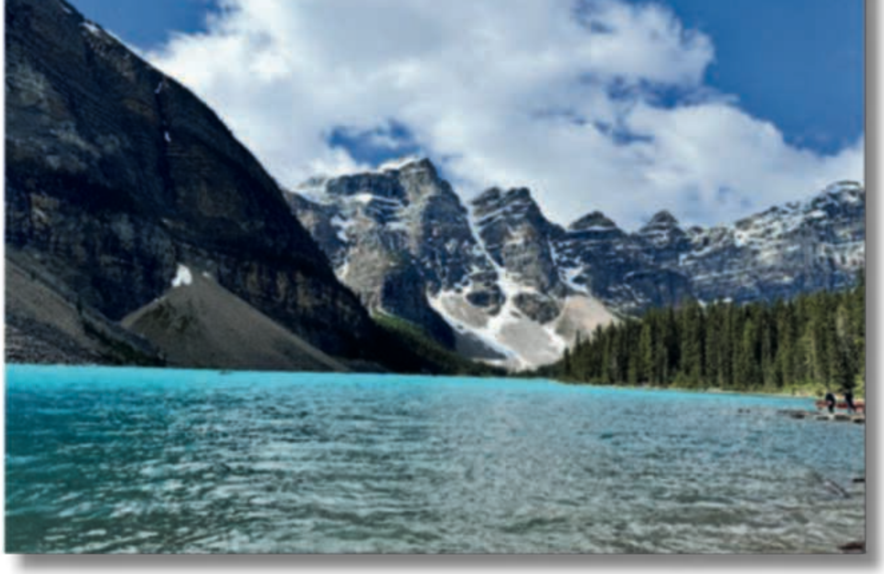

আলোকচিত্রে: ঋতুপর্ণা সিংহ দেও

ব্যান্ফ

জলও নীলিমায় সবুজতর হয়
ব্যান্ফ গ্রামটির কাছেই জলাশয়ে
যেন ফিরোজা মুকুটে তরল লহরী,
তরঙ্গে পাহাড় ভাসে তার উপরই –
এই সে আকাশ সেই জল সেই তট
সবিতার কোলেতে স্বর্গের চিত্রপট
ভাবি পর্যটকের জীবন শেষ হলে
ফিরতে হবে যে মানুষের কোলাহলে !
কিন্তু এই অভয়া স্থানে কোনও কাঁটা
নেই – কোনও বিচ্ছেদও নেই, পুরোটা
একটা মোহের মতো চোখের জলেতে
আমাদের দিলো যেন ক্ষণিক জিরোতে
আমরা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালির ভ্রমণে
কতদূর পারি হাঁটতে অধিগমনে ?

সাইপ্রেস

এসো সখা আমার ঘরের জানালায়
দেখ কত বরফ ঝরেছে নিরালায়;
মানুষ ধ্যানীর মতন গুটিয়ে আছে
এই সফেদ নির্ঝরের রাতের কাছে,
এখানে ধ্যানী হয়ে আছে গাছও যত –
তাদের 'পরে বল্মীক ঢিবি সংহত,
তুষারের এক অদ্ভুত এ সঙ্ঘারাম –
সাইপ্রেস গাছেরা সন্ন্যাসী – অবিরাম
বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে প্রকৃতিতে
সাইপ্রেসের সরলবর্গীয় ডালেতে
তুহিন ফলকেরা ঝুলে আছে কালের
একমাত্র স্পন্দনের আধা ফলকের
দেহরক্ষীর মতন -- এ গভীর প্রান্তরে
তাদের বুক পেতে রেখেছে কি সাদরে !

আলোকচিত্রে : অর্ণব সাঁতরা

সুখ-দুঃখের তুঙ্গনাথ

স্নেহান গাঙ্গুলী (১১ বছর)

মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ এই দুই সূত্রে গাঁথা। সুখ যেমন আমাদের জীবনে বয়ে আনে আনন্দের বার্তা, দুঃখও তেমনি তার কঠিন রূপ নিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম।

দু-বছর আগের কথা। আমরা গিয়েছিলাম কেদারনাথ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এটি ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটিকে ঘিরে থাকে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ। কেদারনাথ মন্দির হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। আমাদের কেদারনাথ যাত্রার চর্তুথ দিনে আমরা গিয়েছিলাম 'তুঙ্গনাথ' নামক একটি স্থানে। এটি প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিবমন্দির। চোপ্তা ভ্যালী থেকে আমরা পায়ে হেঁটে উঠেছিলাম সেখানে। অত্যন্ত চড়াই ও দুর্গম রাস্তাটিতে মিউলের খুব উপদ্রব ছিল। প্রচন্ড পায়ে ব্যথা ও ক্লান্তিতে আমাদের সকলেরই বেহাল অবস্থা। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছানোর পর আমাদের সমস্ত কষ্টকে ভুলিয়ে প্রকৃতি যেন উপহার দিল এক স্বর্গরাজ্য। এমন আকাশের রং এর আগে আমি কখনও দেখিনি। ঠিক হলো সেখানে একদিন থাকব।

পরদিন ভোর ৩-টের সময় ২ কি.মি. পায়ে হেঁটে 'চন্দ্রশিলা' নামক একটি জায়গায় যাব সূর্যোদয় দেখতে। অনেকের মুখে শুনলাম এ দৃশ্য দেখা নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আমি ঘুমোতে গেলাম। রাত ৩টে নাগাদ বাবা-মার কথা-বার্তায় ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম যাওয়াটা হবে না। সারারাত প্রচন্ড বৃষ্টিতে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ। দুঃখ ও হতাশায় মনটা ভেঙে গেল। কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল অন্য কিছু। দুঃখের মাঝেও যে সুখ আছে তা সেইদিন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম। দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে দেখলাম আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে শুরু করে চারপাশের সবকিছু বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গেছে। প্রকৃতির কী বিচিত্র রূপ। বরফ পড়ার ফলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে গেছে। আবার এক রোমাঞ্চ। ফেরার রাস্তা আরো প্রতিকূল হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সেই দুর্গম পথ নিরাপদে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম কেনোরকম অবলম্বন ছাড়াই। এই যাত্রার শেষে সকলেরই শারীরিক ও মানসিক জোর বেড়ে গিয়েছিল। সুখ-দুঃখ মিলিয়ে এক বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর এই অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

Snowboarding

Rajdeep Mandal

I arrived in Vancouver at the dawn of winter 2021 during a pandemic. My excitement about moving to a new city was palpable as I explored more of Vancouver and its people. But I quickly realized that everyone talked about the weather like it was some kind of secret handshake—and the cold, damp reality wasn't much better.

I was drowning my sorrows in overpriced artisanal coffee when a coworker casually asked, "Are you planning to ski or board?"

I didn't even know what "board" meant at the time. I felt foolish for not knowing what snowboarding was. Sure, I'd heard of people going to Gulmarg or the Alps to ski, but I didn't know anyone who did it.

By December, I decided I wanted to ski, but the fear of social humiliation kicked in. I imagined myself, a total newbie, tumbling down the mountain amidst graceful experts. That and reading about what happened to Michael Schumacher in Switzerland didn't help my nerves.

I realized I needed a couple of crazy friends who'd never skied either. Luckily, my social circle is full of interesting characters, some saner than others. Finding two enthusiastic souls wasn't hard. But one friend refused to ski—he'd only go if we snowboarded.

Soon enough, the three of us were at Cypress Mountain, trying to make sense of expensive rentals and signing a waiver that said we couldn't sue gravity if it decided to take a liking to us.

Photo : Rajdeep Mandal

We didn't sign up for any lessons. Our preparation consisted of watching a YouTube video. We each wore crinkly plastic jackets and pants that looked like sleeping bags, helmets, gloves, and boots that felt like medieval torture devices weighing about two kilograms. We had spent a lot of money to look ridiculous.

Standing on the board for the first time, I realized the journey ahead would be harrowing.
Using lifts on your first day is not advisable, but no one told us that. So, we ended up on one that led to the top of the shortest slope. We landed in a tangled mess of limbs and snowboards. This is when I understood the importance of helmets.

Starting the descent was the scariest part. My heart pounded louder than the chilly wind. I was on my own now. I looked around—many others were struggling too. People fell, got up, and fell again. I lost track of my friends.

This was a defining moment for me. I've never been a coward, but I've always been cautious. Yet, this was no time for caution—only courage.

Snowboarding is freedom. It's freedom from inhibitions, from being bound. It's the feeling of being better than yourself. The exhilaration hits as you gain speed, carving down a slope. As the edge bites into the snow, the past melts away, leaving you fearless for what's to come.

Snowboarding challenges your mental agility more than your physical strength. Many people discover hidden reserves of strength and balance on the slopes. Once you learn how to make a turn on a snowboard, you feel reborn.

Learning snowboarding is a battle between mind and body. Nine out of ten quit on the first day, but hardly anyone quits on the second. With December approaching, I'd recommend hitting the slopes instead of sulking in cold apartments.
A good night's sleep, beginner YouTube videos, and a few hundred dollars for equipment can give you a decent start. Mountain sports can be expensive, but eventually, you'll only need to pay for mountain access.

That's how I started snowboarding. What if I'd gone skiing that day? It wouldn't have been bad, but we'll never know. As long as these legs are intact, it's snowboarding for me—and it always will be.

Photo : Rajdeep Mandal

Photo : Rajdeep Mandal

The Hawai'i Chronicles: Unveiling My O'ahu Adventure

Partha Pratim Sanyal

As someone who loves to travel, the yearning to explore new locales, savor unique cuisines, and immerse in diverse cultures is irresistible. Hence, the monotony of everyday life in Vancouver—or "Raincouver," as it's aptly nicknamed for its dreary weather—stifles me.

In March 2024, faced with yet another season of incessant rain and fog (setting the stage for Dementors), my restlessness reached its peak. Initially drawn to the sunny climes of the Dominican Republic, a serendipitous deal on Priceline redirected me to O'ahu, Hawai'i, for an 11-day adventure on a shoestring budget.

Exploring O'ahu, the Heart of Hawai'i, on a Budget

Hawai'i attracts thousands annually as a top tropical destination in the US. O'ahu, often referred to as "The Gathering Place," is the third-largest of Hawai'i's islands and serves as a cultural and economic hub with Honolulu as the capital. Having visited Hawai'i twice before, this blog post explores my most recent trip. Apart from serving as a travel memoir, it'll focus on cost-effective strategies for enjoying Hawai'i on a budget.

Planning Your Visit

It's important to be mindful of the climate and your expectations from the trip before planning it. The Hawaiian Islands boast a rich tapestry of microclimates. Each island features a windward side that faces the trade winds, where moisture-laden breezes and tropical temperatures create lush rainforests that receive year-round rain. Hence, don't forget to pack in your umbrella and an extra set of swimwear.

This fertile environment also supports vibrant flora and fauna, offering exhilarating hiking options and scenic trails, calling for moisture wicking activewear. From the dense tropical rainforests to the pristine turquoise waters of beaches like Lanikai or Waimanalo, Hawai'i presents a diverse array of natural wonders to explore.

Travel Smart

Travel during the off-peak seasons of February and March when the islands are less crowded and flights are more affordable. I secured a roundtrip for just $360 from Paine Field Airport, a less popular choice located about 30 miles from Seattle-Tacoma Airport. Utilizing Priceline's flexible scheduling options helped in scoring this deal.

Accommodation Tips

While hotels and Airbnb stays in Hawai'i can be pricey, alternative accommodations like hostels offer a budget-friendly choice without sacrificing privacy, making them a great option for couples as well. I was fortunate to stay with a friend who hosted me twice for extended periods, significantly cutting costs and enriching my experience with local insights.

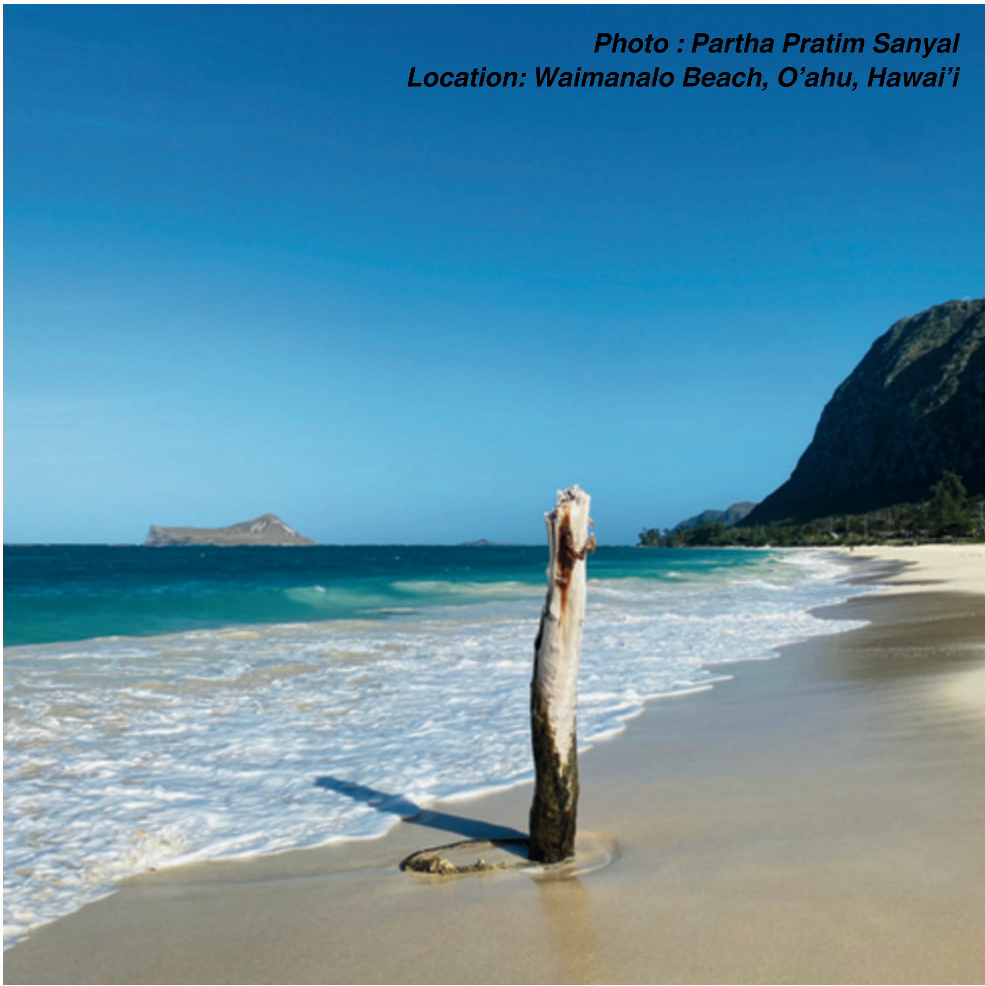

Photo : Partha Pratim Sanyal
Location: Waimanalo Beach, O'ahu, Hawai'i

Photo : Partha Pratim Sanyal, Ho'omaluhia Botanical Garden, O'ahu, Hawai'i

Eating Economically

There's no dearth of high-end dining experiences on the island with restaurants like Noi Thai and MonkeyPod Kitchen. You can also opt for franchise-style restaurants like the Cheesecake Factory (might involve some long waiting times though!).

Instead, I opt for more budget-friendly and flexible dining options. My mornings begin with a hearty, home-cooked breakfast, and I often pack my lunch, giving me complete control over my meals. During rainforest hikes, I kept myself hydrated and energized with fresh fruits from local fruit stands. Additionally, food trucks offer delicious and affordable alternatives. Although you can buy water bottles, you can also opt for a reusable one and get it refilled at stores like Starbucks.

Transportation on a Dime

Sorting out your own transport like a rented car can give you unparalleled flexibility to explore the islands. However, if you're on a budget, Honolulu boasts an efficient bus network that spans the island, providing stunning views along the way. A day pass costs just $7, making it both economical and convenient.
In addition, you can seek out bikes for local exploration and walk for the rest.
Souvenirs and Shopping

It's pretty easy to pick up gifts for your loved ones from O'ahu with ABC stores dotting nearly every street. The perk of shopping from an ABC store is that you might get unexpected rewards and gifts if you shop frequently. Additionally, there are plenty of other local stores and businesses to choose from. You could strike a bargain with the prices at the local stores.

Conclusion

Visiting Hawai'i, and O'ahu in particular, doesn't have to be extravagantly expensive. With careful planning and smart choices, you can indulge in the rich experiences the island has to offer without depleting your savings. Embrace the adventure, and let Hawai'i's charm unfold in a way that is both enjoyable and economical.

RAMINA SANDHU

Real Estate

Thinking of Selling or Buying a Home?

Call me for a free copy of a Buyer's and/or Seller's guide!

CONTACT

C: 778-979-7869

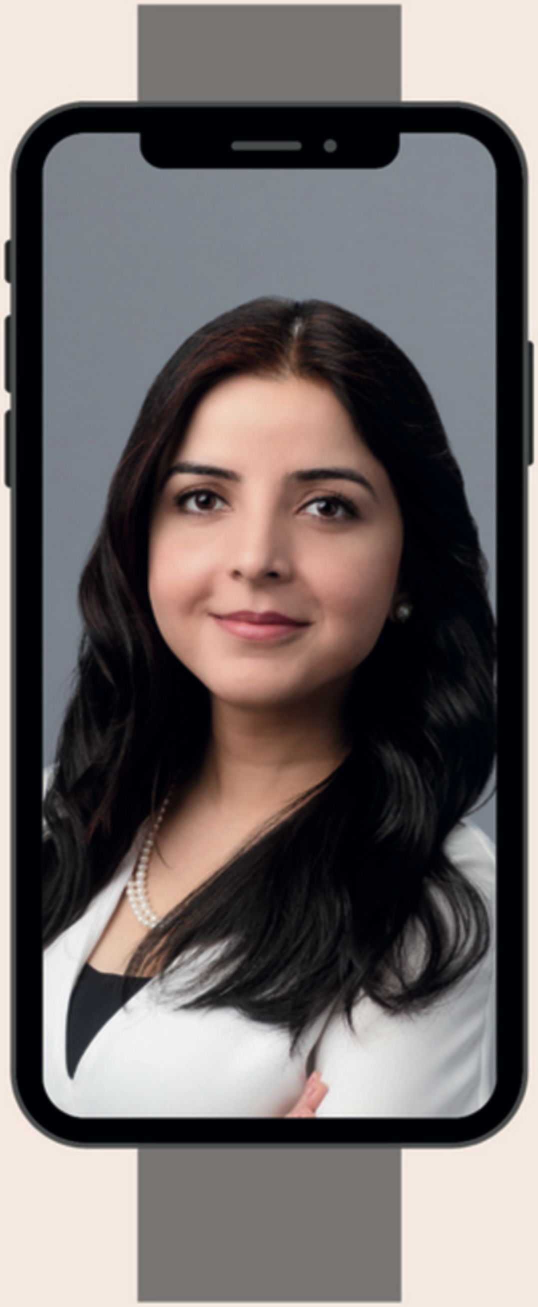

প্রবাসের দিনরাত্রি

HOME IS WHERE YOU MAKE IT

- सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने - शिल्पी बनर्जी
- Between Two Worlds - Arnab Biswas
- স্মৃতি আর দোটানা - সঞ্চারী মিশ্র
- বাড়ি থেকে দূরে - নিজামুদ্দিন হাজারী

Photo : Arka Ghoshal, Location: Steam Clock, Gastown, Vancouver

सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने

शिल्पी बनर्जी

Art by: Gauri Waman

जब रोज़मर्रा की शिक़ायतें बढ़ने लगीं, जब धूप कुछ ज़्यादा और बारिश कुछ कम लगने लगी,
तब देखे हमने सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने।
जब बर्फ से ढकी सफ़ेद चादर मन को भाने लगी,
वो सुंदर तस्वीरें सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही सताने लगीं हमें,
तब देखे हमने सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने।
भीड़ से भरी हुई बस का सफर जब ज़्यादा सताने लगा हमें,
और बरसात में कीचड़ से भरे रास्ते जब हम पर हक़ जताने लगे,
तब फिर से देखे हमने सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने।
बड़ी मेहनत और कुछ सालों के इंतज़ार के बाद कहा हमने अपने प्यारे परिवार और दोस्तों से अलविदा,
साथ ही किया वादा अगली दिवाली साथ बिताने का,
वादा झूठा या ख्वाब? शायद ख्वाब।
सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने लेकर बैठे हम जब प्लेन में,
एक अजीब सा एहसास था, काफ़ी सारा डर और थोड़ी सी खुशियां!
कुछ या सब कुछ छूट रहा था? हां, शायद सब कुछ ही पीछे छूट रहा था, इसका कन्फ़्यूज़न अब हमेशा रहेगा।
तो आँखों में काफ़ी सारे सपने लिए आ गए हम सात समंदर पार वाली दुनिया में,
जी हां, वही दुनिया जिसके सपने हमने लगभग रोज़ ऑटो रिक्शा, बस की भीड़ और कभी अपने लिविंग रूम से देखे थे।
पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ एक पल के लिए कि झूठ है या सपना?
फिर पाया हमने खुद को इन सब के बीच अकेला,
और जिस बारिश से दूर भागते थे कभी, वही आज फिर याद आने लगी!
और इस तरह, दोस्त, हम फिर से जीने लगे सात समंदर पार वाली दुनिया के सपने,
बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि दुनिया अब घूम गई थी हमारी 360 डिग्री!
इस कशमकश के बीच माँ का फ़ोन आया, पूछा कि इस साल दिवाली पर आ रही हो ना?
तो हंसकर हमने कह दिया - कहाँ माँ, इस बार ऑफिस जाना है, छुट्टी कहाँ मिलेगी?
और फिर एक वादा कर दिया अगले साल वाली दिवाली साथ बिताने का।
फ़ोन रखने के बाद सोचने पर मजबूर हुए हम कि क्या क़ीमत अदा की है हमने सात समंदर पार वाली दुनिया के सपनों की?
बेस्ट फ्रेंड की शादी में उसके साथ न होने का दुख,
धीरे-धीरे बूढ़े होते माँ-बाप की आवश्यकताओं को पूरा न करने का गिल्ट,
और बहन के ग्रेजुएशन डे पर साथ न होने का अहसास काफ़ी भारी होता जा रहा था!
फिर दिमाग से निकला ये सब ख़्याल और खुद को यह कहकर खुश कर लिया कि जी ली हमने हमारी सात समंदर पार वाली सपनों की दुनिया...

BETWEEN TWO WORLDS

ARNAB BISWAS

Arnab sat by the window, watching raindrops slide down the glass, each one mirroring his silent tears. Coquitlam, BC, had become his refuge, yet his soul longed for the chaotic vibrancy of India. The scent of rain here was different, lacking the rich earthiness of the monsoons he remembered from his youth, which rejuvenated bustling streets and lively markets back home.

He thought about his father, a man defined by discipline and quiet strength, who dedicated his life to the State Bank of India. Arnab's childhood was a series of relocations, each move marking a new beginning yet another uprooting—from Rajasthan's arid plains to Assam's lush hills. Yet, he never lived in Kolkata—the city every Bengali holds dear, known to him only through stories and songs.

Moving to Canada, Arnab hoped for stability. He built a career in banking, following in his father's footsteps, and sought expression through acting. However, a profound emptiness lingered within him.

At night, memories of India's colorful festivals and communal Durga Puja celebrations filled his mind. He remembered the clay idols, the scent of incense and flowers, and the rhythmic beating of Dhaak (A type of folk drum used for celebrations in West Bengal). Yet in Canada, these celebrations felt subdued, the community smaller, and the passion dimmed.

His daughters, raised in Calgary by his ex-wife, spoke fluent English but knew no Bengali. They adapted well to their Canadian lives, thriving at school and forging friendships. Although proud, Arnab felt a pang of sadness. Would they ever appreciate their rich heritage, taste a perfect sandesh, or know the warmth of a Bengali family gathering?

His two-year-old son, living with him and his new wife, brought joy and laughter into their home. The boy understood some Bengali, a small consolation in maintaining their cultural ties. Yet, Arnab felt the strain of being distant from his daughters, each visit to Calgary a bittersweet reminder of their altered family dynamics.

Back in India, his aging parents' voices over the phone were both comforting and painful, magnifying the distance between them. He missed his mother's cooking—her payesh and mangshor jhol—and his father's wisdom, imparted through stories and subtle lessons. Each call reminded him of what he missed: being there for their medical needs and comforting them in person.

On a rainy evening, overwhelmed by nostalgia, Arnab tried to recreate his mother's aloo posto in his kitchen. The aroma of mustard oil briefly transported him back to his childhood, where he stood beside her as she cooked. Though imperfect, the dish was a taste of home, bridging the vast distance to his past.

As he ate, tears mixed with flavors, not just from the dish but from realizing all he had gained and lost. Canada offered stability and a future for his children, yet it also took away the daily magic of his ancestral land.

Sitting by the window, listening to the rain's soft patter, Arnab felt a deep duality. He was home in a country that had adopted him, yet part of him remained in India. He was both Canadian and Indian, continuously balancing the two identities.

This duality, he realized, was his strength. It was the resilience of many immigrants and the ability to cherish their roots while navigating a new path. He belonged to both places, a man of two worlds, finding his identity in the balance. Arnab sighed, pondering if he might one day return to India. For now, he navigated this complex dream, carrying his heritage as he forged a new life abroad.

...

Photography : Partha Pratim Sanyal

স্মৃতি আর দোটানা

সঞ্চারী মিশ্র

সালটা ছিল ২০২১, স্কুলে গরমের ছুটি চলছে, নিজের বাড়ি মালদায় হওয়ার সুবাদে কব্জি ডুবিয়ে ফজলি আমের রসাস্বাদন করছিলাম, সাথে আমার স্বামী ও ছিল, কিছুদিন জামাই আদর উপভোগ করছিলো। হঠাৎ দেখি সে ছুটে এসে একটা অদ্ভুত হাসবো না কাঁদবো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো, বেশ খানিক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি অতি কষ্টে কব্জি অব্দি গড়িয়ে আসা আমের রসের স্বাদ নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে, কি হয়েছে ? কোনো বড়ো ইস্যু এসেছে নাকি ? "

আমার স্বামীর নাম চয়ন, চয়ন বললো, "কানাডা যাবি ?"
আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, "তুই আমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতে চাস ?"

সে হেসে ফেলে বললো , "না ! অফার পেয়েছি, ঠিক কর, কি করবি ?"

এই ছিল কানাডা আসার সূচনা। প্রথমে এক চমকে খুব খুশি হলাম , প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো
আমি তখন শিক্ষকতা করি। কিন্তু পর মুহূর্তে মনে হলো কি করে সব কিছু পেছনে ফেলে যাবো ?

আমার মতো প্রত্যেকে হয়তো এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু শেষে পরিবার, বাড়ির ছাদ, আম, নিজের সুখের চাকরি সব কিছুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় বিদেশে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা।

কৃষ্টি গোষ্ঠী আমাদের কাছে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই নয়, তার চেয়েও বেশি। এ এক আত্মিক যোগসাজসের অনন্য প্লাটফর্ম, একটা দ্বিতীয় বাড়ি। এর মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আজীবন বন্ধুত্ব। এই বন্ধুরা হায়দ্রাবাদে আমার সুখ–দুঃখের সাথী। এই ঐতিহ্যগুলি আমরা আমাদের পরের তরুণ প্রজন্মকে শেখানোর চেষ্টা করেছি। হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণকারী আমাদের ছেলে মেয়েরা আজ আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উদাহরন। কৃষ্টি গোষ্ঠীর মাধ্যমে তাঁরা বাংলা গান, নাচ ও গল্প শিখছে, অংশগ্রহণ করছে নাটক ও কবিতা আবৃত্তিতে, যার জন্য আজ তারা সংস্কৃতির মূর্ত–প্রতীক, গর্বিতও।

কৃষ্টি গোষ্ঠী আজ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সঙ্ঘই নয়, সমাজ থেকে শুধু নেওয়াই নয়, সমাজকে ফিরিয়ে দিতেও বদ্ধপরিকর। আমাদের রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন, বৃদ্ধাশ্রমে সেবাদান ইত্যাদি কার্যক্রমগুলি আমাদেরকে হায়দ্রাবাদের অন্যান্য সংস্কৃতির মানুষেদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

কৃষ্টি গোষ্ঠীর বৃহৎ পরিসরের এই ছোট্ট চালচিত্র প্রমান করেছে যে, প্রবাসীদের জন্য তাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ.. আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বাড়ি থেকে দূরে থাকলেও আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে। বাড়ি থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক বাঙালির জন্য, কৃষ্টি গোষ্ঠীর মতো সংগঠনগুলি সান্ত্বনা এবং একাত্মতার অনুভূতি প্রদান করে। যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবসময় একটি বৃহত্তর বাঙালি পরিবারের অংশ। আমি কৃতজ্ঞ এবং গর্বিত বোধ করি যখন আমি কৃষ্টি গোষ্ঠীর বিকাশে ব্যয় করা বছরগুলির কথা ভাবি। এটি প্রেম, নিষ্ঠা এবং একতার একটি যাত্রা। কৃষ্টি গোষ্ঠী সবসময়ই আমার কাছে a home away from home।

পরিশেষে কবি মধুসূদন দত্তের দুটি লাইন না লিখে পারছিনা–

“প্রবাসে দৈবের বশে,
জীবতারা যদি খসে এ দেহ–আকাশ হতে,
নাহি খেদ তাহে”।

...

কানাডায় নতুন জীবন: দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার কৌশল

Forging a life in Canada: The dos, the don’ts and must-dos!

- Some advice on how to deal with taxation in Canada - Arunav Sanyal
- The Power of Workplace Networking: Propel Your Career from the Inside - Sweha Hazari
- The Evolution of Vancouver's Real Estate Market: 1980 to 2024 - Roshan Victor
- Building a Life Abroad: Essential Tips and Common Mistakes for Newcomers In Canada - Amit Ajmera
- All Code And No Words?—Importance of Good Communication Skills In A Software Engineering Career - Ryan Syed

Navigating Your Taxes in Canada: Practical Tips for Success

Arunav Sanyal

Taxes can be daunting, and many feel unprepared when handling returns. While CPAs or tax software like TurboTax or Wealthsimple Tax are helpful, there are key steps to maximize your tax return.

This advice is for non-tax professionals managing personal or family taxes. While it doesn't address complex or corporate taxation, it provides practical tips to handle tax season more efficiently.

Why Are There Challenges with Tax Professionals and Resources?

CPAs Are Overworked

During tax season, CPAs often find themselves overwhelmed and burnt out. The pressure on these professionals increases yearly, and many young CPAs leave the field. The growing complexity of the tax code only adds to their stress.

CPAs Are Incentivized for Volume, Not Quality

Clients typically pay CPAs a few hundred dollars for tax services. This incentivizes CPAs to process as many returns as possible rather than focusing on personalized service. This often leads to delays or mistakes, which can frustrate clients.

Public Tax Software Is Limited

Tax software is great for simple filings like T4 income and basic capital gains or dividends, but it may not optimize returns in complex situations. For more than the basics, relying solely on software might not be ideal.

The Tax Code Is Complex

The Canadian government uses taxation for public policy, making the tax code complex. Investors, high-net-worth individuals, and tax credit users face the most challenges, and even CRA officials sometimes struggle with the details.

What Can You Do to Manage Your Tax Return?

Understand the Technical Terms.

Familiarize yourself with relevant accounting and tax terms like deemed acquisition and adjusted cost basis. If you're an ETF or stock investor, understanding these concepts is essential.

Know Your Income Sources and How They're Taxed

Many simply upload tax slips from their employer's HR portal or brokerage account without fully understanding them. It's essential to know what each slip means—T4, T3, T5, T5008, etc. If you have foreign assets, you'll need to file a T1135 and use the correct exchange rate, which you can find on the Bank of Canada website.

Keep track of all your income sources and deductions, like charity receipts.

Don't Rely Solely on the CRA Website

While many brokers and employers upload tax slips to the CRA, there can be delays, outdated information, or missing slips. You must ensure that your tax software or CPA's data is accurate and up-to-date.

Research Ways to Reduce Your Tax Liability

Reducing your tax burden takes effort. Tools like RRSP, TFSA, and FHSA are key. RRSP contributions aren't taxed in the year made (up to the CRA limit) but taxed upon withdrawal, ideally when you're in a lower income bracket, lowering overall tax liability.

Start Early

Consult multiple CPAs early and avoid last-minute tax planning. Preparation reduces surprises. Keep in mind, tax payments are typically due on the deadline, with few exceptions.

Conclusion

Good luck with your next tax year. As much as taxes seem like a chore, they are crucial to managing your finances. The more informed and prepared you are, the smoother the process will be, leading to better outcomes for you and your family.

The Power of Workplace Networking: Propel Your Career from the Inside

Sweha Hazari

Networking isn't just for hobnobbing at industry conferences or collecting LinkedIn connections like Pokemon cards. It's a vital skill for advancing your career within your own company. Think of it as your secret weapon, only less cloak-and-dagger and more coffee-and-conversation.

Here are the prime benefits of networking within your workplace, along with detailed tips on how to build a reliable network of contacts you can depend on.

Benefits of Networking Within Your Company

You might think that once you've landed the job, you can ditch the handshakes and schmoozing.
Well, think again!

Networking within your company is crucial for career growth, job satisfaction, and staying afloat in the sea of corporate chaos. A LinkedIn study found that 85% of all jobs are filled through networking, and it's just as relevant once you're in the door. Another Gallup survey shows that employees with strong workplace relationships are 50% more likely to report high job satisfaction.

So, unless you're aiming to be the office hermit nobody knows of, here's why you should invest in those professional relationships.

Enhanced Visibility and Recognition

Let's face it: if no one knows you exist, you might as well be a piece of office furniture. Networking boosts your visibility, making sure your hard work isn't as unnoticed as the cleanliness of the office microwave. Being known by your colleagues and higher-ups ensures that your contributions are recognized, leading to better performance reviews and career opportunities.

Access to Resources and Information

Want the scoop on the latest project or the lowdown on company politics? Networking is your ticket to the VIP section of the corporate grapevine. It's like having the cheat codes for your workplace. As per a

Harvard Business Review study, employees who network effectively are better informed and more equipped to perform their jobs efficiently.

Career Advancement Opportunities

When it comes to promotions, it's not just about what you know but who you know.

Networking ensures you're top of mind when new opportunities arise rather than being the company's best-kept secret. Research by the Center for Talent Innovation found that employees with strong networks are 70% more likely to be promoted.

Skill Development

Networking isn't just about hobnobbing; it's free education on people skills. By engaging with colleagues, you can learn new skills and best practices, expanding your expertise faster than a toddler learns to say "no." A Society for Human Resource Management (SHRM) study notes that peer learning through networking is one of the most effective ways to develop new skills.

Increased Job Satisfaction

Having a network of colleagues you actually like can make those endless meetings and tight deadlines more bearable. Building these connections creates a sense of community, turning your job into something more than just a paycheck generator. According to a Gallup survey, employees who have a best friend at work are seven times more likely to be engaged in their jobs.

Tips for Building a Reliable Workplace Network

Building a reliable workplace network is more than just chatting at the water cooler. It requires strategy, consistency, and a bit of charm (yes, this applies even if you are an introvert). Here's how to get started:

Be Approachable and Friendly

No one wants to network with a grump. Smile, make eye contact, and act like you enjoy human interaction. Being approachable is the first step to making meaningful connections.

Attend Company Events

Yes, those awkward team-building exercises and after-hours mixers can be beneficial. Show up, engage, and you'll meet new people, expand your network and maybe even have fun.

Offer Help and Support

Be the colleague who's always willing to lend a hand. Helping others not only builds goodwill but also establishes you as a valuable and reliable contact.

Seek Out Mentors and Sponsors

Identify senior colleagues who can provide guidance and advocate for your advancement. A mentor offers advice and support, while a sponsor actively promotes your career growth.

Join Cross-Functional Teams

Volunteer for projects that involve different departments. This exposes you to new people and perspectives, expanding your network and your understanding of the company.

Communicate Effectively

Clear and concise communication is key to building trust and understanding. Don't be the person who leaves everyone scratching their heads after every email or meeting.

In the End

Networking in your company isn't just about climbing the career ladder; it's about building a supportive, innovative work environment. It boosts visibility, access to resources, and career support. Start connecting—your future self will thank you.

THE EVOLUTION OF VANCOUVER'S REAL ESTATE MARKET: 1980 TO 2024

Roshan Victor

Vancouver's real estate market has transformed dramatically since 1980. The 1980s saw property values begin to rise steadily, driven by an influx of immigrants from Hong Kong. These newcomers were drawn to Vancouver's stability and high quality of life. During this decade, new residential areas emerged, and high-rise buildings began to define the skyline, setting the stage for the city's vertical growth.

The 1990s continued this upward trend. Vancouver became a hot spot for international buyers, attracted by the city's natural beauty and growing global reputation. Expo 86 played a pivotal role in showcasing Vancouver to the world. This event spurred major infrastructure projects, transforming neighborhoods like False Creek and Yaletown into vibrant, trendy areas.

The 2000s brought unprecedented growth. Vancouver's consistently high rankings in global livability indices fuelled demand. Property prices soared despite the market's brief slowing during the 2008 global financial crisis. Low interest rates and continued foreign investment helped Vancouver bounce back quickly. Luxury condos became more common, and the city emphasized sustainable, green building practices, reflecting its environmental commitment.

In the 2010s, property prices skyrocketed, leading to a housing affordability crisis. Limited land, international capital inflows, and zoning restrictions scaled up prices rapidly.

The government responded with measures like the foreign buyers' tax and vacancy tax to curb speculative investments. Despite these initiatives, the lack of home affordability is still a significant challenge for the city’s residents.

Today, Vancouver's real estate market is dynamic and complex. The COVID-19 pandemic has shifted housing preferences, with remote work driving interest in suburban areas and smaller communities. Buyers are seeking more space and affordability outside the city core. The market remains competitive, with sustainability and innovation continuing to shape its future.

The 2024 Market Outlook

As we move through 2024, Vancouver's real estate market has started to see a shift.

What began as a high-demand, low-supply market is now beginning to balance out. If inventory continues to grow, we could be heading towards a buyers' market. However, this could quickly change if interest rates drop, tipping the scales back in favor of sellers. Looking ahead, given the ongoing federal immigration targets and the persistent shortage of new housing, you can anticipate property prices could rise by 30% to 50% over the next seven years.

In a city as dynamic as Vancouver, the real estate market continues to evolve, shaped by global and local factors alike. Whether you're buying, selling, or investing, staying informed and adaptable will be key to navigating the opportunities and challenges ahead.

Strategy 2 – Build a Robust Network

Expanding your social and professional circle is vital. Connect with both locals and other immigrants to form a supportive network that can provide guidance and opportunities.

Strategy 3 – Establish a Secondary Income

Diversify your income sources to ensure financial stability. Options include freelancing, obtaining financial industry certifications, remote work, investing, launching a side business, engaging in the gig economy, or creating online courses.

Strategy 4 – Prepare for the Unexpected

Moving to a new country is challenging. To prepare for emotional, financial, and psychological hurdles, seek support when necessary.

Strategy 5 – Embrace Change and Drive Personal Progress

While change is inevitable, meaningful progress requires deliberate effort. To stay on track with your personal and professional goals, regularly evaluate your achievements and challenges.

In the End

Embracing a new life in a different country is a journey filled with potential pitfalls and opportunities. By steering clear of common mistakes and adopting proactive strategies, you can lay a solid foundation for a successful and fulfilling life in your new home. Remember, the key to thriving in a new environment is not just to survive but to flourish by learning, adapting, and growing every day.

...

All Code And No Words?—Importance of Good Communication Skills In A Software Engineering Career

</> RYAN SYED </>

Aspiring software engineers often focus on Leetcode and mastering algorithms to land a FAANG job. While technical skills are essential, communication is equally crucial for a successful career. As a senior engineer with FAANG experience, I've seen how strong communication can make or break a career. Let's explore why it's as important as coding and how it can elevate your tech career.

The Critical Role of Communication Skills for Software Engineers

In a meeting with an engineer, product manager, and director, you can't communicate the same way with each. Understanding their technical needs and incentives is key, highlighting the importance of strong communication skills.

Good communication skills help you:

- Collaborate effectively with diverse teams.
- Present your ideas clearly and persuasively.
- Resolve conflicts and find common ground.
- Understand and meet the needs of various stakeholders.
- Navigate complex organizational structures and processes.

When discussing a feature with a product manager, focus on benefits and user experience; with an engineer, dive into technical details.

Similarly, aligning your progress with the company's strategic goals becomes crucial when reporting to an engineering director.

The Two Aspects of Communication: What You Say and How You Say It

Effective communication isn't just about what you say; it's also about how you say it. Let's explore scenarios in a typical engineer's life and see how you can handle them with stellar communication skills.

Listening: The Foundation of Good Communication

Communication begins with listening, not talking. Product requirements are rarely clear. As you progress in your career, managing ambiguity and understanding impact is key. Asking questions and actively listening helps prevent wasted time on projects with uncertain outcomes.

Onboarding: Asking Questions is Key

When onboarding a new team, it is paramount to ask questions and familiarize yourself with the product, process, and people. I've seen many junior and mid-level engineers hesitate to ask questions for fear of looking foolish.

However, most experienced (and, might I add, successful) engineers aren't afraid to ask simple questions. Embracing a mindset of continuous learning and curiosity is vital for successful onboarding.

Writing Code: Communicating Through Your Work

Your code is a direct reflection of your communication skills. It should be self-documenting through meaningful names and conventions. Tests should capture various use cases, and pull requests should have small, meaningful commits with enough context for the reviewer.

Similarly, as a code reviewer, providing encouraging but helpful feedback is just as important as finding defects.

Seeking Help: Providing Context Matters

When seeking help, it is important to provide context and explain the steps you've already taken to solve the problem. This makes it easier for others to understand your issue and offer relevant assistance.

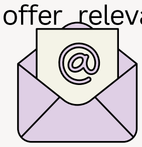

Emails: Clear and Concise Communication

Emails should be clear and concise, sharing the necessary context based on the stakeholders involved. To avoid cluttering the main message, include detailed information as attachments or links. Given the volume of automated emails an average engineer receives, getting to the point from the get-go is essential.

Saying No

Learning to say no is a crucial communication skill. It helps manage expectations and prevents overcommitment, reducing burnout. Top engineers often say no to irrelevant meetings and low-impact projects to stay focused.

How Can You Achieve Stellar Communication Skills As A Techie?

Improving communication skills is a continuous journey, but here are a few tips to get you started:

- Practice Active Listening: Pay attention, ask questions, and confirm your understanding.
- Seek Feedback: Regularly ask for feedback and be open to improvement.
- Engage in Public Speaking: Join groups like Toastmasters to enhance presentation skills.
- Write Regularly: Keep a blog or journal to sharpen your writing and clarify thoughts.
- Learn From Others: Observe and learn from colleagues with strong communication skills.

Conclusion

Being a brilliant coder isn't enough to guarantee a successful career in the tech world; good communication skills are equally important. They help you collaborate effectively, present ideas clearly, and navigate complex organizational dynamics.

Jovi | Realty.

JEEVIKKA SHAH PREC*

TOP DIAMOND CLUB
REALTOR ®

Home buying Process

Meet your Jovi Realty Agent.

1 **Buyer Consultation**
Your wants & needs analyze with your agent

2 **Determine your Purchasing power with mortgage Pre-approval**
We can provide you with broker recommendations.

3 **Enter into agency Relationship**
- Disclosure of Representation of Trading Services (DRTS)
- Privacy Notice and Consent
- FINTRAC
- Buyer Agency
- Acknowledgement Form
- Buyer's Exclusive Agency Agreement (if applicable)

4 **House Hunting**
Buyer property tour

We found your dream home.

5 **Prepare the offer + decide what is Important**
- Contract of Purchase and Sale
- Disclosure of Remuneration
- Key Elements of Price, trust Deposit Amount, Dates & Subject Conditions.
- Buyer's Acknowledgement Form

6 **Agent presents & negotiates your offer**

7 Make sure you're protected.
Conduct due diligence:

Detached home & duplex
- Title Search
- Mortgage Confirmation
- Inspection Property
- Property Disclosure Statement
- Oil Tank Scan (if applicable)
- Property and Fire Insurance to ensure Financing.

Review strata documents Condos & townhomes
- Form B
- Strata Minutes & By-laws Financial
- Statements
- Registered Strata Plan
- Depreciation Report
- Engineers' Reports (if applicable)

Exciting day!!
Remove Subject Conditons, provide bank draft and provide it to the agent.

8 **Select**
A lawyer or notary to complete conveyancing process

9 **Arrange** insurance
+
Moving for your new home

10 **Communication with lawyer to sign closing documents**
1 week-10 days before completion date.

11 **Completion date**
Money & title are Transfer on your behalf.

Welcome home.

778 877 7377
metrovancouverrealty.com

GURP DHALIWAL

MORTGAGE BROKER

DON'T WAIT!
REFINANCE NOW!

CALL US! 778-584-5636

- AAA Mortgage
- Borrow Down Payment
- Construction Financing
- Financing
- Financing Business
- Lending
- Private Lenders
- Refinance
- Self-Employed
- Uninsured Mortgage

turn key

REAL ESTATE GROUP

RICKY CHOWDHURY

604.690.2365

We are your full service real estate partners helping you buy, sell and manage your real estate investments. We promise honesty, integrity and results that move you.

BUYING

SELLING

MANAGING

EDMONTON

CENTURY 21.
All Stars Realty Ltd.

VANCOUVER

CENTURY 21.
In Town Realty

Address

421 Pacific St, Vancouver, BC V6Z 2P6

Email Us

ricky@turnkey.today

turnkey.today